INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Wednesday, 10th December, 1975.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura, on Wednesday, the 10th December, 1975 at 11 A. M.

PRESENT.

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhomik) in the Chair, 6 Ministers, 3 Ministers for State, Dy Minister, Dy. Speaker, 31 Members.

GOVERNMENT BUSINESS (MOTION)

Mr. Speaker :— The first Business before the House is the Government Motion. I would call on Shri D. K. Choudhury, Minister-in-charge of the Parliamentary Affairs to move his Motion

Shri D. K. Choudhury :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move—

"That this House resolves that the currert Session of the Tripura Legislative Assembly being a short Session to transact certain urgent and important Government Businesss, only Government business be transacted during the Session and no other business whatsoever including questions, calling attention and any other business to be initiated by a private members be brought before or transacted in the House during the Session and all relevant Rules on the subject in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly do hereby stand suspended to that extent."

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Motion moved by Shri D. K. Choudhury, Minister-in-charge of the Parliamentary Affairs "That this House resolved that the current Session of the Tripura Legislative Assembly being a short Session to transact certain urgent and important Government business, only Government business be transacted during the Session and no other business whatsoever including questions, Calling Attention and any other business to be initiated by a private memer be brought before or transacted in the House during the Session and all relevant Rules on the subject in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly do hereby stand suspended to that extent."

(The Motion was put to voice vote and carried.)

Shri Jatindra Kr. Majumdar :— For Clarification—এটা কি বিজনেস এ্যাড-ভাইসরী কমিটির নজরে নেওয়া হয়েছিল বিফোর ইনট্রডাকশান অব দিস এ্যামেণ্ডমেন্ট ?

মিঃ স্পীকার :— বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির নজরে না নিয়েও গভর্ণমেণ্ট এই জাতীয় মোশান আনতে পারেন।

OBITUARY REFERENCE

Mr. Speaker :— Hon'ble Members, I shall make obituary references to the Passing way of :—

1) Shri Kumarswami Kamraj Nadar &
2) Maharaj Kumar Brajendra Kishore Deb Barman.

Obituary to the Passing away of K. Kamaraj Nadar.

Born on July 15, 1903, in a backward Community family in Virudhunagar, Ramanathapuram district, a backward area of Tamil Nadu, then Madras presidency. K. Kamraj in Early life became interested in politics, attending public meetings addressed by visiting politicians.

The Jallianawala Bagh masacre was the flash point in the life of Kamaraj, when he was 15 years old and Mahatma Gandhi's call for Satyagraha in 1919 drew him into the freedom struggle. He remained a humble and devoted party worker for years although his relations tried to wean him away from politics. He tools the oportunity to join the Voikom Satyagraha against untouchability, when his uncle sent him to Trevandrum. He resumed active party work on his return to Virudhunagar, polularising Khadi and prohibition as part of Gandhiji's non-cooperation movement, and came under the wings of late M. S. Satyamurthi.

Mr. Kamaraj was jailed for the first time in 1930 when he get a two year term for joining the salt Satyagraha. In all he spent about eight years in Jail during the freedom struggle.

Mr. Kamaraj was elected unopposed to the Legislature of the then Madras presidency from the satter Constituency in 1937. from Jail he fought and won the election for the Chairmanship of Virudhunagar Municipal Committee and on his released he took up office only to resign a day later.

He was elected president of the TNCC in 1940 attracting national attention and he continued in the office till 1954.

During the freedom struggle, Mr. Kamaraja was involved in the "Virudhunagar bomb case" in 1945, but was aquited. In 1946, he was electen both to the State Legislative Assembly and to the Constituent Assembly. In the first General election he was elected to the Lok Sabha but later resigned his membership to become the Chief Minister of his State. In 1963 be resigned the Chief Ministership to take up the party work which came to be known as "Kamaraja plan." He returned to the Lok Sabha from the Nagarcoil Constituency during a by-election in 1969. Mr. Kamaraj who twice helped the nation to choose its Prime Minister, came on the National scene after his election as President of the undivided Congress in 1964.

As a Politician, Mr. Kamaraj had built up a reputation for personal intergrity, Dressed in his coarse Khadi Dhati and bedly tailored shirt reaching almost to his knees, he maintained his simple life-style in the midst of power. He spoke in language of the masses who indentified themselves with him.

His thinking was not cultured by "isms" and his approach to the politics and life as straight and unsophisticated like any India's rural millions.

Mr. Kamaraj breathed his last on 2nd October, 1975. This House keeps' on record its profound sence of sorrow and grief on the sad demise of Mr. Kamarj—"Death of Mr. Kamaraj is a great loss to India."

I would request the Hon'ble Members to stand on their legs for two minutes to show respect to the denarted soul.

(Two minutes' silence was observed by the members standing on their legs to show respect to the departed soul).

Mr. Speaker :— Thank you.

মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মনের পরলোক গমনে স্মৃতি তর্পন।

বিগত ২৭শে নভেম্বর ১৯৭৫ ইং সনে তদানীন্তন ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেব বর্ম্মণ'এর মহা প্রয়ানের সাথে সাথে ত্রিপুরার জনজীবনে শতাব্দির এক ইতিহাস স্তব্ধ হল।

১৮৮১ সালে, পুরানো আগরতলা রাজবাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর। তাঁহার রাজোচিত ব্যবহার, চারিত্রিক গুণ এবং মেধা নিয়ে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে আসেন রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের পুত্র ব্রজেন্দ্র কিশোর, রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্র কিশোর সম্পর্কে বলেছিলেন," আমি ত্রিপুরা রাজ্যের আর কিছু হিত যদি নাও করে থাকি. কেবল মাত্র ব্রজেন্দ্র কিশোরের চরিত্রকে যদি কর্ত্তব্যের দীক্ষায় দৃঢ় করতে পেরে থাকি, তার দ্বারা ত্রিপুরার স্থায়ী কল্যাণ করতে পেরেছি বলে গৌরব করতে পারব। আমি তাকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করতে পেরেছি"। বিশ্ব কবির এই আশীর্বাদপুষ্ট ব্রজেন্দ্র কিশোর কবির নিকটম আত্মীয় হিসেবেই স্থান গ্রহণ করেছিলেন।

১৯২৩ সালে তরুণ ব্রজেন্দ্র কিশোর গিয়েছিলেন ইউরোপ ভ্রমণে। নব প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে প্রথম যে তিনজন ছাত্র নিয়ে খোলার কথা ছিল, লালুকর্ত্তা (ব্রজেন্দ্র কিশোর) ছিলেন তাদের অন্যতম। ত্রিপুরার জনগণের সাথে ব্রজেন্দ্র কিশোরের ছিল এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। রাজ তনয় ব্রজেন্দ্র কিশোর ত্রিপুরার জনমানসে চির জাগরুক আছেন এবং থাকবেন। নূতন ত্রিপুরার রূপরেখা প্রণয়নে ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে ত্রিপুরাকে পরিচিত করার প্রয়াসে ব্রতী ছিলেন মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর। শৈশব থেকে জীবনের শেষ মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কল্যাণ স্পর্শ ও অমোঘ নির্দ্দেশ ব্রজেন্দ্র কিশোরের ছিল জীবনের পাথেয়।

লালুকর্ত্তা নিজেও বলেছেন—' কবির নিবিড় উপস্থিতি ও নির্দ্দেশ আমি তাঁর চিঠিগুলির মধ্যে পেতাম"। কবি ব্রজেন্দ্র কিশোরকে বলেছিলেন "তুমি মহৎ হইবে, তুমি আমাদের আর্য্য পিতামহদের ঋণ পরিশোধ করিবে। আমি বঙ্গ দর্শনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে যখন কিছু লিখি, তুমি স্মরণ পথে জাগরুক থ করে"। মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোরও তাঁহার চারিত্রিক উদার্য ও দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়নতা, বিচক্ষণতা প্রভৃতিগুলির ও ব্যবহারিক জীবনে বিভিন্ন কর্ম্মের মাধ্যমে কবির এই বিশ্বাসকে সত্যে পরিণত করেছিলেন। জীবনে তিনি যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করেন, তার মাধ্য রোঁমারুলা, লর্ড লিটন, ভগনী নিবেদিতা ও পোপ, মুসোলিনির নাম উল্লেখযোগ্য। বিরাট কর্ম্ম জীবনের পরিসমাপ্তির পর অবসর জীবন ও জীবন সায়াহ্ন ব্রজেন্দ্র কিশোরের কাছে ছিল তাঁর শৈশব, যৌবনের প্রকৃত মূল্যায়ন স্বরূপ। ব্রজেন্দ্র কিশোর ত্রিপুরার রাজ দরবারে বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানের ছিলেন পুরোধা। মৃত্যু তাঁহার বিরাট কর্ম্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটালেও ত্রিপুরার ইতিহাসের পাতায় চির অম্লান থাকবেন ব্রজেন্দ্র কিশোর।

তাঁর ব্যক্তিত্ব, ও মহানুভবতার কথা স্মরণ করেই আমরা ব্রজেন্দ্র কিশোরের স্মৃতি-তর্পন করছি।

আমি সভাকে অনুরোধ করব সদস্যগণ দুই মিনিট দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করুন।

(Two minutes silence was observed)

Mr. Speaker :— Thank you.

The House stands adjourned for 15 minutes.

(The House again met at 11-30 a. m.)

LAYING OF PAPERS

Mr. Speaker : Next Business of the House is laying of papers by the Government. I would call on the Revenue Minister to lay the following :—

i) The Tripura Agricultural Debtors Relief Ordinance, 1975 (Tripura Ordinance No. 2 of 1975).

ii) The Tripura Land Revenue & Land Reforms (Seventh Amendment) Rules, 1975.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— (i) Mr. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table of the House a copy of the Tripura Agricultural Debtors Relief Ordinance, 1975.

(ii) Mr. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table of the House a copy of the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Seventh Amendment) Rules, 1975.

REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Mr. Speaker :— Hon'ble Members are requested to collect the copies of the Ordinance & from the Notice office. Now, I call on Shri Usha Ranjan Sen. Deputy Speaker, designated by me to move the motion—"That this House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee."

Mr. Deputy Speaker :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move- "That this House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee."

(The question that "this House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee" was then agreed to by voice vote).

EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF COMMITTEE REPORT.

Mr. Speaker :— Next item of Business is Motion for granting of extension of time for presentation of Report of the Committee on Petitions. Now, I would call on Shri U. R. Sen, Deputy Speaker, Ex-officio Chairman of the Committee on Petitions to move his motions.

Shri U. R. Sen, Deputy Speaker :—Mr. Speaker Sir, I beg to move "That the time for presentation of the Report of the Committee on Petitions on the petitions presented by (1) Shri Jatindra Kr. Majumder, M. L. A. on 26. 5. 75 (2) Smt. Lakshmi Nag, M. L. A. on 2. 6. 75 and (3) Moulana Abdul Latif, M. L. A. on 4. 6. 75 for Amendment of the Tripura Land Revenue and Land Reforms (3rd Amendment) Act, 1975 be extended upto thn next Session."

(The question was put and agreed to by voice vote).

Mr. Speaker :— Next Business before the House is the Motion for granting of extension of time for presentation of the Report of the Committee on Privileges. I would call on Sri Sunil Chandra Dutta, Chairman of the Committee on Privileges to move his Motion.

Shri Sunil Ch. Dutta :— Mr. Spaaker, Sir, I beg to move "that the time for presentation of the Report of the Committee on Privileges (1) on the question of alleged breach of Privileges given notice of by Sri Nripendra Chakraborty, M. L. A. against the Inspector General of Police, Tripura,

the Superintendent of Police, West Tripura and the Officer-in-charge Kotowali, Agartala as referred to the Committee on 10. 3. 75 and also (2) on the question of breach of privilege given notice of by Shri Bidya Ch. Deb Barma, M. L. A. and Shri Manindra Deb Barma, M. L. A against the Superintendent of Police and Deputy Superintendent of Police, Wes Tripura as referred to the Committee on 23. 5. 75 for investigation, examination and report be extended upto the next Session".

(The question was put and was agreed to by voice vote).

GOVERNMENT BUSINESS (INTRODUCTION OF BILL)

Mr Speaker :— Next Business before the House is introduction of the Tripura Agricultural Debtors Relief Bill, 1975 (Tripura Bill No. 6 of 1975). I would call on Shri Krishnadas Bhattacharjee, Minister of Revenue to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri K. Bhattacharjee (Minister of Revenue) :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Agricultural Debtors Bill, 1975 (Tripura Bill No. 6 of 1975).

(The Motion was put and the leave was granted by voice vote)

(Mr. Secretary then read out the long title of the Bill, viz. 'The Tripura Agricultural Debtors Relief Bill, 1975 is a Bill to impose moratorium on recovery of debt and for matters connected therewith').

Mr. Speaker :—Now, I would call on the Revenue Minister to move his motion to introduce the Bill:

Shri K. Bhattacherjee :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Agricultural Debtors Relief Bill, 1975 (Tripura Bill No. 6 of 1975) be introduced.

(The question was put and carried by voice vote.)

Mr. Speaker :— The Bill is introduced. Copies of the Bill has already been circulated to the Members in their desk.

The House stands adjourned till 12 noon of Thursday the 11th December, 1975. From now onwards the House will sit at 12 noon everyday.

(The meeting was adjourned at 11-40 a. m.)

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, the 11th December, 1975.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Thursday, the 11th December, 1975 at 12 Noon.

PRESENT

Mr. Speaker (The Hon'ble Manindra Lal Bhowmick) in the Chair, 6 Ministers, 3 Ministers for State. 1 Deputy Minister, Deputy Speaker and 31 members.

EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF THE REPORT OF THE SELECT COMMITTEE

Mr. Speaker :—Now, the business before the House is the motion for granting of extension of time for presentation of the Report of the Select Committee on "The Tripura Town & Country Planning Bill, 1975". I would call on Shri Hangshadhwaj Dewan, Deputy Minister and Chairman of the Committee (Ex-Officio) to move his motion that "That the time for presentation of the Report of the Select Committee on "The Tripura Town & Country Planning Bill, 1975 be extended upto 12-12-75."

Shri Hangshadhwaj Dewan :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move "that the time for presentation of the Report of the Select Committee on "The Tripura Town & Country Planning Bill. 1975 be extended upto 12-12-75."

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by Shri Hangshadhwaj Dewan, Deputy Minister and Chairman (Ex-Officio) of the Select Committee on "The Tripura Town & Country Planning Bill, 1975" that the time for presentation of the Report of the Select Committee on "The Tripura Town & Country Planning Bill, 1975" be extended upto 12-12-75.

(The motion was carried by voice vote)

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

Mr. Speaker :—Next business of the day is consideration and passing of the Tripura Agricultural Debtors Bill, 1975 (Tripura Bill No. 6 of 1975). First, I would call on Shri Krishnadas Bhattacherjee, Minister for Revenue to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that "The Tripura Agricultural Debtors Relief Bill, 1975" (Tripura Bill No. 6 of 1975) be taken into consideration.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার ডেব্ট রিলিফ বিলটা, এর দ্বারা ত্রিপুরার দরিদ্র চাষীগণ এবং গ্রামের যে রুরাল আর্টিজ্যান আছে, তাদেরকে মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই বিলটা আনা হয়েছে। এই বিলটা আমাদের প্রধান মন্ত্রীর যে ২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী আছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এটা আনা হয়েছে। গ্রামের মহাজনেরা যে উচ্চ হারে সুদ নেয় চাষীদের কাছ থেকে, গ্রামের কামার, কুমার প্রভৃতিদের শোষণ করেন, সেই শোষণের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য এই বিলটা আনা হয়েছে। এই বিলের দ্বারা বেনিফিট পাবেন বা যারা উপকৃত হবেন তারা হচ্ছেন মার্জিন্যাল ফার্মার, সেয়ার ক্রপার এবং রুর‍্যাল আর্টিজ্যান্স। এই বিলের দ্বারা যে রিলিফ দেওয়া হয়েছে তা প্রধানত দেওয়া হয়েছে ল্যাণ্ডলেস লেবার, শেয়ার ক্রপার বা বর্গাদার, মার্জিন্যাল ফার্মার এবং রুর‍্যাল আর্টিজ্যান্স, তাদের ক্ষেত্রে এই বিলেতে বলা হয়েছে যে তাদের মধ্যে যাদের নাকি বার্ষিক আয় ২৪ শত টাকার বেশী হবে না, তদের যে ঋণ, সেই ঋণটা সম্পূর্ণভাবে মকুব হয়ে যাবে। অর্থাৎ তারা যদি কোন মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে থাকেন এবং তাদের বার্ষিক আয় যদি ২৪ শত টাকার বেশী না হয়, তাহলে যে টাকা তারা মহাজনদের কাছ থেকে নিয়েছেন, সেই টাকা আর তাদের মহাজনদের ফেরত দিতে হবে না। সেটা সম্পূর্ণভাবে মকুব হয়ে যাবে। এই বিলটাতে মার্জিন্যাল ফার্মার সম্পর্কে—যারা নাকি ল্যাণ্ডলেস ফার্মার, যাদের কোন ভূমি নাই অথচ তাদের প্রধান জীবিকা হল কৃষি—কৃষি জমিতে তারা কাজ করে তারাও এই ল্যাণ্ডলেসের মধ্যে পড়েছে। কাজেই তাদের সম্পূর্ণ ঋণ মুকুব হয়ে যাবে আর এখানে মার্জিন্যাল ফার্মের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সেই সংজ্ঞাতে যারা উপজাতি তাদের ক্ষেত্রে একটু বিশেষভাবে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, আর যারা নাকি উপজাতি নন তাদেব ক্ষেত্রে, মার্জিন্যাল ফার্মার হচ্ছে যাদের ২ হেক্টর-এর বেশী জমি নাই, উপজাতিদের ক্ষেত্রে তাদেরকে ম্যার্জিন্যাল ফার্মার করা হয়েছে, আর যারা নাকি অ-উপজাতি তাদের ক্ষেত্রে ১ হেক্টর করা হয়েছে। অর্থাৎ এই যে সম্পূর্ণ ঋণ মুকুব দেওয়া হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে উপজাতিরা সম্পূর্ণ রিলিফ পাবেন, আর যারা নাকি উপজাতি নন, তাদের ক্ষেত্রে এক হেক্টর করা হয়েছে। আর রুর‍্যাল আর্টিজ্যান যাদের কোন ল্যাণ্ড নাই এবং যাদের প্রধান জীবিকা হচ্ছে যন্ত্রপাতির সাহায্যে কোন কাজ করা অথবা কিছু মেরামত করা যেমন কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি মেরামত করা বা বানানো, বিশেষ করে সুতার মিস্ত্রী যারা আছে তাদেরকে বলা হয়েছে রুর‍্যাল আর্টিজ্যান্স। আর শেয়ার ক্রপার সম্পর্কে বলা হয়েছে—a person who under the system generally known as adhi ; barga ; bhag or any other term cultivates the land of any person on condition of delivering a share of the produce of such land to that person. অর্থাৎ ফসল যা হবে তার অর্ধেক দিতে হবে এই সর্ত্তে যারা চাষ করছেন, তাদেরকে বলা হয়েছে শেয়ার ক্রপার। উদের ক্ষেত্রে যাদের আয় ২৪শ টাকার বেশী নয় তাদের সম্পূর্ণভাবে এই আইনে মুকুব করে দেওয়া হয়েছে—তাদের আর সেটা ফেরত দিতে হবে না। দ্বিতীয়ত এই আইনে সমস্ত ঋণের জন্য এক বছরের জন্য একটা মরেটরিয়াম পিরিয়ড দেওয়া হয়েছে। এটার অর্থ হল যে এই এক বছরের মধ্যে কোন মহাজনরা তাদের কাছ থেকে ডেফিনেশানে যাদের ডেবটার্স্ বলা হয়েছে—marginal farmar, small farmar, share-cropper, landless labourer

and rural artisan ; এদের কাছ থেকে যদি কোন মহাজন তাদের ঋণ দিয়ে থাকে তাহলে সে আর এক বছর সেই ঋণ আদায় করতে পারবে না—সেই ঋণ আর তাদের দিতে হবে না এবং সেই এক বছরের সুদও তাদের দিতে হবে না। এই এক বছর সরকার তাদের কাছ থেকে সুদ নেবেন, যারা নাকি এই আইনের আওতায় আসছেন না। আর যারা এই আইনের আওতায় আসছে তাদের কাছ থেকে নেবেন না। আর যারা ২৪শ টাকার ইনকামের মধ্যে পড়ল না তাদের ক্ষেত্রে কি করা হবে, তাদের ক্ষেত্রে করা হবে যে এক বছরের জন্য তাদের ঋণ আদায় করতে পারবে না এবং এই ঋণটার জন্য একটা কনসিডারেশান ট্রাইবুন্যাল হবে। সেটার ব্যবস্থা আমাদের আইনে আছে যে "not below the rank of Circle Officer" সেই ট্রাইবুন্যাল তাদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করবেন। এবং দরখাস্ত পাওয়ার পর সেই মূলে তিনি বিবেচনা করবেন, যাদের নাকি দিতে হবে সেটা তিনিই তার মিমাংসা করবেন। তবে একটা বিশেষ ধারা এখানে রাখা হয়েছে যে যদি কোন কৃষক—অর্থাৎ তাদের যদি কোন ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে সেই ঋণ—(i) if, in the course of the proceedings before the Tribunal it is found that any of the creditors has received from his debtory twice or more than twice the amount of the principal in cash or in kind, the Tribunal shall pass orders that the debt shall be deemed to have been fully discharged and shall declare that the debtor shall from the date of the order, be in lawful possession of the property secured for the debt that is deemed to have been discharged ;

(ii If, in the course of such proceedings, it is found that with respect to any debt, the amount received in cash or in kind by the Tribunal shall pass orders that only such amount as together the tribunal shall pass orders that only such amount as together with the amount already so received, will be equal to twice the amount of the principal, shall be repayable with respect to such debt. এটার অর্থ বিশেষভাবে ইলাষ্ট্রেশান দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধরুন 'A' has borrowed a sum of Rs. 100/- which with interest has accoumulated to Rs. 150/-. If 'A' has repaid Rs. 120/- he is liable to repay only Rs. 30/-. এক ব্যাক্তি যদি ১০০ শ' টাকা ঋণ নিয়ে থাকে এবং দেখা গেল যে সেই ১শ টাকা ইন্টারেষ্ট সহ দেড়'শ টাকা হয়েছে। তখন যে ঋণ নিয়েছে তাকে কতটুকু দিতে হবে ? সে যদি ১২০ টাকা দিয়ে থাকে সে যেভাবেই হউক সুদই হউক আর যে ভাবেই হউক সে যদি ১২০ টাকা দিয়ে থাকে তাহলে তাকে আর ৩০ টাকা দিতে হবে। এবং ঐ দেড়শ' টাকা আর দিতে হবে না। আর 'A' has borrowed a sum of Rs. 100/- which with interest has accumulated to Rs.250/- and accordingly ;

(a) If 'A' has repaid Rs. 200/- or more his debt stands redeemed.

এখানে দেখা যাচ্ছে যে এক ব্যক্তি ঋণ নিল ১০০ শ' টাকা এবং সুদ নিয়ে তার হল আড়াইশ টাকা এবং দেখা গেল সেই ব্যাক্তিটি ২শ টাকা অলরেডি দিয়ে দিয়েছে বা ততোধিক টাকা দিয়ে দিয়েছে সে সুদই হউক আর যাই হউক—যে ভাবেই হউক সে দিয়ে দিয়েছে। সেই ক্ষেত্রে তাকে আর কোন টাকা দিতে হবে না। তাকে আর পাওনাদারকে কোন টাকা ফেরত দিতে হবে না। আর একটা এক্জাম্পল দেওয়া আছে—If A has repaip Rs. 160/- he is liable to repay only Rs. 40/- for redeemtion এক ব্যাক্তি ১০০ শ' টাকা ঋণ নিয়েছে এবং সুদ নিয়ে আড়াইশ টাকা হয়েছে এবং যে দেনাদার সে পাওনাদারকে ১৬০ টাকা দিয়ে দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে তাকে আর কত দিতে হবে? সে ক্ষেত্রে তার ৪০ টাকা দিতে হবে। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই সুদ প্রিন্সিপালের চেয়ে বেশী হতে পারবে না। অর্থাৎ আমি যদি ১০০ টাকা নিয়ে থাকি এবং যদি সেই ১০০ টাকার সুদ সহ ২০০ টাকা দিয়ে থাকি তাহলে আমাকে আর কোন টাকা দিতে হবে না। এবং সেই ট্রাইবুন্যাল সেই টাকার ব্যাপারে কিভাবে কন্‌সিডারেশান করবেন তারও একটা বাধা ধরা নিয়ম বেধে দিয়েছেন। কোন খেয়াল খুশী মত হবে না, অবশ্য কিছুটা ডিশক্রশনারী ক্ষমতা দেওয়া আছে, তবে মোটামোটি একটা ফর্মুলা করে দেওয়া হয়েছে যাতে কনসিডারেশানের ব্যাপারে যে সমস্ত ডেবটার তাদের ক্ষেত্রে যাতে মেকসিমাম রিলিফ দেওয়া যায়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ২৪শ টাকার কম যাদের ইনকাম তাদের আর শোধ করতে হচ্ছে না। এই আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মকুব হয়ে যাবে। মরেটরিয়াম পিরিয়াড এক বছর দেওয়া হয়েছে—এটা খুব কম সময় দেওয়া হয়েছে এইজন্য যে এটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়। তবে স্টেট গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করলে আরও এক বছর বাড়াতে পারবে। কিন্তু স্টেট গভর্ণমেন্টকে ব্ল্যাংকেট পিরিয়াড বাড়াবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। যদি তাই হত তাহলে ষ্টেট গভর্ণমেন্ট আরও সময় বাড়িয়ে দিতে পারতেন। সেখানে ষ্টেট গভর্ণমেন্টকে বাইণ্ডিং করে দেওয়া হয়েছে কোন অবস্থাতেই এক বছরের বেশী আর বাড়াতে পারবে না। তাই এই আইনে যে সমস্ত ধারা রাখা হয়েছে সেগুলি —যারা আজকে মহাজনদের দ্বারা শোষিত হচ্ছিল—অবশ্য ট্রাইব্যুন্যালের বিচারের পর তাদের আপিলেরও প্রভিশান আছে এবং কালেকটার এবং রেভিনিউ কমিশনারের কাছেও তারা যেতে পারেন। আর সেই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ যে এক বছর সময় দেওয়া আছে এই সময়ের মধ্যে যদি কেউ জোর করে আদায় করে তাহলে তার জন্য যে শাস্তি হল ২ হাজার টাকা জরিমানা অথবা এক বছর কারাদণ্ড—সেইসব ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মহাজনদের হাত থেকে, শোষণের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই যে মহাজনরা তাদের শোষণ করছে আর ফলে গ্রামের মানুষদের মনের মধ্যে ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের যে কৃষক, ভূমিহান কৃষক—ল্যাণ্ডলেস কৃষক আছে তাদের মনের এই যে ভ্যাকুয়াম—এই যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে পুরণ করার জন্য ভারত সরকার, রাজ্য সরকার ব্যাংক—কো-অপারেটিভ ব্যাংক, রুরেল ব্যাংক-এর মাধ্যমে তাদের মনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সেটিকে পুরণ করার জন্য—যাতে কম সময়ের মধ্যে তারা টাকা পেতে পারে, আর পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। [illegible] গ্রামে গ্রামে ব্যাংক ছড়িয়ে

আছে। আমাদের যে ন্যাশনালাইজড ব্যাংকগুলি আছে, সেই ন্যাশনালাইজড ব্যাংকগুলির আরো শাখা গ্রামে খোলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যদি সেই শূন্যতা পূরণ হয় তাহলে সরকার এই মহাজনদের সরিয়ে দিয়ে, সরকার এই দরিদ্র জনসাধারণকে মহাজনদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন। যাতে সেটা করা যায় তার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। সারা ভারতবর্ষে যেমন সেটা করা হচ্ছে ঠিক তেমনি ত্রিপুরাতেও সেই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং আমি আশা করব এই বিলটিকে এই হাউস সর্বান্তকরণে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker : — Here any member can discuss Only principles of the Bill and its general provisions may be discussed but the details of the Bill may not be discussed further than is necessary to explain the principles.

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :— অনারেবল স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সমস্ত বক্তব্য এই বিলে এনেছেন তার মধ্যে অনেক কিছু অপূর্ণ থাকা সত্বেও তাকে অভিনন্দনযোগ্য বলা চলে। কারণ ত্রিপুরার যে গরীব কৃষক—তারা এইসব মহাজনদের হাত থেকে মুক্তি পাবার দাবী অনেক দিন থেকে করে আসছিলেন আন্দোলনের মাধ্যমে। অনেক দিন পরে হলেও সরকারের তরফ থেকে এটা করা হয়েছে বলে এবং আংশিক ভাবে করা হলেও সেটা অভিনন্দনযোগ্য। তবে আইন প্রণয়ন করে এবং সেই আইনকে কার্য্যকরী করলেই চলে না। আইন হলেও আইন পাশ হওয়ার ফলে সেটা সঠিকভাবে প্রয়োগ হয়েছে কি না সেটা দেখা দরকার। সঠিক ভাবে দেখার ব্যাপারে যদি আমরা দৃষ্টি না রাখি তাহলে সেটিকে আইনের মধ্যে পাশ করলেই চলবে না। তাতে ত্রুটি থেকে যাবে। কারণ আমরা অতীতে দেখেছি ভূমি সংস্কার আইনের ব্যাপারেও এই ত্রুটি ঘটেছে। সেখানে জমিদারী প্রথা লুপ্ত করে দিয়ে জমি পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৬০ সালে এই আইন পাশ হয়েছিল। আজ ১৯৭৫ সাল। দীর্ঘ ১২ বছরের উপর হয়ে গেছে এই আইন পাশ হয়েছে কিন্তু এটা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নি। এই ভূমি সংস্কার আইনের ফলে কতজন গরীব কৃষক, দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক ভূমি পেয়েছে কি না সেটা আমার সন্দেহ আছে। আমাদের ত্রিপুরাতে হয়তো বড় বড় জমিদার নাও থাকতে পারে, সারা ভারতবর্ষের কথা না বললেও আমাদের ত্রিপুরাতে এই ভূমি সংস্কার আইনের ফল ঐ ভূমিহীন যারা তারা ঐ ল্যাণ্ড সিলিং-এর উপর যে জমি আছে তা দখল পাবার দাবী দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন। কিন্তু এই সিলিং-এর উর্দ্ধে যেসব জমি আছে তা আমাদের ত্রিপুরাতে কতজন পেয়েছেন তা আমার সন্দেহ আছে। কারণ আমি আগেই বলেছি আইন পাশ করলেই হলো না। আইন পাশ করানো এক কথা— আর তাকে কার্য্যে পরিণত করা আর এক কথা। রাজন্যবর্গের ভাতা বন্ধের ব্যাপারে আমরা দেখি সেটা কার্য্যকরী করা হয়েছে কি না এবং যদি কার্য্যকরী করা হয়ে থাকে তাহলে আমরা দেখবো কোটি কোটি টাকা দিয়ে এই গরীব জনসাধারণের জন্য কি করা হয়েছে। কিন্তু কি যে করা হয়েছে তা আমরা সবাই জানি। তাই আমি আগেই বলেছি, আইন যেখানে যেখানে পাশ করা হয়েছে সেখানেই আমরা কি দেখি—আমরা দেখি? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই

টাকা গরীব কৃষক, বা জনসাধারণের উপর ন্যায়ত হয়েছে কি না। কিন্তু আমরা তা দেখতে পাচ্ছি না। যদি তা দেখতে পেতাম তাহলে আমরা এই কথা বলতে পারতাম যে, আমরা এই যে বিল পাশ করছি তার দ্বারা উন্নতি হবে। তবে আমি আগেই বলেছি ত্রিপুরা সরকার এই বিল দেরীতে এনে থাকলেও সেটা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু সেটা কতটুকু কার্য্যকরী করা হবে এই ব্যাপারে সন্দেহ রয়ে গেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই বিলের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, হয়তো এই বিলের দ্বারা গরীব কৃষকদের. মহাজনদের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে যে তারা দাদন নিচ্ছে, ঋণ নিচ্ছে, লোন নিচ্ছে তা থেকে তাদের রেহাই পাবার ব্যবস্থা সরকার করেন নি। এই গরীব কৃষক, ভূমিহীন কৃষক যারা সরকারের কাছ থেকে দাদন নিয়েছে, লোন নিয়েছে এই সমস্ত ঋণকে পরিশোধ করা তাদের পক্ষে সত্যি অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সরকার শুধু তাদের মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই এই আইনটা প্রনয়ণ করা হয়েছে। সরকারের হাত থেকে মুক্তি পাবার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। তার ফলে আমরা দেখবো মারজিন্যালি ফার্মারদের, স্মল ফার্মারদের মত সংখ্যক দেওয়া হয়েছে—তাদের ছাড়াও তাদের উপরে যারা আছে তাদের অবস্থা হয়তো স্মল ফার্মারদের মত নয় কিংবা মারজিন্যাল ফার্মারদের মত নাও হতে পারে তাহলে তাদের অবস্থা কি হবে? এবং যারা এই স্মল ফার্মার, গ্রামে যারা দাদন নিয়েছে তাদের অবস্থা কি হবে? মহাজনদের শোষনের হাত থেকে হয়তো তারা রেহাই পাবে, কিন্তু তাহলেও তাদের সম্পূর্ণ মুক্তি হলো না। তারা সম্পূর্ণ ভাবে রেহাই পেল না। তাই আমি বলছিলাম যে এই দিকে চিন্তা করে সরকার যদি তাদের দাদন এবং ঋণ থেকে মুক্তি দেন তাহলে আমাদের এই বিলের সার্থকতা আছে। তা না হলে এই বিলের কোন সার্থকতা থাকবে না। এখানে শুধু গরীব কৃষকদের, ভূমিহীন কৃষকদের মহাজনদের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেক ফাঁক রয়ে গেছে। সেখানে তারা প্রকৃত মুক্তি পাবে কিনা সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়ে গেছে। আমাদের সরকার এই যে আংশিক ভাবে বিলটা এনেছেন তাতে তাদের রিলিফ দেওয়ার জন্য আংশিক ভাবে যে চেষ্টা এত দিন পরে করে থাকলেও আমরা অভিনন্দন জানাই। ত্রিপুরার জনসাধারণ তাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য অনেকদিন থেকেই দাবী জানিয়ে আসছিলেন। তাই আমি বলছিলাম যে তারা যাতে সম্পূর্ণ মুক্তি পেতে পারে তার জন্য এই সমস্ত প্রস্তাব সরকারের কাছে দিয়ে বলছিলাম তাদের ঋণ মুকুব করা যায় কিনা সে চেষ্টা যেন তারা করেন। আর এই কারণেই একে আমরা অভিনন্দন যোগ্য বলছি। কিন্তু এটা দুঃখের বিষয় এই আইনের উপর যা আছে তার ফলে আমরা দেখবো অনেক কৃষক এই সুবিধা পাচ্ছে না। কারণ এটা অনেক দেরী হয়ে গেছে। এই ল্যাণ্ডর এই যে আইন তা কোন কাজে লাগবে না, সেদিকেও দেখতে হবে। এই বিলটা অভিনন্দন যোগ্য হলেও আজকে ত্রিপুরা মানুষের ফল ভোগ করা আর সম্ভব হবে না। তবে এখানে যে ব্যবস্থা তাকে কার্য্যকরী করার ব্যাপারে দেখা যায় সেটাকে অগণতান্ত্রিক উপায়ে কার্য্যকরী করা হয়েছে। কারণ যেখানে ওয়ান ম্যান কমিটি গঠন করা হবে সেখানে দেখা যায় যারা ডেবটরস, যা যারা ঋণ নেয় তাদের উপর থেকে কোন প্রতি-

নিধি থাকবে না এবং সে ব্যবস্থা এখানেও নেই। তার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে। এই ওয়ান ম্যান কমিটীর উপরে, মাননীয় সদস্যরা দেখবেন বলা হয়েছে, কোন ডেপটস্ এর রিপ্রেজেনটেশন করার অধিকার নেই। ডেবটরসদের তরফ থেকে না, কৃষকদের তরফ থেকে না, এমনকি স্থায় পঞ্চায়েতের থেকেও না। কাজেই আমরা দেখব এই আইন সঠিক ভাবে কার্য্যকরী হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। এই দীর্ঘ দিন পরেও এই আইন করা সত্বের তা কার্যো পরিণত করার ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা হবে। কাজেই আমি সরকারকে অনুরোধ করব যাতে এই বিলের ভিতর যে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে সেটাকে দূর করে সঠিক ভাবে এটাকে রূপদান করেন যাতে ত্রিপুরার মানুষ বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister Shri T. M. Dasgupta.

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে কৃষি মজুর তাদের ঋণ মুক্তের জন্য আনিত যে বিল, তাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই বিল ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক মুক্তির অগ্রদূত হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। যে কৃষকদের গ্রামীন অর্থনৈতিক ক্ষতির জন্য এতদিন যাবত যে কথা বলা হচ্ছিল এবং যাকে রূপদান করার জন্য সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল কিন্তু নানা রাজনৈতিক উচ্ছৃংখলাতার জন্য এবং এর মধ্যে বিরোধী শক্তিগুলো সরকারের সমস্ত দৃষ্টি ও প্রকৃত কাজের চেষ্টা অন্য দিকে প্রভাবিত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকলেও, সেগুলি সময় মত কার্যো পরিণত করা যায় নি। যে আদর্শ ও ইচ্ছা সরকারের মনের মধ্যে ছিল নানা বিরোধী দলগুলির নানা ধরনের বিরোধীতার ফলে এই কাজ গুলি করা সম্ভব হয়নি। কাজেই আমরা দেখছি ভারতবর্ষের সুযোগ্য নেত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী দেশের মধ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেন. যে জরুরী অবস্থা ঘোষন করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই দেশের দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতি যারা দরিদ্রতম অর্থাৎ গরীব যারা, কৃষক যারা, শ্রমিক যারা যাদের অধিকারকে সত্যে পরিণত করা এবং রূপদান করা এই সমস্ত বিরোধী দল যারা শুধু তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করেছেন, কিন্তু এই সাধারণ মানুষের কথা তারা চিন্তা করেননি বা দেশের অর্থনৈতির ভিতর দিয়ে মুক্তি সংগ্রামের জন্য যে বাতাবরণ বা যে সৃষ্টি করা দরকার, সেটা তারা সৃষ্টি করেননি। কিন্তু শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যখন বুঝতে পারলেন যে আমরা যে জিনিষগুলি করতে যাচ্ছি যে জিনিষগুলিকে জনসাধারণের কাছে পৌছে দিতে চাইছি তাতে কতগুলো রাজনৈতিক দল বাঁধা সৃষ্টি করছে যার ফলে এই জরুরী অবস্থা ঘোষনা করা হয়েছে। এবং আমরা দেখতে পারছি জরুরী অবস্থা ঘোষনার সংগে সংগে যারা আদিবাসী যারা দরিদ্রতম তাদের কাজগুলো অতি দ্রুততার সংগে সম্পন্ন হচ্ছে। তাই এই জরুরী অবস্থার মধ্যে এই কাজগুলো করার জন্য এই অর্ডিনেন্স আনা হচ্ছে। এই যে উপলব্ধি আজকে গ্রামের মাহাজনেরা যে ভাবে কৃষকদের শোষন করছে, আইনি ও বেআইনি ভাবে তাদের কে যে শোষন করছে, যেমন ছোট খাট বেনামি দলিল করে বা কোন কোন ক্ষেত্রে সাফ কবলা করে, তার থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। এই জরুরী অবস্থার ভিত্তিতেই এই আইনকে অর্ডিনেন্স রূপে কার্যাকরী করা হয়েছে। কাজেই

সরকার এটাকে রূপদান করার জন্য বদ্ধ পরিকর। কৃষকদের অর্থ নৈতিক পুর্নবাসন'এ এই সমস্ত যে ঋণ ভার থেকে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য সরকার অত্যন্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন। এই জন্য সরকার এই আইন প্রনয়ন করেছেন। কাজেই এর মধ্যে কোন সমলোচনা বস্তু আছে বলে আমি মনে করি না। সরকার বিবেচনা করেই এই আইন প্রনয়ন করেছেন। মহাজনের কাছে থেকে ২৪০০ টাকার মধ্যে যাদের আয় সেই কৃষক বা কৃষি শ্রমিক ঋণ নিয়েছেন তাদের সকলকেই এই বে-আইনি ঋণ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এতদিন মহাজনেরা তাদের শোষন করে তাদের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদকে যে ভাবে নষ্ট করেছেন সেগুলোকে রাইট অফ করে দেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরা এলাকার বৃহত্তর সমাজ হচ্ছে আদিবাসী সমাজ যারা অর্থ নৈতিক দিক থেকে পিছনে পড়ে আছে তাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে একটা রক্ষা কবচ করে একটা ডেফিনেশানের মধ্যে তাদের সেই অধিকারকে পুর্নপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সরকার সমাজের দুর্বল অংশকে দেখছেন এবং দুর্বলতম অংশের জনাই তাদের আলাদা করা দেখা হয়েছে। এই ডেফিনেশানে আছে, মার্জিন্যাল ফার্মারের ওয়ান হেক্টর (মিনিমাম) এবং মেকসিমাম ২ হেক্টরের মধ্যে থাকবে তাদেরকেই স্মল ফারর্মাস বলে গন্য করা হবে। আদিবাসী যারা তাদের উর্দ্ধে ৪ হেক্টর এবং নিম্নে ২ হেক্টর হিসাবে থাকলে তাদেরও স্মল ফারমারস হিসাবে বিবেচিত হবে। কাজেই সরকার আদিবাসীদের যে সমস্যা,তারা যে ঋণের বোঝায় জর্জরিত সেই ব্যাপারে তাদের আরও প্রোটেকশন দেওয়া বা তাদের সেই ঋণ মুক্তির সুযোগ সুবিধা এই আইনের ক্ষেত্রে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে ২০ দফা কর্ম সূচীর মধ্যে জরুরী হিসাবে এই যে বিলটি আনা হয়েছে সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণীর জন্য আমি তাকে সম্পূর্ণ ভাবে অভিনন্দন জানাই। বিলের বিভিন্ন ধারাগুলি পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে মাষ্টার প্লেন, ল্যাণ্ড হউজ ম্যাপ, ডেভেলাপমেন্ট প্ল্যান ইত্যাদির কাজ দুই বৎসরের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ রয়েছে। অর্থাৎ এই বিল সমস্ত সমস্যাকে দুই বৎসরের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে সমাধান করতে চায়, ইহা ফেলে রাখার জিনিষ নয় বা ঝুলিয়ে রাখার জিনিস নয়। আইন করার সঙ্গে সব ব্যবস্থা করতে হবে। সময় সময় সবগুলিকে আবার খুঁতিয়ে দেখতে হবে। সরকার এখানে এক বৎসরের সময় রেখেছেন কিন্তু সরকার এটাও বিবেচনা করেছেন যে যদি কোন কারণে সম্পূর্ণ কাজ যদি শেষ না হয় তখন সময় বৃদ্ধির যেন ব্যবস্থা থাকে। এই রাজ্যের এত বিভিন্ন দূরত্বের জায়গায়, এত বিভিন্ন সমস্যা আছে যার ফলে কাজ শেষ হতে বিলম্ব হতেও পারে সে জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সরকার ইচ্ছা করলে আরও একটা এক বৎসর অর্থাৎ সমস্ত জিনিষটাকে দুই বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ করার বিধান করতে পারতেন। কিন্তু করেন নি যেহেতু এটা জরুরী বিষয় এটা ফেলে রাখার জিনিষ নয় বা ঝুলিয়ে রাখার বিষয় নয়। সরকারের যে ফার্ম ডিটার-মিনেশান আছে এটাও এই আইনের বিধানের মধ্যে পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সমালোচনা করা হয়েছে একজন বিচারক দিয়ে, বিচার করা হবে কেন? সার্কেল অফিসারের উপর বিচারের ভার দেওয়া হয়েছে কেন? বিচার ব্যবস্থা সহজ, সরল ও দ্রুততরভাবে করার জন্যই এই বিধান করা হয়েছে। সেই কারণেই এই বিলের বিধানে বিচার ব্যবস্থা সাধারণ আইনের আওতা থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে। আর এই যে সেটেলমেন্ট এর ব্যবস্থা হয়েছে, এতে কৃষককে উকিল, মুক্তার-এর কাছে যেতে না যেতে হয় সে জন্য এই

বিলে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল করা হয়েছে। সেই স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল শালিশীর কাজ করিবে। এই সিদ্ধান্ত এতই যুগান্তকারী যে এর বিরুদ্ধে কোন কোর্টে গিয়ে আর কোন দ্বিতীয়বার মোকদ্দমা করা যাবে না। এখানে কোর্টের আওতা থেকে মুক্ত করে শালিশ বিচারের মধ্যে আনা হয়েছে। কাজেই সরকার এখানে ডিটারমিণ্ড, যাদের জন্য এই আইন করা হয়েছে, তারা যাতে পরিপূর্ণ-ভাবে বেনিফিট পেতে পারে। সাধারণ ক্ষেত্রে এই রিলিফের বিরুদ্ধে এ্যাপিল করা চলবে না। অভিযোগ করা হয়েছে যে বিচারক একজন থাকবে কেন? কোর্টে যে বিচার হচ্ছে সেখানেও সাধারণতঃ বিচারক একজন থাকেন। কঠিন কঠিন যে সমস্ত বিচার হচ্ছে, এর মধ্যে একমাত্র হাই কোর্টেও কোন কোন ক্ষেত্রে একজন বিচারকই বিচার করেন। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বা কনস্টিটিউশান বা বিশেষ বিশেষ ধরনের মামলা থাকলে তখন তার জন্য একাধিক ব্যক্তিকে নিয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এখানে বিচার ব্যবস্থা সহজ ও সরল করা হয়েছে। এই ধারাগুলি অত্যন্ত সহজ ও সরল। কাজেই এর জন্য একাধিক বিচারকের প্রয়োজন নেই। এমনি ভাবে কেইসটাকে করা হয়েছে যে এর বিরুদ্ধে যারা আছে হোয়েদার মারজিন্যাল ফর্ম্ম অর নট। এই ডিসিশান এটা তাদের জন্যই কোন কোন ক্ষেত্রে বিচার উঠতে পারে এবং সেটি ডিসিশান করার জন্য সরকারী অফিসে বিভিন্ন অফিসার রাখা হয়েছে যে অতি তাড়াতাড়ি যাতে করা যায়। এটা যদি একটা কোর্টের মধ্যে দেওয়া হত এবং সেই কোর্ট যদি দূরে হত তাহলে কৃষকদের আসা যাওয়াতে প্রাণান্ত হতে হত। কাজেই সরকার এই সব অফিসার এই জন্যই রেখেছেন। গ্রামের কৃষকরা যাতে কম খরচে প্রতিকার পেতে পারে তার জন্য আইনের বিধানের মধ্যে কৃষকদের সুবিধা দেওয়ার জন্য একটা মোবাইল ধরনের কোর্টের বা ট্রাইব্যুন্যাল হবে। কৃষকদের পয়সা খরচ করে শহরের কোর্টে আসতে হবে না। তাদের গ্রামের অভ্যন্তরে একটা মহল্লার মধ্যে বা একটা থানায় বা তহশীলের অভ্যন্তরে গিয়ে যে জিনিসটাকে ফয়শালা করা যায় সরকার সেই ব্যবস্থা করছেন। গভীরভাবে চিন্তা করছেন যে কৃষকদের কতখানি সুবিধা দেওয়া যায়—এই সমস্ত মার্জিন্যাল ফর্ম্মকে। যাতে তাদের শহরের কোর্টে দৌড়াদৌড়ি করতে না হয়, দূরবর্তী জায়গায় যেতে না হয় তার জন্য করা হয়েছে। সরকারী অফিসার দিয়ে কোন অভিযোগ আসলে তাদের অভিযোগ গ্রহণ করা হবে। কাজেই সেই দিক থেকে এই বিলকে আরও বেশী ভাবে অভিনন্দন করা উচিত ছিল এবং কনসলিডেশানের যে ধারা রয়েছে যদি তার ধারাগুলি আমরা দেখি তাহলে সেখানে আমরা দেখছি যে কৃষকেরা যদি আগে মহাজনের সঙ্গে কোন একটা মিটমাট করে তাহলে সেই মিটমাটও মিটমাট বলে ধার্য্য হবে না। তাও এই আইনের মধ্যে রয়েছে। যদি কোন মহাজন এই রকম করেন তাহলে আইনের বিধানে ৩০ দিনের মধ্যে এই শালিশের বিষয় ট্রাইব্যুন্যাল-এর নিকট জানাতে হবে। বিচারক দেখবেন যে নীতির সঙ্গে মিল আছে কিনা? না থাকলে নূতনভাবে বিচার বা নির্দ্দেশ দিতে পারবেন। এবং আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে এই বিধান সভায় অভিযোগ পেয়েছি যে, এক কাঠা ধান দেওয়া হয় আর ভাদ্র মাসে যখন নাকি লোকের খুব অভাব থাকে এবং তার বিনিময়ে নাকি পৌষ বা মাঘ মাসে যখন ধান উঠে তখন তাদের কাছ থেকে দুই কাঠা ধান বা কম করে হলেও দেড় কাঠা দিতে হয় অর্থাৎ ছয় মাসের যে সুদ দ্বিগুণ হয়ে যায়। মহাজনরা যে সুদ চেয়েছে সে সুদ দেয়া হবে না।

সরকার নির্দিষ্ট পরিমাণের যে সুদের হার তার বাইরে সুদ স্বীকার করা হবে না। কাজেই এখানে একটা মস্ত বড় সুযোগ মার্জিন্যাল ফার্মার বা কৃষকদের দিয়েছে কমিসনের বাহিরের সেটেলমেন্ট কৃষক স্বার্থের কনট্রারি বা তার স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারবে না। যে ট্রাইব্যুনাল হবে তারা সেটি বিচার করে দেখবেন। কোন কারণে কোন মহাজন যদি কোন ইমপ্লিফিকেশান বা কোন ধরণের ঋণের জন্য ফোর্স করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইন রয়েছে। সাজা দেওয়ার বিধান এই আইনের মধ্যে রয়েছে। ট্রাইব্যুনালের বিচারের এগেনষ্টে যদি কোন বক্তব্য থাকে তবে এ্যাপিল করতে পারেন এবং ডিষ্ট্রীক ম্যাজিষ্ট্রেট এবং রেভেনিও কমিশনারের কাছে তাদের বক্তব্য রাখতে পারবেন এবং কোন ক্ষেত্রেই সাধারণ কোর্টে গিয়ে অভিযোগ করতে পারবেন না। কাজেই এই সব দিক দিয়ে এই বিল হচ্ছে অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক। যে দৃঢ় পদক্ষেপ আজকের সরকার নিচ্ছেন, গ্রামের অর্থ-নৈতিক এবং ত্রিপুরায় স্বাচ্ছন্দ্য আনার ক্ষেত্রে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, আমরা আশা করি যে সকলে, এই বিলকে অভিনন্দন জানাবেন এবং তাকে বিশেষ ভাবে রূপদান করার জন্য চেষ্টা করবেন। সেই দিক থেকে আমি মনে করব যে মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সকল মাননীয় সভ্যের এবং সকল সুনাগরিকের কর্তব্য হবে এই বিলের পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো। আজকে সরকারের যতখানি করার দরকার ততখানি করছে আইনের ভিতর দিয়ে। আজকে জনপ্রতিনিধি হিসাবে, সুনাগরিক হিসাবে আমাদের সকলেরই একটা দায়িত্ব আছে। আমরা সকলে মিলে যদি এই দায়িত্ব মেনে নিই তাহলে গ্রামের কৃষকদের আইনের ব্যাখ্যা বুঝতে কষ্ট হবে না। আমাদের আইনের যে ধারা আছে তাতে যদি সহযোগিতা এবং সাহায্য দেওয়া হয় তবে দরিদ্র কৃষক নবজীবন লাভ করবে। সরকার মহাজনদের ঋণ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, এখন মহাজনরা চলে গেল, এই ঋণ পূর্ণ করতে হবে কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে। কো-অপারেটিভের ঋণ যদি মুকুব করে দেওয়া হয় তাহলে কো-অপারেটিভ বাঁচবে কি করে? এখন কৃষকদের জন্য ঋণ আসবে কোথা থেকে। আমাদের যে সাজেসান থাকবে সেইটা বাস্তব ধর্মী হওয়া উচিত। মাননীয় এক সদস্য এই সম্পর্কে সমালোচনা করে বলেছেন সরকার সব ঋণ মুকুব করে দিক। তাহলে ঋণ আসবে কোথা থেকে? এই যে ভেকুয়াম হবে মহাজনী ঋণ মুকুবের জন্য, সেটাকে পূর্ণ করতে হবে সরকারকে কো-অপারেটিভ করে বা অন্য কোন ব্যাংক মারফত। এখন যদি সব রকম ঋণই মুকুব দেওয়া হয় তাহলে কৃষকেরা যাবে কোথায়? কোন প্রকারে ব্যাংকেরই তাহলে অস্তিত্ব থাকবেনা। ব্যাংক ফিনান্স করপোরেশন, কোপারেটিভ সোসাইটি, কোঅপারেটিভ মর্টগেজ ব্যাংক এবং আরও নুতন ব্যাংক খুলে কৃষকদের ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা যদি এক কথায় বলি যে সমস্ত ব্যাংকের সমস্ত ঋণ মুকুব করে দেওয়া হবে সেটা অবাস্তব প্রস্তাব। মহাজন ঋণ দিয়ে কৃষকের জমি গ্রাস করে। আজকে কেউ কি বলতে পারেন মর্টগেজ নিয়ে কোঅপারেটিভ ব্যাংক বা সরকার প্রজাকে তার জায়গা থেকে উচ্ছেদ করে তার জমি দখল নিয়ে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে? আজ পর্যান্ত তা ঘটেনি। কোন দরিদ্র কৃষকের জায়গা জমি সরকার বা ব্যাংক কর্তৃক দখলের ঘটনা জানা নাই। কিন্তু বহু মহাজন নানা ভাবে দরিদ্র কৃষকের হাত থেকে তাদের জমি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এইটা হয়তো মাননীয় সদস্যরা অনেকেই জানেন। আমরা বলতে পারি কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণের টাকা আদায় করার জন্য চাপ

সরকার দেন কিন্তু প্রজাদের উচ্ছেদ করা হয় না। সরকারের কাছ থেকে এবং কো-অপারেটিভের কাছ থেকে যে ঋণ নেওয়া হয় সেই ঋণটা তাকে পরিশোধ করতে হবে এবং এই ধরনের বাতাবরণ আমাদের দেশে সৃষ্টি করতে হবে। কোন কোন দল বলে সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিলে সেটা আর আমাদের দিতে হবে না। এবং তাদের এই প্রক্রিয়া সরকারের প্রচেষ্টাকে ব্যহত করছে। গভর্ণমেন্ট যখন ঋণ দেয় তখন বলা হয় তা আর দিতে হবে না। কিন্তু মহাজনদের ঋণ সম্পর্কে কিছুই বলে না। আমি মনে করি এই প্রচেষ্টা সরকারের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করারই চেষ্টা। তাহাদের দৃষ্টি ভঙ্গী বদল করতে হবে। লিডিং ব্যাংকগুলি অধিক ফসল ফলাও এর ক্ষেত্রে কৃষি ঋণ দিচ্ছে অর্থনৈতিক পুণর্বাসন এনে দেওয়ার জন্য। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব সরকারের লোন নেওয়ার জন্য যেমন তারা লোনিদের উৎসাহিত করেন সরকারের লোন ফিরিয়ে দেবার জন্যও তেমনি কৃষকদের উৎসাহিত করবেন। আজকে যে বড় বড় ব্যাংকগুলি আছে সেগুলি মার্জিনেল ফারমার আর আর্টিজ্যান যারা আছে তাদের লোন দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছেন। এই ভাবে কাজ চললে পুণর্বাসন হবে এবং এমপ্লয়মেন্ট পোটেনশিয়েলিটিও ক্রয়েট হবে। এইসব ক্ষেত্রে অ ভবে ব্যংক থেকে যে সব টাকা আসছে সেই টাকা যাতে ব্যাংক ফিরিয়ে পায় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। অন্যদিকে আরও ব্যাংক খোলার প্রয়োজন আছে আজকে, রিক্সা কিনার জন্য, শিক্ষিতদের স্কুটার কিনার জন্য কৃষকদের ঋণ দেওয়ার জন্য। এইসব পরিকল্পনা ২০ দফা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণে কার্যকরী হবে এবং সহায়ক করবে। আমাদের এই বিলের মারফতে যে প্রচেষ্টা সে প্রচেষ্টা হবে বিপ্লবাত্মক, সুতরাং এই বিল সমর্থন করার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করবো এই বিলটা সমর্থন করার অর্থই হলো কৃষি বিপ্লবকে স্বার্থক করার প্রচেষ্টা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয়হিন্দ।

মিঃ স্পীকার :— আই কল অন শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে হাউসের সামনে এগ্রিকালচারেল ডেটার্স রিলিফ বিল ১৯৭৫ (ত্রিপুরার বিল নং সিক্স অব ১৯৭৫) যা এখানে উত্থাপন করা হয়েছে, সেইটা আমি সমর্থন করি। আমাদের সমাজে এখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বসে আছে তার মধ্যে এই মহাজনী প্রথাও একটা সাংঘাতিক সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ যাকে হটানোর জন্য, যাকে পরাস্ত করার জন্য এই বিলটা উত্থাপন করা হয়েছে। মহাজনী প্রথা বৃটিশ ভারতে ও স্বাধীনতার আগে প্রচণ্ডভাবে বিভিন্ন রাজ্যে এবং বাংলাদেশেও সাধারণ কৃষক, মধ্যবিত্ত ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর প্রচণ্ডভাবে চাপ তুলছিল এবং তার বিরুদ্ধে, আমার ঠিক সন মনে নেই ১৯৩৬-৩৭ সালের মধ্যে হবে ফজলুল হকের যে মিনিষ্ট্রী ছিল সেই ফজলুল হক মিনিষ্ট্রি বাংলাদেশে ঋণ সালিশী বোর্ড নামে একটা আইন পাস করে। ব্যাপক ভাবে মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে তখনকার ব্রিটিশ ভারতের যে বাংলাদেশ, সেই বাংলাদেশের সাধারণ কৃষক, মধ্য বিত্তদের এই মহাজনী প্রথার ঋণ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সাধারণ ভাবে একটা ঋণ সালিশী বোর্ড আইন তিনি এনেছিলেন, যিনি শের-ই-বাংলা বলে পরিচিত হয়েছিলেন। সেই আইনটা বাংলাদেশ বিধান সভায় আনার জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন। কাজেই সেই আইন সত্বেও আমাদের দেশে মহাজনী

প্রথার বিলুপ্তি হয় নি। সম্পূর্ণভাবে অনেক পরিমাণে রয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও অনেক ভগ্নাংশের অবশেষ এখন পর্য্যন্ত আছে। এবং এই বিলটি আমাদের দেশে-ভারতবর্ষে জুন মাসের ২৬ তারিখে যে জরুরী অবস্থা ভারত সরকার এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী যা ঘোষণা করেছিলেন তার সঙ্গে অত্যন্ত অংগাঅংগি ভাবে জড়িত। জড়িত এই জন্য যে যাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে, সেই সমস্ত শক্তির মধ্যে মহাজনী প্রথা বা সামন্ত তান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থাও একটা বিশেষ বিষয় বস্তু। আমাদের দেশে আরও কয়েকবার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু জরুরী অবস্থার সাথে সাথে তার ফলোয়ার হিসাবে অর্থনৈতিক কার্য্যসূচী কোন সময় ঘোষণা করা হয় নি। কিন্তু এইবার কার প্রথম, জরুরী অবস্থায় যার সাথে একটা ফলোয়ার অর্থনৈতিক কার্য্যসূচী প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, যাকে আমাদের দেশে সমস্ত ব্যাপক সংখ্যক সংখ্যা গরিষ্টের মানুষ, যাকে ২০ দফা কার্য্যসূচী বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই ২০ দফা অর্থনৈতিক কার্য্যসূচীর আওতার মধ্য থেকেই এই বিলটা এসেছে যেটা মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে শোষণের বিরুদ্ধে এই জিনিষটা উত্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেউ কেউ মনে করেন যে মহাজনী ঋণ এবং সরকারী ঋণ দুইটাই বাতিল হয়ে যাবে। যারা এইটা মনে করেন তারা এটার তাৎপর্য্য বুঝেন না বলে আমার মনে হয়। কারণ, বিলটা হল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম মহাজনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আমাদের সমাজে কৃষকদের এবং অন্যান্য ধরণের মানুষদের অভাব অভিযোগ আছে। সেই অভাব অভিযোগের উপর ভিত্তি করে অত্যন্ত কড়া সুদে মহাজনরা ঋণ দেয়। সেই ঋণের দায়ে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হউক এবং আমাদের দেশ থেকে মহাজনী প্রথা উঠে যাক এটাই আমরা চাই। কিন্তু মহাজনী প্রথা যে উঠে যাবে, তার স্থান কে দখল করবে। তার স্থান দখল করবে সরকার, ব্যাংক কো-অপারেটিভ ব্যাংক ইত্যাদি। কোন বিপর্য্যয় দেখা দিলে ঋণ মুকুবের প্রশ্ন উঠতে পারে। সরকারী ঋণ মুকুব করা, ব্যাংকের ঋণ মুকুব করা, কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ঋণ মুকুব করা। ব্যাংক সব সময় ঋণ দেবে। ব্যাংক রেগুলার ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত ভাবে ও কম সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যারা ঋণ গ্রহীতা তাদেরকে সরকার, ব্যাংক বা কো-অপারেটিভ ব্যাংকে ফেরত দিতে হবে যদি কোন বিপর্য্যয় দেখা দেয়; যদি কোন দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় দেখা দেয়, বিশেষ বিশেষ কারণে ঋণ মুকুবের জন্য একটা গণতান্ত্রিক দাবী উত্থাপিত হতে পারে। সেটা হল আলাদা কথা। কিন্তু ইনজেনারেল সরকারের ঋণ মুকুবের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। সরকারের ঋণ দানের ক্ষেত্রে এটাই অভিনন্দন যোগ্য এবং আমরা সেটাই চাই। আজকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আছে ওরা দেশের মধ্যে বিপর্য্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল এবং যাকে পরাস্ত করার জরুরী অবস্থা এবং ২০ দফা কার্যসূচী ঘোষণা করতে হয়েছে। আমরা জানি রাজনৈতিক ভাবে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমূহ দক্ষিণ পন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রামের চেষ্টা করছিল। ফ্যাসিজম, প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণ পন্থী প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্রাজ্যবাদের দালাল যারা, তারা আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে উৎখাত করতে চেষ্টা করছিল।

তাদেরকে পরাস্ত করার জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। জরুরী অবস্থার মধ্যে যে সমস্ত বিরাট বিরাট সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশেষ সমাজের ঘাটিগুলির মধ্যে দক্ষিণ পন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা বাসা বেঁধে থাকে। তারা আমাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় একটা ফ্যাসীবাদ অভ্যুত্থানের চেষ্টা করছিল এবং সাময়িক ভাবে পরাস্ত হয়েছিল। আমরা যদি এই সমস্ত দিক থেকে মহাজনী প্রথা এবং একচেটিয়া বিধির যে সমস্ত ঘাটি. সেই সমস্ত ঘাটিকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে পারি, তবেই আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বা ফ্যাসীদের যে মূল শক্তি তাকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে। সেই দিক থেকে এই বিল অত্যন্ত অভিনন্দন যোগ্য। কাজেই এই বিল সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা উচিৎ। আমি আমার এমেণ্ডমেণ্ট আলোচনার সময় বলব—আমি যে এমেণ্ডমেণ্ট মন্ত্রীসভার কাছে দিয়েছি, কি কারণে দিয়েছি? এই দিকটাকে শক্তিশালী করার জন্যই। কাজেই এই বিলের মধ্যে যে সমস্ত ডেট্-এর কথা বলা হয়েছে—"ডেট্"-মিনস্ এনি লায়াবিলিটি ইন ক্যাশ অব কাইণ্ড সিকিউরড অর আনসিকিউরড ডিউ ফ্রম এ ডেটার, হোল্ডোর পেত্রবল আণ্ডার এ ডিক্রি অর অরডার অব এনি অর সিভিল কোর্ট এণ্ড আদারওয়াইস। কাজেই আমার ধারণা এটার মধ্যে দাদন এসে যাবে। এডভান্স পারচেইস। তাতে আমাদের দেশে সাধারণতঃ ত্রিপুরা রাজ্যে ২৫ | ৩০ টাকা দিয়ে পাট চাষীদের কাছ থেকে, অন্যান্য গরীব চাষীদের কাছ থেকে ৪ মণ পাট দাবী করে। তার মানে যেহেতু পাট উৎপাদনের সময় তার পুঁজি ছিল না, সেই জন্য ১০০ টাকা ঋণ নিয়ে ২ শত টাকা দরের পাট ১০০ টাকায় বিক্রি করে দিল। এই যে দাদনের ব্যবস্থা, সেই দাদনের প্রথাও এই বিলের দ্বারা আটক হয়ে যাবে এবং এই বিল দাদন প্রথাকে পরাস্ত করতে পারবে। কাজেই সেই দিক থেকে এই বিল অত্যন্ত অভিনন্দনযোগ্য। আমি এগ্রিকালচারের মধ্যে অনেক জায়গায় দেখেছি যে—চাষী একজনকে একটা জমি দিয়ে বলল "এই জমি তুমি ৫ | ১০ বছর চাষ করবে এবং তার দ্বারা আমার ঋণটা শোধ হয়ে যাবে।" এই যে ঋণের দায়ে বন্ধকী দেওয়া সরকারী ভাবে, আইনসঙ্গত ভাবে বা আইনের বাইরে যে সমস্ত মরগেজ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সেই সমস্ত মরগেজ এই বিলের আওতায় আসবে। একটা কথা বেআইনী যারা করে তারা আইন সঙ্গতভাবেই করে। যে আইন কোনদিন বেআইনীভাবে করে না। কাজেই অনেক কিছু ব্যবস্থা আছে, যাকে আইন দিয়ে ধরতে হলে আইনকে কঠিনভাবে নিয়ে যেতে হবে। যেমন—আমাদের দেশে অনেক ঋণ হচ্ছে পুরোপুরি সাফ কবলার ভিত্তিতে—"এই হাজার টাকার জমিটা ২০০ টাকায় দিলাম, আমি এতদিনের মধ্যে টাকাটা ফেরত দিতে পারি তাহলে আমার জমিটা ফেরত দিয়ে দেবেন।' কিন্তু সেই জমি আর কেউ ফেরত দেয় না। সাফ-কবলা হিসাবেই রয়ে যায়। কাজেই আইন সঙ্গতভাবে যে সমস্ত বেআইনী ব্যবস্থাগুলি হয় সেই ব্যবস্থাগুলি হয় সেই ব্যবস্থাগুলি কি ভাবে হয়, তাদের সেই চিন্তা করতে হবে। সেই চিন্তা করেই আমি একটা এমেণ্ডমেণ্ট এনেছি এবং এমেণ্ডমেণ্টএ আমি বলেছি যে এগ্রিমেণ্ট সর্তের উপরে যে সমস্ত অবিচার করা হয়—"আমি একটা জমি বিক্রি করলাম ঋণের দায়ে। সরকার তো আমায় ঋণ দেবেন না, মহাজন ঋণ দেবে। কাজেই একটা জমি বিক্রি করে দিলাম। তখন মহাজন বলল, দিতে

পারি ১ হাজার টাকা যদি ২ | ৩ বছরের মধ্যে টাকাটা ফেরত দেন তবে জমিটা ফেরত পাবেন। এই যে এগ্রীমেন্ট—সাফ কাওলায় বিক্রি হচ্ছে এই স্তেটের একটা ডেফিনেশান-এর মধ্যে নিয়ে আসা। আইনসঙ্গতভাবে যে বে-আইনী হচ্ছে, সেগুলি থেকে তাদের রক্ষা করার চিন্তা থাকা দরকার। আমি বলছিনা যে এই এ্যামেণ্ডমেন্টের দ্বারা সমস্ত অসুবিধা দূর হয়ে যাবে, আবার আমরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরে সেগুলি করতে পারব। এই সম্পর্কে আমার মাথার মধ্যে এসেছে, তার জন্য আমি এ্যামেণ্ডমেন্ট দিয়েছি, অন্যান্যগুলি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা যাক এইগুলি কতখানী কার্যকরী হয়, এবং এফেকটিভ হয় কি না। সার্কল অফিসারের উপর ভিত্তি করে আপাততঃ এটা চলুক, কিন্তু এটার জন্য আমাদের একটা হুঁশিয়ারী থাকা দরকার বলে আমি যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট দিয়েছি সেটা হচ্ছে ঋণের যে সমস্ত ডেফিনেশান আছে, তার মধ্যে এই ডেফিনেশানটা উল্লেখ করার জন্য আমি বলছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—এ্যামেণ্ডমেন্ট এখন ডিসকাশান হবে না। তবে সেই বিষয়টা এর মধ্যে উল্লেখ করতে পারেন।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—আমার এ্যামেণ্ডমেণ্টের বিষয়টা হল যে সাব কাওলা করে যে টাকাটা ঋণ নেওয়া হয়, সেটা এ্যামেণ্ডমেন্ট বা ইনকলুশান বলতে পারেন, একটা ডেফিনেশান থাকা দরকার, তার কিছু আমি যে দেই নাই। এই অবস্থার মধ্যে এই বিলটাকে এই এ্যামেণ্ড-মেন্টের ভিত্তিতে এই ইনকলুশান সহ সমর্থন যোগ্য বলে আমি মনে করি। কাজেই আমার শেষ কথা হল যখনই কোন আইন আসে—কেরালার চাফ মিনিষ্টারের সংগে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল, আমাদের ত্রিপুরার মত যে সমস্ত স্টেটে ভূমি সংস্কার আইন ভালভাবে কার্যকরী হয়েছে, কেরালা তার মধ্যে একটি। তিনি বলেছেন যে আইনের মধ্যে যা কিছু করা দরকার, কোন কিছু বাকী নাই, কিন্তু তবুও কাজ হচ্ছে না। পাবলিক ইনিসিয়েটিভ ছাড়া একটা আইন কার্যকরী করা যায় না। আইন মাঠে গেলে সেখানে দুই পক্ষ দাঁড়িয়ে যায়। মহাজনের এক পক্ষ, আর ঋণ গ্রহণকারীদের এক পক্ষ- মহাজনের পক্ষ সব সময় চেষ্টা করবে আইনকে স্যাবটেজ করার জন্য। এখন মহাজনের পেরিফারি কতটুকু, তার শক্তির উপর সেটা নির্ভর করবে। মহাজনের শক্তি আইনকে স্যাবটেজ করে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং যারা ঋণ নেয়, যারা ঋণ গ্রহীতা তাদের যতটুকু পেরিফারি তার মধ্যে, তারা চেষ্টা করবে এই আইনকে কার্যকরী করার জন্য। আমরা ঋণ গ্রহীতাদের পক্ষ, কাজেই আমাদের সর্বাংশে চেষ্টা করা উচিত যাতে এই আইনের সুযোগ সাধারণ ছোট চাষী, মাঝারী চাষী, তারা যাতে গ্রহণ করতে পারে, সরকারের পাবলিক ইনিসিয়েটিভ জোরদার করা দরকার যাতে প্রতিপক্ষ যে আইনকে স্যাবটেজ করতে চায়, ইন প্রকটিস, তারা যাতে সেই সুযোগ না পায়। কারণ সরকারের সহস্র সদিচ্ছা থাকা সত্বেও: সেখানে সপক্ষ এবং বিপক্ষ দুই-ই থাকে, কারণ মহাজনরা এটাকে স্যাবটেজ করতে চেষ্টা করবে, কাজেই সরকার থেকে এই চেষ্টা করা উচিত; [illegible]র সমাজের মধ্যে যে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, আ[illegible] দেওয়ার জন্য যে সমস্ত কর্মসূচী প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, সেই সবের মধ্য [illegible] প্রস্তাব এসেছে। কাজেই আমি সরকার পক্ষকে আবেদন করব এই কার্যসূচীকে [illegible] করার জন্য এই এ্যামেণ্ডমেন্ট কর্তব্য এবং এই কথা বলে আমার বক্তব্য [illegible]

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রামীণ কৃষকদের মহাজনদের হাত থেকে, ঋণের দায় থেকে মুক্ত করার জন্য যে বিল হাউসে এসেছে, আমি তা সমর্থন করি। এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন লোক শোষণের ক্ষেত্র বিস্তার করে আছেন। একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র, অন্যদিকে অতি বামপন্থী হঠকারীদের প্রভাব। তারা চায় সাধারণ মানুষকে কিভাবে শোষণ করে তাদের অর্থ ভাণ্ডারে অধিক পরিমাণ সঞ্চয় করার জন্য। মহাজনরা গ্রামীণ কৃষকদের জমি কুক্ষিগত করার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে যে প্রয়াস চালিয়েছিল তার থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য এই বিল, এটা অত্যন্ত অভিনন্দনযোগ্য। শুধু এটাই নয়, আমরা দেখি ভারতবর্ষের শিল্পপতি থেকে সুরু করে, শোষণ সুরু হয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা বিভিন্নভাবে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে যখন শোষণ করছে এবং এক শ্রেণীর লোক অর্থের কুমীর হতে চেষ্টা করছে তখন প্রধানমন্ত্রী ২০ দফা কর্ম্মসূচী আমাদের সামনে রেখেছেন। এই ঋণ মুকুব বিল তার অন্তর্গত। এই যে প্রান্তিক চাষী এবং ছোট কৃষকদের রক্ষা করার চেষ্টা তিনি করেছেন, এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি মহাজনরা সাধারণ মানুষকে সামান্য ঋণ দিয়ে তাদের সামান্য যে সম্পত্তি, তাদের অলংকার ইত্যাদি নিয়ে যায়, গ্রামীণ কৃষক ফকির হয়ে যায় এবং ভূমিহীনের সংখ্যা বেড়ে যায়। মহাজনরা অত্যন্ত চালাক, একবার সাক্রাউলা করে ত্রিপুরার প্রায় ৪০ শতাংশ জমি এই মহাজনরা নিয়ে গেছে। কাজেই এই বিলের দ্বারা ঐটুকু পর্যান্ত আঘাত যদি নাও যায়, গ্রামীণ কৃষকরা যে ঋণ নেয়, সেই ঋণের দায়িত্ব থেকে এই ট্রাইবুনেল, সার্কল অফিসারকে চেয়ারম্যান করে যদি করা যায়. অতি সহজে ঋণের ভার থেকে রক্ষা পাবে সেটা আমি বিশ্বাস করি। মাননীয় সদস্য সুধন্ববাবু যে কথা বলে গেছেন—সমস্ত সরকারী ঋণ মুকুব করার কথা বলে গেছেন, এই বিলে ঐটুকু নেই। সাধারণভাবে সমাজের ভিতরে ঢুকে ফ্যাসীবাদী চক্রান্ত যেটা চলছে সেটা বন্ধ করার জন্য এই বিল আমরা দেখছি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ'এর জন্য খাদ্য সামগ্রী বা যে কোন জিনিষই [illegible] কেন, সেখানে সি, আই, এ, সেগুলি কিনে দিয়ে বংগোপসাগরে ফেলে দেয় এবং আর্টিফিশিয়েল ক্রাইসীস সৃষ্টি করার চক্রান্ত করেছিল, ঠিক সেইভাবে এই ঋণ দিয়ে নানাভাবে সেই প্রতিক্রিয়াশীল দল এবং হঠকারীর দল এখানে ফ্যাসীবাদ কায়েম করার চেষ্টা করেছিল, তার থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য এই বিল এসেছে। আমরা যে বাজেট থেকে সাধারণ মানুষকে ঋণ দেই, সেই টাকাটা যদি আবার ফিরে আসে তাহলে আবার আমরা ঋণ দিতে পারি, নূতনভাবে আমরা ঋণ দিতে পারি না। আমাদের সরকার যে তাদেরকে ঋণ দেয় ব্যাংক থেকে সেটা আদায় করবার জন্য আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আছি, তাদেরই প্রচেষ্টা চালানো উচিত। কারণ এই ঋণটা ফেরৎ পেলে পর সেটাকে অন্যদের দিয়ে অর্থাৎ সাধারণ কৃষকদের যাতে আরও ব্যাপক উন্নতি করা যায়, তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাই আমি মনে করি যে এটাকে আমাদের নিজেদের দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করা উচিত। "ঋণ মকুব কর" এই রকম শ্লোগান অনেক দেওয়া যায়। কাজেই এই কর, সেই কর এক জিনিষ, আর দায়িত্ব পালন করা অন্য জিনিষ। তাই এখানে যদি [illegible] বাবু বলতেন যে তাদের তো দেওয়া হয়েছে, সেখানে

ঋণটা মুকুব না করে একটা টাইম ফেক্টর করে সুদটা যাতে মুকুব করা হয় তার ব্যবস্থা হত তাহলে সকলের মনে এই প্রশ্ন আসত যে সুদ মুকুব হয়ে যাবে, আর যদি সমস্ত ঋণ পরিশোধ করার প্রশ্ন আসে তাহলে সরকারের অর্থ ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যাবে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, সরকার মহাজনদের হাত থেকে এই গরীব কৃষকদের রক্ষা করার জন্য এই বিলের সংগে সংগে প্রতিটি ব্লকে যাতে ইউনাইটেড ব্যাংকের শাখা, কো-অপারেটিভ ব্যাংকের শাখা এবং অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের শাখা, কম সুদে যাতে তাদের টাকা দিয়ে তাদের উন্নতি করা যায়, তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ঋণ দেওয়ার সময় যাতে দলিল পত্র না হয়ে সাধারণ ফর্ম ফিল্ড আপ করে অতি সহজে ঋণ দেওয়া যায় তার জন্য ইউনাইটেড ব্যাংক, কো-অপারেটিভ ব্যাংক এবং অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তাই আমি মনে করি যে এই বিলের দ্বারা আগে মহাজনদের যে ক্ষমতা ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে সহজে ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং আমি মনে করি যে সাধারণ লোক এর সুফল ক্রমেই উপলব্ধি করবে। তাই এই বিলটাকে সমর্থন করছি এবং এটাকে একটা ব্যাপক চিন্তাধারা নিয়ে করা হয়েছে বলে আমার ধারণা হয়েছে।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল ডেবট রিলিফ বিল সম্পর্কে এখানে আলোচনা করছি এবং এই বিল আলোচনা করতে গিয়ে আমি কয়েকটা জিনিষ এখানে পয়েন্ট আউট করতে চাই। অবশ্য আমি একথা অস্বীকার করছি না যে এই বিলের মাধ্যমে ছোট ছোট কৃষক, গরীব কৃষকেরা কিছু উপকার অথবা রিলিফ পাবে না, এই কথা আমি বলছি না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বিল অথবা এই যে আইন যেটাই পাশ করি না কেন, সেগুলি সবই জনস্বার্থেই করি এবং আমাকে দেখতে হবে যে সেই আইন প্রকৃত পক্ষে জনসাধারণের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে কিনা বা সেই সব আইনের সুফল ঐ সব জনসাধারণের কাছে পৌচেছে কিনা। সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই বিধান সভায় আমরা অনেকগুলি আইন ঐ কৃষকদের স্বার্থে ঐ সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং ঐ উপজাতিদের স্বার্থে কতগুলি আইন পাশ করেছি কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় সেগুলির ইমপ্লিমেন্টেশান সঠিক ভাবে হচ্ছে না। আর তা হচ্ছে না বলে আইনের যে উপকারিতা, তার সম্বন্ধে জনসাধারণ সব সময়ে অজ্ঞ থাকছে। কারণ আজকে যে ব্যাপারে আমরা আলোচনা করছি, ঋণ সম্পর্কে আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যে ঋণ দেওয়া এবং নেওয়া সম্পর্কে যে আইন আছে, বোম্বে মানি লেণ্ডার্স এ্যাক্ট এটা ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রযোজ্য আছে, কিন্তু সেই আইনের ধারায় কতজন মহাজনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং কতজন মহাজনকে ধরা হয়েছে? আমরা জানি যে আজ পর্য্যন্ত একজন লোককেও ধরা হয় নি। তাহলে আমরা কি এই কথা ধরে নেব যে ত্রিপুরা রাজ্যে মহাজনের যে কড়া সুদে ঋণ দেত, সেটা আজ বন্ধ হয়ে গেছে? তা যদি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আবার এই আইন করার কি প্রয়োজনীয়তা আছে? কিন্তু এই আইন করা সত্বেও বোম্বে মানি ল্যাণ্ডার্স এ্যাক্ট থাকায় আরও বেশী করে মহজনেরা শোষণ চালাচ্ছে। কাজেই আমার সাধারণ অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে আইনই আমরা পাশ করি না কেন, সেটা যদি ঠিক ঠিক মত ইমপ্লিমেন্টেশান হয় তাহলে তার যে ভাল ফল সেটা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, আর

তা যদি না করা হয় তাহলে সেটা কোন মতেই জনসাধারণের পক্ষে যাবে না। এখন এগ্রিকালচারেল ঋণ সম্পর্কে, গরীব কৃষকদের সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে—মার্জিন্যাল ফার্মার, ল্যাণ্ডলেস লেবারার, শেয়ার ক্রপার, স্মল ফার্মার এবং রুর্যাল আর্টিজ্যান্স ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। ওরা সবাই কি গরীব কৃষক? এখন এই গরীব কৃষকদের সম্পর্কে—তারা ঋণ নিলে যে কড়া সুদ দিতে হয়, তার থেকে তাদের কিভাবে রেহাই দেওয়া যায়, তার জন্য এই আইন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কতগুলি সরকারী ঋণ আছে, সেগুলি এই বিল চালু হওয়ার আগে যে ঋণগুলি ছিল, যেমন এগ্রিকালচারেল ব্যাংক থেকে দেওয়া হয়েছে ঐ কৃষকদের কৃষি ঋণ বা দাদন লোন হিসাবে, সেগুলির থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হবে কিনা, সেটাও আমাদের বিচার বিবেচনা করে দেখা উচিত বলে আমি মনে করি। স্যার, আমি এই প্রসঙ্গে এখানে একটা ঘটনার কথা বলছি, সেটা হচ্ছে ইদানিং কালে হাওয়াই বাড়ী তহশীলে একজন কৃষককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে ঋণ পরিশোধের জন্য, এই ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ৫০ টাকা। কিন্তু এমন সময় তাকে নোটিশ দেওয়া হল যে তখন তার এই টাকা পরিশোধ করার কোন ক্ষমতাই নাই। গ্রামের যে মহাজন, যে মহাজন কড়া সুদে ঋণ দেয়, তার কাছেই শেষ পর্য্যন্ত তাকে বাধ্য হয়ে হাত পাততে হল, তাকে নিজের জমির অথবা গরু যেটা ৫০০ টাকার জিনিষ, সেটা ১০০ টাকায় বন্ধক দিয়ে তাকে ঐ ৫০ টাকার ঋণ পরিশোধ করতে হল।

এখন যদি সেই ঋণগুলি, ইমারজেন্সী ঘোষনার আগে যে সমস্ত কৃষি ঋণ এবং দাদন দেওয়া হয়েছে সেগুলি যদি মকুব না করা হয়, সাধারণতঃ তাদের সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, এক টুকরো জমিও নেই। এই ঋণের ব্যাপারে মহাজন এবং ঋণ গ্রহীতার মধ্যে একটা আপোষ হয়ে যাবে যে "তুমিও কিছু বলবে না, আমিও কিছু বলব না, তুমি আমাকে মাসে শতকরা পাঁচ টাকা করে দিয়ে দেবে।" তার আর কোন পথ নাই। কাজেই তাকে সেটা স্বীকার করে নিতেই হয়। কাজেই এই যে ছোট ছোট কৃষকদের উপকারের জন্য আমরা বলছি, তাদের যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে জমির ব্যাপারে কৃষির ব্যাপারে যে ঋণ তাদের দেওয়া হয়েছে এবং যদি তার সংগে দাদন মকুবের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে আইন থাকা সত্ত্বেও সেই কৃষক ঋণ পরিশোধের জন্য বাধ্য হয়ে মহাজনের কাছে ঋণ করবে। এই বলেই এই যে বিল আজকে আনা হয়েছে এই সম্পর্কে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যেহেতু এই বিলের মাধ্যমে ছোট ছোট কৃষকদের রক্ষা করার জন্যই এই বিল আনা হয়েছে আর আজকে অনেকে বলেছেন রুলিং পার্টির তরফ থেকে যেসব ঋণ মকুব করলে পরে সরকারী ভাণ্ডার খালি হয়ে যাবে। সব ঋণ আমরা মকুব করার কথা বলছি না। নুতন ঋণ মকুব করার কথা বলছি না। ইমারজেন্সী হওয়ার আগে, কৃষককের অর্থ নৈতিক অবস্থাকে পুনর্ব্বাসন করার জন্য যে স্টেপ দিচ্ছেন সেজন্যই বিশেষভাবে কৃষি ঋণ এবং দাদন ঋণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে যে দেওয়া হয়েছে সেটা পরিশোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সেজন্যই আমি এই অনুরোধ করছি সরকারকে যাতে সরকার এই সম্পর্কে সচেতন থাকেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—The Tripura Agricultural Debtors Relief Bill, 1975. সেটার মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে "ABill to impose moratorium on recovery of debt and for matters connected therewith." এই বিলটা খুব

উৎসাহ ব্যঞ্জক এবং খুব অভিনন্দনযোগ্য, কোন সন্দেহ নেই। বিগত বহুদিন যাবত প্রায়ই এই হাউসে সরকার পক্ষীয় সদস্যরা বিশেষভাবে বলে আসছিলেন যে মানি লেণ্ডার্স যে অ্যাক্ট আছে সেটার দ্বারা কিছুই কাজ হচ্ছে না। কাজেই এমন একটা বিল বা আইন থাকতে হবে যাতে করে মানি লেণ্ডার্স' অ্যাক্টকে ফাঁকি দিয়ে মহাজনেরা যে ঋণ দিচ্ছে ক্ষুদ্র চাষীদের, ভূমিহীনদের বা কৃষি মজুরদের, তারা যাতে রেহাই পায় তার জন্য। কাজেই এটা নুতন কোন জিনিষ নয়। লাফিয়ে উঠার মতও কোন জিনিষ নয় যে আমরা কোনদিন এটা চিন্তা করিনি। তবে আজকে ইমারজেন্সীর সময়ে ২০ দফা যে অর্থনীতি ইন্দিরাজী নিয়েছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে এটা আকর্ষণীয়। সুতরাং এটাকে আমি অভিনন্দন জানাই। আমি এই বিলটির দুই একটা দিকের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে বিশেষ করে যেখানে ক্ষুদ্র চাষী, প্রান্তিক চাষী এবং ভূমিহীন কৃষক মজদুর তথা বর্গাদারকে সুযোগ দিতে চাইছে সেখানে একটা দিক দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাই। যখন রুলস্ করবেন তখন যেন সেটা দেখেন। তা না হলে এর বাস্তব দিক যতই ভাল হোক সেই সুযোগ যারা ক্ষুদ্র চাষী, প্রান্তিক চাষী তারা সেটা গ্রহণ করতে পারবেনা বলে আমি মনে করি। এই অর্ডিন্যান্সের মূল বৈশিষ্টগুলি হচ্ছে যে সব ভূমিহীন শ্রমিক, প্রান্তিক কৃষক এবং গ্রামীণ কারীগরের বাৎসরিক আয় ২,৪০০ টাকার বেশী নয় তাদের ঋণ পুরোপুরি মকুব করা হয়েছে। হিসেব করে দেখলাম, যারা ক্ষুদ্র চাষী, যাদের পাঁচ কানি জমি আছে, কারণ ত্রিপুরায় যার পাঁচ কানি জমি আছে তাকে ক্ষুদ্র চাষী বলা হয়, সেই চাষীর যদি বাৎসরিক আয় ২,৪০০ টাকার বেশী হয় তাহলে সে সেই সুযোগ পাবে না। আমি জিজ্ঞাসা করছি, যদি পাঁচ কানি জমি থাকে, সে যদি উন্নত প্রথায় চাষ করার সুযোগ পায় তাহলে সে ধান পাবে বৎসরে ১৫০ মন কম করে। ২০ মন করে তো এমনিতেই কানিতে ফলে। ৩১ টাকা করে মন হলেও চার হাজার টাকার বেশী হয়ে যায়। তার যদি অন্য কোন আয় নাও থাকে, শুধু ধানের দাম পায় তাহলেও তার আয় হবে অনেক বেশী। কাজেই কি করে সে সেই সুযোগটা পাবে। মার্জিন্যাল ফারমার্সের কথা বাদই দিলাম। কাজেই সেই দিক থেকে যদি একটা কাভারেজ না থাকে তাহলে, আমাদের মুকুবাবুর কথায় আইন যতই থাকুক মহাজনেরা আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য শক্ত হাতে বসে থাকবে। কাজেই আমরা সবাই ভাল চাই, আমাদের সরকার ভাল চান, মিসেস্ ইন্দিরা গান্ধী ভাল চান, কিন্তু যাদের জন্য ভাল করতে চাই তারা সেই সুযোগ পাচ্ছে না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে আজ পর্য্যন্ত বর্গাদারদের ব্যাপারে কোন সুরাহা হয় নাই। সেটা এই জন্য যে যারা বর্গা চাষী তাদের জোতদাররা এমন ভাবে করে রেখেছে যে তাদের কিছু বলার জো নেই যে আমি বর্গাদার। কারণ তাদের আগে থেকে বলে এসেছে যে "তুমি আমার মুনি বা চাকর। তুমি আমার জমি করছ, তোমার সংগে আমিও জমি করছি। তুমি বর্গাদার নও। তুমি আমার চাকর।" সেই দিকে নজর যদি না দেওয়া হয় তাহলে বর্গাদাররাও সেই সুযোগ পাবে না। কাজেই এই বিলের যে দুই একটা দিক আমার নজরে এসেছে সেটাকে কিভাবে কার্য্যকরী করা যায় তার প্রতি লক্ষ্য দেবার জন্য আমি অনুরোধ করছি এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং এই বিলটাকে আমি সমর্থন করছি।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার বিধান সভায় যে "এগ্রিকাল-চারেল ডেটাস' রিলিফ বিল" এসেছে সেটাকে আমি সর্বান্তকরনে সমর্থন করি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, আমরা জানি যে ত্রিপুরা কেন এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষ বিশেষ করে কৃষক শ্রেণী ঋণের দায়ে এমন ভাবে জর্জরিত যে এতে তারা তাদের সাংসারিক জীবন যাত্রা চালানো অনেক সময় দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। তারা তাদের ঋণের টাকা শোধ করতে পারে না এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই, না খেয়েও তাদের অনেক দিন কাটে। এবং অনেকে আত্মহত্যা করে ঠিক এই রকম একটা সেটজে ভারতবর্ষের এবং ত্রিপুরার প্রায় জায়গায় জায়গায় আমরা দেখতে পাই এবং সেটার এক মাত্র কারণ সেই ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে তারা চারদিক অন্ধকার দেখে এবং তাদের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি মহাজনদের হাতে দায়বদ্ধ থাকে। সেটা আমরা যখন বিভিন্ন জায়গায় যাই তখন দেখি প্রতিটি গ্রামে অন্তত: ১০/১৫ জন ঋণভারে এই ভাবে তারা জর্জরিত। ঠিক এই অবস্থায় যে বিল ত্রিপুরা বিধান সভায় এসেছে সেটা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। এবং এই বিলের কথা এই এগ্রিকালচারিষ্ট-রা যে ঋণ ভারে জর্জরিত তাদের রক্ষা করার জন্য, আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর যে ২০ দফা প্রস্তাবের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রস্তাব বলে আমি মনে করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই কথা বুঝি যে এই ঋণ মকুব করার সংগে সংগে যারা সাধারণ চাষী কৃষির জন্য তারা একটা ভেক্য়ামে পড়ে যাবে। তারা একটা সাময়িক সমস্যায় পড়ে যাবে সেটা অত্যন্ত সত্য কথা। কিছুক্ষণ আগে একজন মাননীয় সদস্য বলেছিলেন যে ফজলুল হক সাহেব ঋণ শালিশী বোর্ড করার পর কৃষকেরা ঋণ মকুব পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু এই মকুবের পরে মহাজনেরা নুতন যে কারসাজী আরম্ভ করেছিল তা থেকে তারা মুক্ত হতে পারে নাই। এবং সেই অবস্থা আজও চলছে। কাজেই সেই যে অবস্থা সৃষ্টি হবে সেই অবস্থার জন্য আমি বলছি যে ব্যাংক—বিভিন্ন ধরণের ব্যাংক, কোপারেটিভ এবং আদার ইকনমিক অর্গেনাইজেশন এই দিকে এগিয়ে আসবে এবং আসছে। কিন্তু আমি ইদানিং কয়েক মাস কৃষকদের সংগে ঘুরে তাদের ঋণকে মকুব করিয়ে দেওয়ার জন্য যে আলাপ আলোচনা তাদের সংগে করেছি এবং ব্যাংকের সংগেও করেছি—সেখানে দেখা যায় ব্যাংক ঋণ দেওয়ার যে সিষ্টেম সেটা অত্যন্ত জটিল। সেই জটিল পরিস্থিতির জন্য।

অনেকে ঋণ নিতে পারছে না। এই কথা আমি অস্বীকার করি না যে ব্যাংক ঋণ দেয় না বা ফিরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তাদের যে প্রসেস তাদের যে কতগুলি ক্রাইটেরীয়া কতকগুলি ব্যবস্থা তার মধ্যে থেকে এই রকম কতগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য সেই সমস্ত যারা ঋণভারে জর্জরিত তারা তাদের চাহিদা মেটাতে পারছে না। অনেক সময় বলা হয় যে ঋণ এটা প্রো মোর প্রডাক্টসের জন্য, আপনার জমি করার জন্য, বীজের জন্য, তাহলে ইন ক্যাশ না দিয়ে ইন কাইণ্ড আমরা দেব, আমরা পাম্প সেট দেব আপনার জমি ইম্প্রুভমেন্ট করার জন্য। সেখানে যেখানে খাল কাটার প্রয়োজন আছে সেটার জন্য ব্যবস্থা করব। পতিত জমি উদ্ধারের জন্য যেটা প্রয়োজন সেটাও আমরা চেষ্টা করব। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কারণগুলি, যে কারণে কৃষককুল জর্জরিত সেইদিক থেকে ব্যাংক থেকে কোন সিষ্টেম নাই। সেটা হল যে সমস্ত কৃষক তাদের

জমি মহাজনদের কাছে বন্ধক দিয়ে ঋণ নিয়েছেন। এখানে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এগ্রিমেন্ট কবলা—একটা চুক্তিবদ্ধ করে জমি বন্ধক দেয় তখনই সেটা প্রকৃত ঋণ। মার্জিনেল কৃষক যখন তার ফসলের ইমপ্রুভমেন্টের জন্য হউক বা প্রাকৃতিক গণ্ডগোলের জন্যই হউক বা নুতন কোন সংগতি বাড়াবার জন্যই হউক বা জমি ক্রয় করার জন্যই হউক, সাধারণ ভাবে ২ হাজার বা ৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করতে হয় তখন সে মহাজনদের কাছে যায়। মহাজন এই জন্যই আছে। আজকে আমি বলতে পারি গত কয়েক বছর ত্রিপুরায় যে সব ফ্লাড হয়েছে সেই ফ্লাডের ফলে ত্রিপুরার বহু কৃষক-এর জমি নষ্ট হয়েছে, তাদের জমিতে বালি পড়েছে এবং বালি পড়ায় সেই সব জমি নষ্ট হয়েছে। এখন কৃষক সেই সব জমি ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু ব্যাংক বলে যে সেই বালি উঠাবার কোন ব্যবস্থা নেই। আমি নিজে এবং আমাদের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহাশয়কেও নিয়ে গিয়েছি, উনি চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেই ব্যবস্থা নেই। যে জন্য অনেক কৃষক বাধ্য হয় এই ক' বছরে বহু কৃষক মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে ১/২ হাজার টাকা করে এই জন্য যে একদিকে জমি উদ্ধার করার জন্য, অন্য দিকে তার এই যে জমি নষ্ট হল তাকে ইমপ্রুভ করার জন্য। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা এই সব অসুবিধা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কৃষককে প্রয়োজনীয় ঋণ আমরা এই ব্যাংকিং সিস্টেম-এ দেখতে পায় না। যদিও আছে সেটা অত্যন্ত কম। আমি এ ব্যাপারে কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মরগেজ ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি যে সমস্ত কৃষক তাদের জমি দায় বন্ধ করে রেখেছে সেই জমি দায় বন্ধ থেকে পরিষ্কার করার জন্য কোন ব্যবস্থা তাদের নেই, যা আছে তা সামান্য। মাত্র ১০ পারসেন্ট। এই পারসেন্ট না থাকারই সামিল। কিন্তু আপনারা যদি ব্যবস্থা করে দেন তাহলে আমরা তাদের দায়বদ্ধ কৃষকদের রক্ষা করতে পারি। তাই আমি মনে করি এই বিলে সে সম্বন্ধে প্রভিশান থাকা দরকার। মাননীয় সদস্য জিতেন বাবু একটি মূল্যবান কথা বলেছেন, সবচেয়ে বেশী অ্যাফেকটিভ যেটা সেটা হল-রেজেষ্ট্রী আছে যে—যেটা হল চুক্তি পত্র। ঐ চুক্তি পত্রে লেখা আছে "আপনারা যতটুকুন জমি দায় রেখে টাকা নিয়ে গেলেন সেটা অমুক মাসের, অমুক সনের এত তারিখের মধ্যে শোধ করতে না পারলে সেটা সেই মহাজনের হয়ে যাবে এবং তখন সেই জমিটা রেজিষ্ট্রী বলে গণ্য হবে।" কারণ মহাজন জানে যে এই সব কৃষকরা—এই সব মার্জিন্যাল কৃষকরা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। এই ভাবেই মহাজনেরা তাদের ভূমিহীন কৃষকে পরিণত করেছে। আর এই সব মহাজনেরা গ্রামে ছড়িয়ে আছে। তাই আজকে এই যে বিল আনা হয়েছে এটা যারা তাদের বাঁচার পথের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি। এছাড়াও গ্রামে আর একটা অলিখিত চুক্তি পত্র থাকে। এটাতে মহাজনদের কোন রেজিষ্ট্রি কিংবা চুক্তিপত্র থাকে না। এখানে মহাজনেরা দলিল পত্র ছাড়াই কৃষকদের ২।৩ হাজার টাকা দিয়ে দেয়। তারা কৃষকের কথা বিশ্বাস করেই এই টাকা দেয়। এ ছাড়া আরো কতগুলি ঋণ আছে আমরা দেখতে পাই। যাদের সম্পর্ক হচ্ছে মহাজনদের সঙ্গে খাদকের যেমন সম্পর্ক। মহাজনেরা যে টাকা দেয় তা তারা ফেরৎ পাবেই। এটা লিখিত দলিল পত্র নয়। এই যে অলিখিত দলিল-এর মাধ্যমে ঋণ নেওয়া হয়েছে এই রকম কৃষকের সংখ্যাও যথেষ্ট আছে। যদি সে আইনের মধ্যে যেতে চায় এই জমি উদ্ধার করার জন্য তাহলে সে এই জমি পাবার

ব্যাপারে আইনের জায়গায় সে কোন প্রমাণ দিতে পারবে না। তখন এই মহাজন এবং খাদকের মধ্যে একটা অঘটন দেখা দেবে। তার জন্য এই অবস্থাকে বন্ধ করার জন্য আমি মনে করি সেখানে পঞ্চায়েতের উপর কিছু ক্ষমতা দেওয়া দরকার। অলিখিত এবং লিখিত ভাবে কিভাবে ঋণ দান চলছে সেটা পঞ্চায়েত জানতে পারবে পঞ্চায়েত বুঝতে পারবে জমিটা কার। যদিও এটা অলিখিত হয়ে থাকে তাহলেও সেইগুলি আইনের আওতায় সে সেইগুলিকে নিয়ে আসতে পারবে। এই জন্য পঞ্চায়েতের হাতে কিছু ক্ষমতা দওয়ার জন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মনে করি এই যে ছোট ছোট কৃষক রয়ে গেছে, যারা ২।৩।৪।৫ শত টাকা কিংবা ২।৪ হাজার টাকা লোন নেয় সেই ঋণের জন্য মহাজনদের কাছ থেকে আমরা দেখি যে মহাজনেরা ২।৪।৫ দিনের মধ্যে সময় নিয়ে তারা সেই টাকা পাবে অর্থাৎ সে সেই টাকা দিয়ে দেয়। অর্থাৎ কৃষকেরা মহাজনের কাছে চাহিবা মাত্র যে ঋণের টাকা দিয়ে দেয়। কিন্তু সরকারের কাছে তারা সাহায্যের জন্য গেলে তাদের টাইম লাগে। প্রয়োজন অনুযায়ী সে তার চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। তার জনা তাদের টাইম লাগছে। কিন্তু এখানে ব্যাংকিং সিস্টেমে কিছু ডিফেক্ট রয়ে গেছে। আর সে জন্যই কৃষকরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী দিতে পারে না। আর এই ব্যাংকিং সিস্টেমের ডিলে করার সুযোগ পুরোমাত্রায় মহাজনরা গ্রহণ করে থাকে। গ্রামে এমন অনেক মারজিন্যাল কৃষক আছে যাদের মাসের মধ্যে ৫।৭ বার যদি ব্যাঙ্কে আসতে হয় তাহলে তাদের পক্ষে সেটা করা সম্ভব হয় না। যদি কোন কৃষককে আসতেই হয় তাহলে তার দুবেলার কাজ বন্ধ রেখে আসতে হয়। তাই আমি ব্যাংকিং সিস্টেমের এই অসুবিধা দূর করার দরকার বলে আমি মনে করি। অন্তত: যে সব ছোট ছোট কৃষক আছে যাদের ২।৪।৫ কানি জায়গা আছে তাদের জায়গার কবলা দেখে যেন ব্যাঙ্ক তাদের ঋণের ব্যাপারে বিচার বিবেচনা করে। যার সমস্ত খাজনা পরিষ্কার আছে এখানে এই সমস্ত দেখার পর যেন অতি সত্বর তাদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আমি বলছি না যাদের ২ কানি জায়গা আছে তারা ২,০০০ টাকা ঋণ চাইবে কিংবা তারা ২,০০০ টাকাই ঋণ পাবেন। হয়তো তার ২০০ টাকার ডিমাণ্ড ব্যাঙ্কের আছে, আর সেই ২০০ টাকা পেতে তাকে ব্যাঙ্কের যদি তার জন্য সপ্তাহ খানিক সময় লাগে তাহলে তার হয়তো প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে কিংবা প্রয়োজনে লাগবে না। আর সেই জায়গায় হয়তো মহাজনদের ৩।৪ দিন সময় লাগে। তাই আমি বলছিলাম যে ব্যাঙ্ক থেকে যেন তাদের সেই ঋণের টাকা পেতে সাত দিন বা পনের লাগে সেই ব্যবস্থা সরকার করতে পারেন। ল্যাণ্ড মরগেজ ব্যাঙ্কের এই ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে যে প্রসিডিউর আছে সেই প্রসিডিউর অনুযায়ী, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বলেছেন যে সেই প্রসিডিউর যদি আমরা ফলো করি তাহলে ২ মাস সময় লাগে। এই যদি ২।৫ মাস সময় লাগে তাহলে যে কাজের জন্য কৃষকরা যদি অ্যাডভান্স নিতে না পারে, তাহলে তাদের অবস্থা কি হবে? আমরা দেখি যে তাদের বুদ্ধিটা কখন আসে। কখন তারা বুঝতে পারে যে তাদের কিছু টাকা সংগ্রহ করতে হবে। কি করে তারা টাকা সংগ্রহ করবে সরকার বা যে কোন সরকারের প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। আর এই জন্য যদি ৬ মাস সময় লাগে তাদের অবস্থাটা কি হবে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি তাড়াতাড়ি করার কোন প্রসেস গভর্ণমেন্টেরই হোক কিংবা ব্যাঙ্কের কাছেই হোক

সেই প্রসেস নাই। তখন তাকে বাধ্য হয়ে মহাজনের কাছে যেতে হয়। হয়তো তার জমিতে পলি পড়েছে। কিন্তু সেই পলি সে তখনই উদ্ধার করতে চেষ্টা করে যখন তার জমিতে চাষের প্রয়োজন হয় কিংবা বাইন করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সরকারের কাছে গেলে তার ৪/৫ মাস সময় লাগে। তখন সে বাধ্য হয়ে মহাজনের কাছে গেল। সরকারের যেখানে ৪।৫ মাস সময় লাগে সেখানে মহাজনের খুব বেশী হলেও ৭ বা ১৫ দিনের মত লাগবে। অর্থাৎ এই সাত বা পনর দিনের মধ্যে মহাজন কৃষককে ঋণ দিতে পারবে। সরকারের এই ডিলে মনোভাবের জন্য ছোট্ট ছোট কৃষকের জমি হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং তারা ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। আমি এই কথা বলছি না যে উইদ আউট অ্যানি ডকুমেন্টস তাদের ঋণ দেওয়া হোক। আমি বলছি, যারা ঋণ আনতে সরকারের কাছে যাবে তাদের যে জমি আছে, সেই জমির খাজনা সব পরিষ্কার করা আছে কি না কিংবা সমস্ত কিছু পরিষ্কার করা থাকলেই তাকে ঋণ দেওয়ার কথা বলছি। অর্থাৎ আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে কৃষকের ঋণ মুকুব করার ব্যবস্থা করেছি, তাদের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার জন্য যে প্রস্তাব করছি এটা অত্যন্ত সুন্দর প্রস্তাব। কিন্তু ব্যাঙ্কি প্রসেসটিকে যদি ঠিক ভাবে ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে সেটা সম্পূর্ণভাবে কার্যাকরী হবে না। সম্পূর্ণভাবে তখনই কার্যকরা হবে যখন ব্যা কিং প্রসেসটা সঠিকভাবে রূপায়িত হবে। এই বলে সরকারের এই বিলটিকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :— The House stands adjourned till 2-30 P. M.

Mr. Speaker :— Now general discussion is over. Now the question before the House is the motion moved by Shri Krishnadas Bhattacharjee, Minister for revenue—that the Tripura Agricultural Debtors Relief Bill, 1975 (Tripura Bill No. 6 of 1975) be taken into consideration.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

I think 'AYES' have it 'AYES' have it

'AYES' have it

The Bill is considered,

Hon'ble members, I have received notice of amendments to the Bill from Sarbashree J. L. Das, Sudhanwa Deb Barma & Manindra Deb Barma. A list of amendment has already been circulated to the members. Now I would request the members to move their amendments one after another. As soon as the discussion on the clauses and amendments thereon is over I shall first put the amendments to vote and after disposal of all the amendments, I shall put the clauses of the Bill to vote.

Shri Sudhanwa Deb Barma :— স্যার আমার একটা বক্তব্য ছিল। মাননীয় সদস্য গুণপদ জমাতীয়া একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট দিয়েছিলেন, সেটা কেন আসলো না আমি বুঝলাম না।

মিঃ স্পীকার :— অলমোষ্ট সিমিলার নেচারের বলে বাদ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— আমার সর্বমোট ৭টি এমেনডমেন্ট ছিল এখানে দেখছি ৫টি আছে—

মিঃ স্পীকার :— এডমিসিবল হয়নি বলে বাদ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা .— এডমিসিবল কেন হলো না সেটা আমি জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— ওটা আমার চেম্বারে যাবেন, আমি বুঝিয়ে বলবো। Now, I would request Shri J. L. Das to move his amendment.

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ইনক্লুশানটা হোল চাপ্টার (১) ক্লস ২ (বিলের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)। ওই চাপ্টারে ডেবট বা ঋণের একটা ডেফিনেশান আছে— "debt" means any liability in cash or in kind secured or unsecured due from a debtor whether payable under ইত্যাদি, ইত্যাদি। তার সঙ্গে ইনক্লুড করার জন্য বলছি ডেফিনেশানে, সেটা হোল এই— "includes a debt created by a regular sale deed executed by the debtor in favour of th creditor and the creditor also executing a deed of agreement to retransfer the land If the money be paid back by the debtor within a stipulated period". এই ইনক্লুশান বা এমেণ্ডমেণ্ট যা বলা হবে তার অর্থ হোল আমাদের ত্রিপুরা ষ্টেটে প্রধানতঃ যে ঋণগুলো নেওয়া হয় সেইগুলো জমি সাফ-কবলা করে অথবা এগ্রিমেন্ট সাফ কবলা করে নেওয়া হয় সে সমস্ত ঋণগুলি ফেরত দিতে পারেন, তাতে সাফ কবলা রিট্রান্সফার বা কোন দিন মহাজন চাষীকে জমি রিট্রান্সফার করে না। কিন্তু আমার নিজের দৃষ্টিতে এরকম বহু ঘটনা আছে যে এরকম কিছু এগ্রিমেন্ট বা সাফ কবলা আছে যেমন কোন লোক ৪০০০ টাকার জমি ৩০০ টাকায় বিক্রি করে, মানে তার সেল ডিড করে রাখা হয় এক হাজার টাকার। কিন্তু তার প্রকৃত মূল্য ৩০০ টাকা। আবার যে কারবারী মহাজন যদি পার্টিকে এগ্রিমেন্ট দেয় যে আমি তোমাকে ৬ মাস পরে এই জমি ট্রান্সফার করে দেব এটাকে ঋণ হিসাবে গণ্য করা হোক। এই হোল আমার ইনক্লুশান বা এমেণ্ডমেণ্ট এই যে এগ্রিমেন্ট বা সাফ কবলা করা হোল, সে সম্বন্ধে ধরার কোন পথ নেই, কারণ যে বেআইনি করে তারা আইনের কাভারেই কাজগুলো করে কাজেই সেগুলো ধরার জন্য আরও বিস্তৃত ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু আমি এমন কোন এমেণ্ডমেন্ট দেখতে পেলাম না যাতে করে এগুলো

ধরা যায়। আপাততঃ হয়ত কিছুটা কাজ এর মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু ডেবটরদের আরও একটা ব্যবস্থা থাকবে সেটাকে মানুষের দৃষ্টির মধ্যে, সরকারের দৃষ্টির মধ্যে আনার জন্য এই ইনক্লুশান বা এমেণ্ডমেন্টটা আমি এনেছি। এটার মূলে আছে এগ্রিমেন্ট বা সাফ কবলা করলে মহাজনের কাছ থেকে কৃষক কত টাকা ঋণ নেয় সেটা ধরা যাবে এবং ওই ঋণের টাকাকেও ডেবট হিসাবে ধরা হোক বা গণ্য করা হোক। এই বলেই আমি আমার এমেণ্ডমেন্ট-এর উপর বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— Any other honourable members may discuss. Now Honourable Member Sri Sudhanwa Deb Barma, you may please move your amendments altogether.

Sri Sudhana Deb Barma :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এমেণ্ডমেন্ট পাঁচটি আছে। আমি এগুলি একই সাথে পড়ছি। পেইজ ফাইভে যে জিনিষটা দেওয়া আছে, সেখানে আমরা দেখছি যে এই বিলে ডেফিনেশান ডেবটার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে এবং আমরা দেখলাম মার্জিন্যাল ফার্মার, স্মল ফার্মার এবং শেয়ার প্রপার, ল্যাণ্ডলেস লেবারার এণ্ড রোর‍্যাল আরটিজান আর এক্সপ্ল্যানেশান এখানে পেইজ ফাইভ এ আমরা এতে দেখলাম যে ডেফিনেশান সেখানে স্মল ফার্মার সেটাকে অমিট করা হয়েছে। সেটি আমি যেটি আবার ডিস্কাশনে বলে-ছিলাম সেগুলি আমি লক্ষ্য করেছি, সেই হিসাবে যে এখানে বেশ কিছু সংখ্যক এই আইনের যে লো-ফুললি যে কার্যাকরী যেভাবে করার কথা ছিল সেইখানে অনেক কৃষক এই আইনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। স্মল ফার্মের তারাই সুযোগ পাবে না এবং সেখানে সেই জন্যই যে আয়ের কথা বলা হয়েছে ২৪০০ টাকা অর্থাৎ মাসিক যাদের ২০০ শত টাকা আয় কিন্তু এর উপরে যারা স্মল ফার্মার আছে এরাও এই কৃষি ঋণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বাদ পরে যাবে। সেই জন্য আমি এই সংশোধনী প্রস্তাব আনতে বাধ্য হয়েছি। এতে এই মার্জিন্যাল ফার্মার. পরে যে সংখ্যা বসানো হয়েছে, যে স্মল ফার্মার এবং অটমেটিক্যালি যেটা আসছে ২৪০০ টাকার জায়গায় তার পরিবর্তে ৩৬০০ টাকা দিতে হয়। এটা অটমেটিক্যালি এই সংশোধনীর সাথেই আসছে। আর আমার সংশোধনী হলো :

In clause 3, page 4 in Subsection (d) add the following at the end of the proviso. "Provided such a sale is not forced one, and seller received normal Market price for the sold land."

এখানে দেখা গিয়েছে যে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে অনেক আগেই এই আইন হওয়ার আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। এমনও দেখা যায় এই বিক্রির ব্যাপারে মহাজনের কারসা-জিতে যে সামান্য টাকায় বিক্রি হয়ে গেছে সেই ব্যাপারে তার বিভিন্ন রকম কলা কৌশল প্রয়োগ করে সেখানে একশত কি দুইশত টাকায় কোন কারণে কৃষক তার কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হলো এবং তাকে এমন অবস্থায় টাকা দেওয়া হল আর যে সময় সে এই টাকা না মিলেই নয়। কাজেই বাধ্য হয়ে সে কম টাকায় একটা ঋণ নিতে হলো। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে এই এমেণ্ডমেন্টগুলি হস্তান্তরিত হয়ে যায় কাজেই এই সব ক্ষেত্রে এই আইনের ফলে, এই যে আইন এখানে আজকে আমরা পেশ করেছি এই আইনের ফলে আইনের যে সুযোগ পাওয়া সে দিকে

সে বঞ্চিত হলো। কাজেই এ জন্য এটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে টেষ্ট রিলিফ হিসাবে যদি কিছু ধরা হয়, কিছু যদি পারসিউ করা হয়। বিক্রি করতে বাধ্য করা হয় এবং সেই জমির প্রকৃত বাজার যে মূল্য সে মূল্য যদি না পায় কাজেই এই ক্ষেত্রে যদি এই আইনের আওতাভুক্ত আনা যায়, এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যই সরকার আইন প্রণয়ন করেছেন অর্থাৎ আজকে সেটি আমি ক্লজ ৪(১) পেইজ ফাইভ, লাইন এইটা-এ যেখানে বলা হয়েছে "ফর এ পিরিয়ড অব ওয়ান ইয়ার।" শুধু এক বছরের জন্যই কেন? অবশ্য একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সেখানে আরও এক বছর বাড়িয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে কিন্তু তা না করে দুই বছর রান করল। সেটি ফর এ পিরিয়ড অফ ওয়ান ইয়ার এবং দুই বৎসর এই করে হয়েছে। তাহলে যে তা আদায় করার ব্যাপারে অনেকটা রিলিফ পাবে কৃষকরা। সেদিক থেকে এখানে দুই বছর করা উচিত এবং সেই দিক থেকে সংশোধনী প্রস্তাব এখানে এনেছি। আর যেখানে রেভিনিউ বদলি করার ব্যাপারে সেটি অলরেডি আমি আগেই বলেছি। যে এটা করা হলে পরে যেনতেন প্রকারে যে কৃষক তাদের ন্যায্য মূল্য পাবে কিনা, তা সন্দেহ করার অবকাশ থেকে যায়। তার জন্যই তাদের কাছ থেকে রিপ্রেজেনটেটিভ যাতে গ্রহণ করা হয় এবং সেটি হবে ভিতর থেকে নির্ব্বাচিতভাবে। নিজেদের ভিতর থেকে একজন যদি নির্ব্বাচিত করা যায় তাহলে যে সঠিকভাবে এই সমস্ত ক্লজ যে আইনের ক্লজগুলি আছে তা বের করার ব্যাপারে অনেক সময় সতর্কভাবে কমিটি সেখানে তার ইচ্ছামত কাজ করার সুযোগ থেকে যায়। সেই সুযোগ যাতে সে প্রয়োগ করতে না পারে তার জন্য জনপ্রতিনিধি নিয়ে যদি সেখানে নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু কৃষকরা কিছুটা রেহাই পাবে এবং সেইটা কিছুটা কার্য্যকরী করার ব্যাপারে ঠিক ঠিক গ্রহণ করা হবে সেই দিক থেকে আমি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি।

Mr. Speaker :— Now I would request Honourable Member Sri Manindra Deb Barma to move his amendments.

শ্রীমণীন্দ্র দেববর্ম্মা : – আমার সংশোধনী প্রস্তাব হচ্ছে যে গ্রামীন গরীব জনসাধারণের যে মহাজনী ঋণ তাকে মুক্তি দেওয়ার যে বিল এখানে উপস্থিত করেছেন এবং তাতে আমি দেখছি যারা ঋণগ্রস্ত এবং তারা সেই ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটা কমিটি যে কমিটির কাছে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটা দরখাস্ত করবে এতে কোন রকম ফর্ম যেন ছাপানো না হয় এবং হাতের লেখা দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না এমন কোন অবস্থা যেন না হয় এবং হাতের লেখা এই দরখাস্তগুলি যেন গ্রহণ করা হয় সেই ব্যবস্থাই আমার সংশোধনীর মধ্যে রয়েছে। কথা হচ্ছে আজকে ছাপানো ফর্ম ছাড়া যদি
গ্রহণ না করা হয় তাহলে সেটি একটা ব্যবসা কেন্দ্র হয়ে যাবে এবং সেটি কৃষক, জনসাধারণের অভিযোগ করার সম্ভবনা আছে। তবে মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলের উপর যে হাউসের ইহাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি একটা কথা না বলে পারছি না যে, গ্রামীণ গরীব জনসাধারণকে যে ঋণগ্রস্ত থেকে মুক্ত করার জন্য যে বিল এখানে উপস্থিত করা হলো সে ভাল কথা কিন্তু আজকে বাস্তবে আমরা কি দেখছি? যারা গরীব, গ্রামের মধ্যে যারা অল্প জমির মালিক তারাই হচ্ছে আজকে ঋণ গ্রস্ত এবং তারা শুধু মহাজনের কাছেই ঋণী নয়, তারা

গভর্ণমেন্টের কাছে, সরকারের কাছে ঋণী এবং সেই ঋণের দায়ে আজকে তাদের স্বচ্ছন্দে এমন ভাবে মামলা শুরু করেছে। এক দিক থেকে লেভি অন্য দিক থেকে কৃষি ঋণ বাবদ বা অন্যান্য বিভিন্ন রকমের যে ঋণ সে ঋণ আজকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জায়গায় জমি ইত্যাদি দান করা হয়েছে। সাই যদি আজকে সরকারের লক্ষ্য হয় যে, সমস্ত গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণকে রক্ষা করা যদি সরকারের লক্ষ্য হয় তাহলে যে রকম ভাবে এই মহাজনী ঋণ থেকে মুক্ত দেওয়ার যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন এবং তাদের সরকার কৃষকদের ঋণ সময় মত দেওয়ার জন্য আমি আজকে এই বিধান সভার কাছে অনুরোধ রাখব। যেটা হচ্ছে আজকে এমন একটা অভিযোগ শোনা গেছে তপশীল বা এই যে বিভাগের যে সমস্ত কৃষক ঋণে জর্জরিত আজকে তাদের ধানও কাটতে পারছে না এবং আজকে বিভিন্ন জায়গায় তাদের জমি নীলাম হইতেছে এবং এই সমস্ত ঘটনায় তারা আতঙ্কিত হইতেছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে গ্রামীণ জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য যে পরিকল্পনা এখানে গ্রহণ করা হয়েছে এবং আরও যদি এই ভাবে হামলা করতে থাকে তখন এটাকে রেহাই পাওয়ার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে বলে আমি আশা করতে পারছি না। কাজেই আমি হাউসকে নিষ্ঠা ভাজন করতে অনু-রোধ করছি যাতে তারা এই সময়টুকু পাওয়া যায় এবং সেই সমস্ত ধান কাটা তারা শুরু করতে পারে। এই ঋণ পরিশোধ করার জন্য কিস্তিতে কিস্তিতে দিতে পারে তার জন্য অধিকাংশ কৃষকদের সময় দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আরও অন্যান্য এরকম ঘটনা হচ্ছে। এখানে বিভিন্ন জায়গায় এমন অবস্থা দেখা গেছে যে ধান কাটার জন্য আমি যেটা নিজের চোখে দেখেছি, পুলিশ টুলিশ নিয়ে তারা রওয়ানা হয়ে গেছে, তারা আটকে দেবে এরকম অবস্থা দেখা গেছে। কাজেই সরকারী ঋণ দিতে অন্ততঃ তার অবস্থা অনুযায়ী কিস্তিতে কিস্তিতে আদায় করার জন্য একটা ব্যবস্থা মূলত থাকা দরকার। এই বলে আমি আমার সংশোধনী আলোচনা এখানে শেষ করলাম।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যগণ যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন, সেই এ্যামেণ্ডমেন্টগুলির মধ্যে প্রথমতঃ মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস মহাশয় যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন, সেই এ্যামেণ্ডমেন্টের কোন প্রয়োজন হয়নি। কারণ মর্টগেজ বাই ডিড অফ সেল সেটার মধ্যে কভার হয়ে যায়। যেটা আশংকা করি সেটা হচ্ছে যদি সাফ কাওলা থাকে, কাওলা যদি না থাকে তাহলে কি হবে সেটা নলা মুস্কিল। যদি সাফ কাওলা থাকে তার মধ্যে যদি এগ্রিমেন্ট থাকে এটা উনি ওনার এ্যামেণ্ডমেন্টে বলেছেন। কয়েক রকম মর্টগেজ আছে। যেমন বাই ডিড অফ সেল এবং তার সঙ্গে যদি ট্রান্সফারের ডিড থাকে তাহলে মর্টগেজ কথাটা কভার হয়ে যায়। এই যে এ্যামেণ্ডমেন্ট সেইটার যে ইনক্লুশান—এনেছেন সেটি আমাদের যে এ্যাক্ট সেই এ্যাক্টের মধ্যে কভার করেছে। এই এ্যামেণ্ডমেন্টের প্রয়োজন হয়নি। এই মর্টগেজ শব্দটা দ্বারা আমাদের যত রকমের মর্টগেজ আছে—সব ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ মর্টগেজ, বাই ডিড অফ আউট রাইট সেল। এই রকম সমস্ত মর্টগেজ কভার হয়ে যায়। এইটাও প্রমাণ হয়ে যায়—তিনি যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সে আশংকাটা আমাদের যদি এমন কোন মর্টগেজ ডিড থাকে সেইটা সাফ কাওলা হয়ে যায়। কিন্তু ট্রান্সফারের যে কটটা, টাকা ফেরত

দিলে এ জাতীয় যদি কোন ইণ্ডিকেশন না থাকে তাহলে কিভাবে সেটা প্রমাণ করা যাবে সেইটা একটা আশংকার বিষয়, তাতে কোন সন্দেহ নাই। সেটা কভার করার কোন পথ তিনি যখন দিতে পারেন নাই সেটা আমরা এখন দিতে পারছি। আর তিনি স্মল ফারমারের কথা বলেছেন, আমরা মার্জিনেল ফারমারের দিকে চিন্তা করে দেখেছি টুটেল রিডাকশনের যে রিলিফটা সেইটা আমরা মার্জিনেল ফারমারকে দেব। স্মল ফারমারের মানে মার্জিনেল ফারমার থেকে কম জমি না, মার্জিনেল ফারমার থেকে বেশী জমি। তাদেরকে আমরা রিডাকশানের বেনিফিটটা দিতে চাই না তাদের ঐ যে কষ্টটা তাদের কনসিডারেশন সেটার বেনিফিট তারা পাবে। এবং তাহাদের যে প্রিন্সিপাল নিয়েছেন তার ডবল তাদের দিতে হবে না। সুতরাং তাদেরও বেনিফিট আসছে। স্মল ফারমার যারা তাদের বেনিফিট মোর দেন ২৪০০ টাকা, তাদের বেনিফিট আসছে। এবং তারা কমরেটা রিয়াম বেনিফিট পাচ্ছেন। এবং বেনিফিটের মধ্যে কন্সেশন করে তাদের যে ডিড সে ডিডটা—রিডিং করে দেওয়ার যে প্রভি-শান সেই বেনিফিটটা তারা পাচ্ছেন। আর যে সিলিং দেওয়া হচ্ছে ২৪০০ টাকা, সেইটা মনে করি রিজনেবল। আর যে সমস্ত এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন সেটা কোন যুক্তিযুক্ত মনে করি না। আমরা যে একটা ফরম প্রেসক্রাইব করব, তার একটা রুলস হচ্ছে। সেই প্রেসক্রাইবড ফরমে কি ভাবে এপ্লিকেশন করতে হবে সেই প্রেসক্রাইবড ফরম বাংলায়ই করা হয়েছে। আর যদি সেই ফরম তারা নিতে না চায় তাহলে পুরোনো পদ্ধতি যেটা আছে হাতে লিখে দেয় তাতেও আমাদের কোন আপত্তি থাকতে পারে না। যেইটা মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় এনেছেন। সেই দিক দিয়ে কোন অসুবিধা হবে না। আরেকটা কথা তিনি বলেছেন বর্গাদারদের কি করে জমি দিতে হবে। বর্গাদার তাদের রাইটটাকে এষ্টাব্লিশ করতে হবে তাহলে তারা বর্গাদার হিসবে টিকে থাকবে। বর্গাদার যে ভাবে তার রাইটটা এষ্টাব্লিশ করবে ও বর্গাদার কিভাবে লেখাতে হবে সেইটার সব বেশী দায়িত্ব হল—আমরা যারা জনপ্রতি-নিধি রয়েছি তাদের। আপনারা জানেন বর্গাদার সম্বন্ধে। আমরা আর একটা ডিগনিটী দিয়েছি তারা যেন নামজারী ফরমে দরখাস্ত দেন—তাদের রাইট দেওয়া হয়েছে। যারা বর্গা-দার তাদেরকে বলা হবে আণ্ডার রায়েত তাদেরকে একটা রাইট দেওয়া হয়েছে। এবং তারা জোতদারের রেকর্ড অফ রাইট লেখাবার জন্য তাদের কাছে থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। বোধ হয় আপনারা সেই বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় দেখেছেন। শুধু পত্রিকায় নয়, রেডিও মারফতেও এনাউন্সমেন্ট দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া হাজার হাজার পেম্পলেট তহশীলে পাঠানো হয়েছে ডিষ্ট্রিবিউট করার জন্য। কিন্তু বর্গাদারদের যে কাজটা করতে হবে যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছেন বা পাবলিক লিডারশীপে যারা আছেন, বর্গাদার বোধহয় এই সব খোঁজ খবর রাখেন না। তাদের রাইটটাকে এসটাব্লিশ করার জন্য। সেই জন্যই দরকার যারা পাবলিক ফিল্ডে রয়েছেন তাদের সহায়তা করা। আমরা যে নোটিফিকেশান দিয়েছি বর্গাদারদের নামজারী ফরমে তাদের বিষয়টা লিখে জমা দেওয়ার জন্য একটা টাইম বেধে দিয়েছি সেটা যাতে যথাযথ পড়ে তার সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করছি। তাহলে তাদের রাইটটা আমরা এষ্টাব্লিশ করতে পারি। আর আমাদের যে ট্রাইবুনোল করা হয়েছে একজন সদস্য বলেছেন গ্রাম পঞ্চায়েতকে জড়িত রাখার জন্য, তাতে কোন আপত্তি নাই। গ্রাম পঞ্চায়েত সাক্ষী হিসাবে থাকতে পারেন। তিনি হলেন নট বিলো দি রেঙ্ক অফ

সার্কেল অফিসার। সুতরাং যদি কোন ভেজাল মনে করেন—তবে পঞ্চায়েতকে সাক্ষী মানতে পারেন। এবং পঞ্চায়েতের সাহায্যে যিনি ট্রাইবুনেলে যাবেন তিনি নিশ্চয় নিতে পারেন—তাতে কোন বাধা হবেনা। অতএব যে সমস্ত এমেণ্ডমেণ্ডগুলি এসেছে, সেগুলির কিছু কিছু আমাদের এক্ট-এ কভার হয়েছে। আর এর সংগে যে সাফল্যটা, সেই সাফল্যটা মেইনলী নির্ভর করছে যে জনপ্রতিনিধিগণ সেটা কিভাবে রি-এক্ট করবেন। কি ভাবে গ্রামের যে জনসাধারণ, গ্রামের যে দারিদ্র কৃষকগণ, তাদেরকে মহাজনদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে উদ্বোদ্ধ্য করে, এগিয়ে আসবার জন্য, অনেকে হয়ত এগিয়ে আসবেন না। যদি এগিয়ে না আসেন তাহলে সেই ট্রাইবুন্যাল বা গভার্ণমেন্টের কিছু করার নাই। তাহলে এগিয়ে আসুন, তাদের যে ঋনটা, তারা যাতে আবেদন পত্রে যথাসময়ে যথাযথ ভাবে অথারিটির নিকট দেন সেই জন্য আপনাদের সকলকে সচেষ্ট হবার জন্য আমি আবেদন করছি এবং তার উপর মেইনলী নির্ভর করছে এই যে এক্টটা তার সাফল্য। সেই জন্য আমি এই এমেণ্ডমেণ্ডগুলি সমর্থন করি না এবং আমি আশা করি যে, বিলটা যে ভাবে এসেছে ঠিক সে ভাবেই হাউস সেটা গ্রহণ করবেন। আর একটা বিষয় আমি এখানে বলছি এটা করিজেণ্ডাম ইস্যু করে দেন। প্রিন্টিং এর সময় একটা লাইন দুবার উঠে গেছে।

মিঃ স্পীকার :—দিস্ উইল বি ডান বাই আওয়ার সেক্রেটারিয়েট।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—তাহলে আমি এই এমেণ্ডমেন্টগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :

Discussion on the clauses and amendments there on is over. Now, I shall put the clauses to vote one by one.

Now the question before the House is the amendment moved by Shri J. L Das, "That in section 2 clause (d) in the last sentence. after the words "immovable property" following words should be included." and includes a debt created by a regular sale deed executed by the debtor in favour of the creditor and the creditor also executing a deed of agreement to re-transfer the land if the money be paid back by the debtor within a stipulated period."

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

I think 'NOES' have it' 'NOES' have it

'NOES have it

The amendment is lost.

Next, the question before the House is the motion moved by Shri Sudhanwa Deb Barma—"That in page 5, line 2 in explanation 1, add the words "small farmers after the words marginal farmers".

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

I think 'NOES' have it 'NOES' have it

'NOES' have it,

The amendment is lost.

Next question before the House is the Motion moved by Shri Sudhanwa Deb Barma, that "In Page 5, Line 3 in explanation insert the words "Rs. 3600·00 in lieu of Rs. 2400.00"

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

I think 'NOES' have it 'NOES' have it

'NOES' have it

The amendment is lost

Next amendment moved by Shri Sudhanwa Deb Barma is "that in clause 3, page 4, in Sub section (d) add the following at the end of the proviso :-

'Provided such a sale is not forced one. and seller received normal market price for the sold land "

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

I think 'NOES' have it 'NOES' have it

'NOES' have it

The amendment is lost.

Next amendment moved by Shri Sudhanwa Deb Barma is "In clause 4(1) pase 5, line 8 insert the word "Two" instead of "ONE"

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of centrary opinion will please say 'NOES'

I think 'NOES' have it 'NOES' have it

'NOES' have it

The amendment is lost.

Next amendment moved by Shri Sudhanwa Deb Barma is "In page 5 clause 5 omit the words 'a sole".

Add the words "Two members of whom one member shall be the representative of the debtors of the area conserned elected by debtors and another" after the words "Consisting of".

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

I think 'NOES' have it 'NOES' have it

'NOES' have it

The amendment is lost.

Next amendment moved by Shri Manindra Deb Barma is "In clause (6) Sub-section (2) in line 3, Page 5-Add the following sentences at the end of (2). "Such an application may be made in hand writing if the same contains the particulars given in sub-section (3)."

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

I think 'NOES' have it 'NOES' have it

'NOES' have it

The amendment is lost.

Now I am pu ting the bill to vote.

Cl. 2 to Cl. 29 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

I think 'AYES' have it 'AYES' have it

'AYES' have it

Cl. 30 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

I think 'AYES' have it 'AYES' have it

'AYES' have it

Cl. I do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

I think 'AYES' have it 'AYES' have it

'AYES' have it.

The Title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of cenrary opinion will please say 'NOES'

I think 'AYES' have it 'AYES' have it

'AYES' have it.

Now, I would request the Revenue Minister to move his next motion for passing of the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :-

(Minister for Revenue) ; Mr. Speaker Sir, I beg to move "That the Tripura Agricultural Debtors Relief Bill, 1975 (Tripura Bill No. 6 of 1975) as settled in the Assembly be passed "

Mr. Speaker :

Now, the question before the House is the Motion moved by the Revenue Minister—"That the Tripura Agricultural Debtors Relief Bill, 1975 (Tripura Bill No. 6 of 1975) as settled in the Assembly be passed..

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

I think 'AYES' have it 'AYES' have it

'AYES' have it.

The Bill is passed.

The House stands adjourned till 12 Noon of Friday, the 12th December, 1975.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The 12th December, 1975.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 12-Noon on Friday, the 12th December, 1975.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker, Dy. Speaker, 6 ministers, 3 State Ministers. 1 Dy. Minister and 37 Members.

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORTS.

Mr. Speaker :— First item of Business of the day is presentation of Reports of the different Assembly Committee. First I would call on Moulana Abdul Latif, Chairman, to present before the House the 11th Report of the Committee on Absence of Members from the sittings of the House.

Shri Moulana Abdul Latif :— Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the 11th Report of the Committee on Absence of Members from the sittings of the House.

Mr. Speaker :— Next, I would call on Sri Sunil Ch. Datta, Ghairman, to present before the House the 22nd, 23rd and 24th Reports of the Committee on Privileges.

Shri Sunil Ch. Datta :— Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the 22nd, 23rd and 24th Reports of the Committee on Privileges.

Mr. Speaker :— Next I would call on the Deputy Speaker, Ex-officio Chairman, of the Committee on Delegated Legislation to present before the House the 2nd Report of the Committee.

Dy. Speaker :— Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the 2nd Report of the Committee on Delegated Legislation.

Mr. Speaker :— Next, I would call on Shri Hangshadhwaj Dewan, Dy. Minister, to present before the House the Report of the Select Committee on the Tripura Town & Country Planning Bill, 1975.

Shri Hangshadhwaj Dewan :— Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the Report of the Select Committee on the Tripura Town & Country Planning Bill, 1975.

Mr. Speaker :— Members are requested to collect their copies of the Reports from 'Notice Office'.

GRANTING OF LEAVE OF ABSENCE TO THE MEMBERS

Mr. Speaker :— Hon'ble Members, the Committee on absence of members from the sittings of the House in its Eleventh Report has recommended that leave of absence be granted in respect of Sarbashree Nripendra Chakraborty, Niranjan Deb, Radharaman Deb Nath, Abhiram Deb Barma, Pakhi Tripura, Bajuban Riyan, Anil Sarker, Samar Choudhury, Bidya Ch. Deb Barma, Amarendra Sarma and Ajoy Biswas, for the period indicated in the Report. The members are being informed accordingly.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

Mr. Speaker:— Next Business of the House is presentation of Supplementary Demands for grants for the year 1975-76. I would request the Minister-in-charge of the Finance Deptt. to present the supplementary Demands for grants. Hon'ble Minister, Shri Krishnadas Bhattacharjee, has been authorised by the Hon'ble Chief Minister to move this motion.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay the Supplementary Demands for grants for the year 1975-76.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট এইটাতে সাময়িকভাবে আনা হয়েছে তাতে কণ্টিনজেণ্ট ফাণ্ডে দশ লক্ষ টাকা ছিল সেই দশ লক্ষ টাকা বাজেটের বিভিন্ন প্রভিশনে ছিল না। সেখানে অ্যাডভান্স খরচ হয়েছিল। সেই অ্যাডভান্স বিভিন্ন খাতে এই হাউস থেকে সেংশন পাওয়ার কথা যেটা ছিল সেই দশ লক্ষ টাকা এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে ধরা হয়েছে। নিশ্চিত যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট সেইটা পরে আসবে। কণ্টিনজেন্সি ফাণ্ডে সেইটাকে রিজিউম করার জন্য এই বাজেট সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্টে দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় চাওয়া হয়েছে সেইটার বিবরণ পরে পেশ করা হবে।

Mr. Speaker :— Hon'ble members are requested to submit their Cut-motions, if any, on the Demands for Supplementary grants for the year 1975-76 before 1 P. M. of 14th Dec. '75. Members are also requested to collect the copies of the supplementary demands for grants from 'Notice Office'.

The House stands adjourned till 12 Noon of Monday, the 15th December, 1975.

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Monday, 15th December, 1975.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Monday, the 15th December, 1975 at 12 noon.

PRESENT

Shri M. L. Bhowmik, Speaker in the Chair, Dy. Speaker, 6 Ministres, Minister for State, 1 Dy. Minister, 27 Members.

PRESENTATION OF 28TH & 29TH REPORTS OF THE COMMITTEE ON ESTIMATES.

Mr. Speaker :— First Business before the House is Presentation of the Reports of the Committee on Estimates. I would call on Shri Kalipada Banerjee, Chairman to present before the House the 28th and 29th Reports of the Committee on Estimates.

Shri Kalipada Banerjee :— Mr Speaker, Sir, I beg to present before the House the 28th and 29th Reports of the Committee on Estimates.

Mr. Speaker :— Members are requested to collect their copies of the Reports from 'NOTICE OFFICE.'

CONSIDERATION AND ADOPTION OF 22ND, 23RD AND 24TH REPORTS OF THE COMMITTEE ON PRIVILEGES.

Mr. Speaker :— Next Business before the House is consideration and adoption of the Reports of the Committee on Privileges. I would now call on Shri Sunil Ch. Dutta, Chairman of the Committee to move his motion.

Shri Sunil Ch. Dutta :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move 'that the 22nd Report of the Committee on Privileges be taken into consideration.'

(The question for consideration was then put to voice vote and carried)

Mr Speaker :— Now I call on Shri Sunil Ch. Dutta to move his next motion for adoption of the Report.

Shri Sunil Ch. Dutta :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move 'That, this House agrees with the recommendations contained in the 22nd Report of the Committee on Privileges."

(The motion was put to voice vote and agreed to.)

Mr. Speaker : Now I call on Shri Sunil Ch. Dutta to move his motion for cosideration of the 23rd Report of the Committee on Previleges.

Shri Sunil Ch. Dutta :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move 'that the 23rd Report of the Committee on Privileges be taken into consideration.'

(The question was put to voice vote and agreed to.)

Mr. Speaker — I call on Shri Sunil Ch. Dutta to move his next motion for adoption of the Report.

Shri Sunil Ch. Dutta :— Mr. Speaker Sir, I beg to move "That, this House agrees with the recommendations contained in the 23rd Report of the Comn ittee on Privileges."

(The Motion was put to voice vote and agreed to.)

Mr. Speaker :— Now, I call on Shri Sunil Ch. Dutta to move his motion for consideration of the 24th Report of the Committee on Privileges.

Shri Sunil Ch. Dutta :— Mr Speaker, Sir, I beg to move 'that the 24th Report of the Committee on Privileges be taken into consideration.

(The question was put to voice vote and agreed to.)

Mr. Speaker :— I call on Shri Sunil Ch. Dutta to move his next motion for adoption of the Report.

Shri Sunil Ch. Dutta :— Mr. Speaker Sir, I beg to move "That this House agrees with the recommendations contained in the 24th Report of the Committee on Privileges."

(The question was put to voice vote and agreed to.)

GENERAL DICUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1975-76.

Mr. Speaker :— Next item of business before the House is the General Discussion on the Supplementary Demands for Grants for 1975-76.

I would like to draw the attention of the Hon'ble Members to the scope of the debate on the Supplementary Demands for Grants which is to be confined to the items constituting the same and no discussion is permitted to be raised on the original Grants nor on the policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the perticular item under discussion. When the Supplementary Demands does not refer to any new service there can not be any discussion on the principle and policy.

Before the discussion begains I would like to request the Hon'ble Members to give me their names who would like to participate in the discussion so that I may allot time for them.

I would now call on Shri Sudhanwa Deb Barma to open the disoussion on the Supplemen tary Demands for Grants for the year 1975-76.

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড পেস করা হয়েছে সেটা দেখে আমার মনে হল যে ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে যদি কোন জ্ঞান থাকত তাহলে এইভাবে এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ করা হত না। কারণ এতে আমরা যা দেখেছি তাতে মনে হয়েছে যে ত্রিপুরার চাহিদার সাথে এবং তার বাস্তব অবস্থার সাথে খাপ রেখে যে বাজেট তৈরী করতে না পারার জন্যই বর্তমানে এই যে সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড এসেছে সেটা

এইভাবে আমাদের সামনে আসতে বাধ্য হয়েছে। কারণ আমাদের সরকার বলে থাকেন যে সমাজতন্ত্রবাদ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ তৈরী করাই আমাদের লক্ষ্য এবং সেটা যদি করতে হয় তাহলে যে বাজেট আমরা তৈরী করেছি এবং তার প্রতিফলন আমরা দেখেছি সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের মধ্যে। কারণ আমরা দেখেছি যে ডেভেলাপমেণ্ট খাতে খরচের জন্য বিশেষ করে কনষ্ট্রাকশান কাজগুলি করার জন্য টাকা দরকার। কিন্তু রাস্তাঘাট থেকে সুরু করে সব ডেভেলাপমেণ্টের কাজের জন্য আমরা দেখেছি সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট তৈরী করা হয়েছে। সেজন্য আমার মনে হয় বাস্তবের সংগে যদি সম্পর্ক থাকত তাহলে এইরকম বাজেট আসতে পারত না। আমরা দেখেছি ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশানের ব্যাপারে পাবলিকের ডিউজগুলি পরিষ্কার করার জন্য কণ্টিজেন্সী ফাণ্ড থেকে টাকা দেওয়া হয়েছে এবং তা পূরণের জন্য এই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড আমাদের সামনে এসেছে। এইটাই কি প্রমাণ করে না যে বাস্তব অবস্থার সাথে জ্ঞান খুব সীমিত এবং আমাদের সরকার যে সমাজতন্ত্রবাদ গঠনের চেষ্টা করছেন তার সংগে এটা মিল খাচ্ছে না? এই দুটি ঘটনাই আমরা লক্ষ্য করতে পারি। এখানে আমরা দেখব যে রিলিফের খাতে এবং পুলিশের খাতে যে ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে যে রিলিফের খাতে এবং জেলের বা পুলিশের খাতে যে টাকা চাওয়া হয়েছে তার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়ে গিয়েছে। যেখানে জনতার জন্য টাকা খরচ করা দরকার ছিল, ন্যাচারাল ক্যালামিটিজের জন্য টাকা খরচের দরকার ছিল, তাদের হেলফ করার জন্য যে টাকার দরকার সেটা পুলিশ এবং জেল খাতে বরাদ্দের চেয়ে অনেক কম হয়েছে যার জন্য আমরা দেখেছি যে ন্যাচারাল ক্যালামিটিজের জন্য টাকা আবার চাইতে হয়েছে যদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগ খুব কিছু একটা হয়নি এবং রিলিফের দরকার হয়েছে বলে মনে হয় না। কাজেই সেজন্যই আমি বলছি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে শাসক শ্রেণীর জ্ঞান খুব সীমিত বলেই এটা হয়েছে বলে আমি মনে করি।

তাছাড়া আমি এটাকে দেখে আরও আশ্চর্য হলাম যে সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডের ১৭ নম্বরে যেখানে জনতার টাকা নারী ভলাণ্টিয়াস বাহিনী গঠন করার জন্য টাকা ধরা হয়েছে, আমরা আগে ধরেছিলাম ১২,১৫,০০০ টাকা। সেখানেও দেখব আমরা, টাকা নেই। যেখানে গঠনমূলক কাজের জন্য প্রয়োজন সেখানে বরাদ্দ খুব কম এবং সেখানে আমরা বলতে পারি এটা কংগ্রেস সংগঠন করার জন্য একটা কৌশল মাত্র। সেখানেও টাকা ধরা হয়েছে। কাজেই এটা দেখে আমরা নিরাশ না হয়ে পারি না এবং এই কথা বলতে বাধ্য যে আমাদের দেশকে গড়ে তোলার ব্যাপারে, আমাদের বাজেট বরাদ্দের সাথে তার কোন সামঞ্জস্য নেই। সেই দিকে এই যে ডিমাণ্ড সেটাকে রাজ্যের স্বার্থে খাপ খাইয়ে করেছে বলে মেনে নিতে পারি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Any other Member who would like to participate in the discussion ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সুধন্য দেব যে বক্তব্য রাখলেন, তিনি ঠিক সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটটা যে আনা হয়েছে তার তাৎপর্য্য কি সেটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। যার জন্য তিনি এই ডিস্কাশন ঠিকমত করেছেন বলে আমার মনে হয় না। কারণ এই যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটটা আনা হয়েছে সেটা অ্যাসেম্বলীতে যখন বাজেট পাশ করতে

দেরী হয়েছিল তখন তিন মাসের একটা বাজেট পাশ করা হয়েছে। ঐ সময়ে কতগুলি খরচ যেগুলি আমাদের করতে হয়েছিল অথচ সেই খাতে কোন টাকা ছিল না, সেগুলির জন্য কন্টিনজেন্সী ফাণ্ড থেকে ১০ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল। তিন মাসের জন্য একটা ভোট অন অ্যাকাউন্ট নেওয়া হয়েছিল পাশ করিয়ে সেটা থেকেই অ্যাডভান্স নিয়ে আমরা খরচ করেছিলাম। এখন সেটা থেকে রিক্যুপ করে আনবার জন্য এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আনা হয়েছে। তার মানে এই নয় যে আবার টাকা চাওয়া হয়েছে। এখন যে ডিমাণ্ডটা চাওয়া হয়েছে সেটা শুধু ঐ ১০ লক্ষ টাকার কন্টিজেন্সী ফাণ্ডকে রিক্যুপ করার জন্য। ডিক্রিট্যাল অ্যামাউন্ট যেটা সেটা ঐ ফাণ্ড থেকে খরচ করা হয়েছে। যখন কোন একটা ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান করা হয় তখন অ্যাওয়ার্ড করে টাকা দেওয়া হয়। তারপর এটা পাবার পরে পাল্টা আবার কোর্টে গেলে তখন যদি একসেস্ টাকা দেওয়ার দরকার হয় তখন সেটা আগে দেওয়া হত জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট থেকে। এখন এই টাকাটা জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট পেমেন্ট করবে না, রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট করবে। সেই টাকাটা যেটা '৭৪—৭৫ পর্যন্ত ডিক্রিট্যাল অ্যামাউন্ট সেটা কন্টিজেন্ট ফাণ্ড থেকে নিয়ে আমরা দিয়েছি। সুতরাং যখনই কোর্ট থেকে একসেস্ অ্যামাউন্ট ডিক্রি করা হয় সেটা এই কন্টিজেন্সী ফাণ্ড থেকে একসেস নিয়ে তারপর সেটা দেওয়া হয়েছে। যে ডিপার্টমেন্টের জন্য ল্যাণ্ডটা অ্যাকোয়ার করা হত সেই ডিপার্টমেন্টের জন্য জুডিসিয়্যাল ডিপার্টমেন্ট ঐ টাকাটা দিয়ে দিত। ঠিক তেমনি আমাদের যে টাকা ছিল সেটাতে কুলোয়নি। তার জন্য ভোট অন অ্যাকাউন্ট থেকে খরচ করেও আরও কিছু টাকা কন্টিজেন্সী ফাণ্ড থেকে নেওয়া হয়েছিল। সেই টাকাই আমরা চাইছি। তার অর্থ টি, আর, এবং জি, আর, এর জন্য আমরা আরও টাকা চাইছি তা নয়। আমরা স্যাংশান দিয়েছিলাম আলটিমেটলী ৪৬ লক্ষ টাকার উপর। কাজেই আমরা যেটা কন্টিজেন্সী ফাণ্ড থেকে নিয়েছিলাম আমরা সেটাই চাইছি যাতে আবার ১০ লক্ষ টাকা কন্টিজেন্সী ফাণ্ডে ফিরে আসে। শুধুমাত্র ১০ লক্ষ টাকা টেম্পোরারী ডিমাণ্ড মিট করার জন্য যে অ্যাডভান্স করা হয়েছিল সেটাকে অ্যাডজাষ্ট করার জন্য এই ডিমাণ্ডটা আনা হয়েছে। তাই মাননীয় সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন এটা ঠিক নয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now, discussion is over. The cut motions on the demands will be taken up to-morrow.

Next business of the House is consideration of the Tripura Town and Country Planning Bill as reported by the Select Committee. I would request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for consideration of the Bill as reported by the Select Committee.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Town and Country Planning Bill, 1975 as reported by the Select Committee be taken into consideration.

মি: স্পীকার স্যার, এই যে ত্রিপুরা টাউন এ্যাণ্ড কান্ট্রি প্লেনিং বিল্ এটি আগের সেসানে এ্যাসিম্বলীতে দেওয়া হয়েছিল, সেটাকে সিলেক্ট কমিটি তার বিভিন্ন সভাতে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করার পর এই হাউসে উত্থাপন করেছেন। এই বিলটা সত্যি ত্রিপুরার অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। যদিও টাউন এ্যাণ্ড কান্ট্রি প্লেনিং কিছু কিছু কাজ ত্রিপুরা সরকার থেকে স্বাভাবিকভাবে একটা বিভাগ হিসাবে কাজ করানো হয়েছিল, তাহলেও সেটা পরিপূর্ণ-ভাবে একটা স্বার্থকরূপ নিতে পারেনি। কারণ যে কাজগুলি করতে হয়, তার জন্য যে একটা পূর্ণ লেজিষ্লেটিভ অধিকার থাকার দরকার, সেটা তাদের থাকার প্রয়োজন। কাজেই এর অভাব ডেভেলাপমেন্ট কাজ করতে গিয়ে শহর বা গ্রামাঞ্চলের কোন উন্ন'ত সাধনের কাজ করতে গিয়ে বা একটা কন্সেন্ট্রেটেড উন্নতি সাধনের ব্যাপারে দেখা যাচ্ছিল। একটা লেজিষ্লেশান যদি না হয় তাহলে কাজগুলি সুন্দরভাবে করা যায় না। তারজন্যই এই বিলটা হাউসের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল এবং হাউস যথেষ্ট বিবেচনার পর আবার পাসিং এর জন্য এই হাউসের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা বিলের মধ্যে দেখতে পাব, এখানে যে উদ্দেশ্যে বিলটা এসেছে। টাউন এ্যাণ্ড কান্ট্রি প্লেনিং বোর্ড, গঠন করার বিধান বিলে আছে। এই বোর্ডটা অন্যান্য ডেভেলাপমেন্ট কাজ যে সমস্ত গ্রামাঞ্চলে চলে তার জন্য প্রারম্ভিক কাজ সার্ভে ইত্যাদি, যে জিনিষগুলি বোর্ড করবে। কাজেই প্রথম চাপ্টারে আমরা দেখব—বোর্ড সর্মেশানে কতজন মেম্বার থাকবে বা তাদের কাজ কি হবে, সেই কাজগুলি এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। এর পরবর্ত্তী পর্যায়ে সেকেণ্ড এ্যাণ্ড থার্ড চাপ্টারে—"Declaration of planning areas, their amalgamation sub-divisions and inclusion of any area from the planning area."এর দ্বারা তারা যে কাজগুলি করবে, সেগুলি করার জন্য কোন্ শহরে বা আধা শহর অঞ্চলে বা গ্রামের নির্দিষ্ট অঞ্চল, সেগুলিকে নির্দিষ্টভাবে উন্নয়নশীল অঞ্চল বলে ঘোষিত করতে হবে। এতে থাকবে কোথায় ইণ্ডাষ্ট্রি স্থাপন করতে হবে বা হাউসিং করতে হবে এই সমস্ত যে ধরনের প্লেনিং-এর কাজে ওরা অংশ নিবেন তার জন্য স্থানীয়ভাবেও সেই সেই অঞ্চলের জন্য প্লেনিং অথরিটি গঠন করা চল্‌বে এবং সেই প্লেনিং অথরিটি কি ভাবে গঠিত হবে তার ব্যবস্থা বিলে আছে। প্লেনিং অথরিটির প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকবে, তাদের অধীনে আরও লোকাল অথরিটি যেগুলি থাকবে, তাদের প্রতিনিধি নিয়ে এই যে প্লেনিং অথরিটি গঠিত হবে। এর পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে আমরা দেখব কি ভাবে সেই প্লেনিং অথরিটি কি কি কাজ করবেন তাদের বড় একটা কাজ হচ্ছে সেই অঞ্চলের জন্য তারা একটা মাষ্টার প্লেন তৈরী করবে। সেখানে যদি নার্য্যভাবে ডেভেলাপমেন্ট করতে হয় তাহলে কোন্ অঞ্চলে ইণ্ডা ষ্ট্রি থাকবে, কোন্ অঞ্চলে বাড়ী থাকবে বা অফিস কাছারী থাকবে এবং সেগুলি কোন্ অঞ্চলে সেট-আপ হবে, কোথায় বাজার ইত্যাদি তৈরী করতে হবে, সেগুলির উল্লেখ প্ল্যানে থাকবে। এটা করার পর ল্যাণ্ড ইউজ মেপ একটা তৈরী করতে হবে এবং ল্যাণ্ড ইউস মেপটা হলে পর সেই জায়গায় যা কিছু করার দরকার, সেটা পরিপূর্ণ হলে পর ওরা আউট লাইন অব ডেভেলাপমেন্ট প্লেন তৈরী হবে। সেটা প্রিপারেশানের পর তার কম্প্রিহেন্সীভ ডেভেলাপমেন্ট প্লেন তৈরী করবেন্ এবং কি ভাবে সেই অঞ্চলের জমিগুলিকে ব্যবহার করতে হবে সেই হবে বোর্ডের বড় কাজ। এই সমস্তের একটা সুব্যবস্থা করার জন্যই এই বিলটা আনা হয়েছে এবং আর অন্যান্য যে সমস্ত স্কেশান তার মধ্যে আছে এই কাজগুলি তারা কি ভাবে করবেন, প্রয়োজন হলে সরকারের নির্দিষ্ট রুলের মধ্যে

যে কাজগুলি করতে পারবেন। তারপর যে :মপটা, ল্যাণ্ড ইউজ মেপ হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে তাদের সেটা প্রকাশ করতে হবে এবং জনসাধারণকে জানাতে হবে এবং ১ বছরের মধ্যে পরবর্ত্তী আউট লাইন ডেভেলাপমেন্ট প্লেন এর কাজ, করতে হবে এবং ৩ বছরের মধ্যে কম্প্রিহেন্সিভ ডেভেলাপমেন্ট প্লেন তৈরী করতে হবে এবং তাতে নির্দিষ্ট আছে যে সরকার যদি মনে করে যে সময় বাড়িয়ে দেওয়া দরকার তার প্রভিশনও এই বিলের মধ্যে দেওয়া আছে এবং সেগুলিকে করে তাদের কাজগুলি সুন্দর ভাবে করার জন্য এই বিলটা আনা হয়েছে বিলে আছে কখন জনসাধারণকে জানাতে হবে এবং তার জন্য সেই অঞ্চলের জনসাধারণের যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে, তারা সেই আপত্তি জানাতে পারবেন। কাজেই যে ডেভেলাপমেন্টের পরিকল্পনা বিভিন্ন অঞ্চলে করা হবে সেই সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে যদি কোন বক্তব্য থাকে, সেই বক্তব্য রাখার জন্য জনসাধারণকে সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সময়ে সময়ে সরকার প্রয়োজন মনে করলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারেন এবং ডেভেলাপমেন্ট প্লেন যেটা হবে তার মধ্যে সরকারের অনুমোদন থাকতে হবে এবং তারপর সেটা গেজেটে প্রকাশ করা হবে তারপর থেকে সেটাকে পরিপূর্ণভাবে কার্য্যে রূপদান করা হবে। এই যে ডেভেলাপমেন্টের ব্যাপারে প্লেন নেওয়া হচ্ছে, সেটা শুধু ত্রিপুরার শহর গ্রামাঞ্চলগুলি একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ডেভেলাপ হয়, হেফজার্ড পয়েতে যাতে কোন কাজ করা না হয় তারজন্য সরকারী সিদ্ধান্তকে পরিপূর্ণভাবে রূপ দেওয়ার জন্য এই বিলটি আনা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, চাপ্টার সেভেনে দেখবেন—কন্ট্রোল অব ডেভেলাপমেণ্ট এবং ইউজ অব ল্যাণ্ড কি ভাবে, কি ভাবে সেই জমিগুলিকে ব্যবহার করা হবে তার বিস্তারিত বিধান এর মধ্যে দেওয়া রয়েছে। এবং সেই সমস্ত ক্ষেত্রে পার্মিশান ইত্যাদি দিতে হলেও তার ব্যবস্থাও এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে আমরা দেখব, যদিও খুব বলার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তা নয় এই বিধানের মধ্যে মাননীয় সদস্যরা দেখতে পাবেন মুল কাজের কার্য্যকরী রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা সংক্ষেপে আমি এখানে আলোচনা করলাম। তারপর তাদের ফিনান্স এ্যাকাউন্টস কি ভাবে রক্ষা করা হবে, কি কি কাজ করা হবে, সেটাও এই বিলের বিধানের মধ্যে পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে প্রভিশন রেখে আইনের মধ্যে করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রুল করার ক্ষমতা এবং অন্যান্য ক্ষমতা এই আইনের বিভিন্ন বিধানের মধ্যে দেওয়া আছে। কাজেই সেই সব দিক দিয়ে আমি মনে করি এই বিলটা অত্যন্ত প্রগতিশীল। ত্রিপুরার গরীব কৃষকদের যে দাবী ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলকে, বিভিন্ন সাব-ডিভিশন শহর এবং তার পাশাপাশি অঞ্চল, সেগুলিকে সীষ্টিমেটিক ডেভেলাপমেন্ট করা তারই প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে এই আইন পাশ করার মধ্যে। আমি যতটুকু জানি প্রথম বোর্ড স্থাপিত হওয়ার পর অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজের জন্য এই প্রকৃতির আরও হয়তো বিল আনার প্রয়োজন হবে এবং আশা করছি যে সেগুলি পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে এই বিধান সভার সামনে উপস্থিত করা হবে। তাই এখানে এই উত্থাপিত বিলটা সমর্থন করার জন্য আমি আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা টাউন এ্যাণ্ড কান্ট্রি প্লেনিং বিল এখানে আনা হয়েছে, এটা আরও আগেই আনা উচিত ছিল। কারণ এই রকম আইনের খুবই প্রয়োজন আছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলাপমেন্টের

কাজের জন্য এটা যে কি রকম প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই প্লেনটা কাজে পরিণত করার ব্যাপারে যাতে গণসংযোগ বা জনতার সহযোগীতা তাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সেজন্য এখানে একটা জায়গাতে বলা হয়েছে প্লেনিং অথরিটি প্রয়োজন বোধে এ্যাসোসিয়েটেড মেম্বার করতে পারবে। এখন এই এ্যাসোসিয়েটেড মেম্বার করে নেওয়ার ব্যাপারে যে এলাকা থেকে নেওয়া হবে সেখানকার জনমতকে একটু মূল্য দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেই রকম কোন ব্যবস্থা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না। অবশ্য আমি বলছি না যে মনোনয়ন না করে, নির্বাচন করার কথা, এই কথা আমি বলছি না। তবে স্থানীয় জনতার অভিমত গ্রহণ করে কি ধরণের লোক নিলে পর এটা ঠিক হবে, সেটা বিবেচনা করার প্রশ্নটাই আমি এখানে বলতে চাইছি। আজকে এখানে যে টাউন এণ্ড কানট্রী প্ল্যানিং আইনটা এসেছে সেটা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আজকে আমার কাছে এটাই পরিষ্কার হয়েছে যে ত্রিপুরার টাউন ইমপ্রুভমেন্টের ব্যাপারে বিশেষ করে মফঃস্বল টাউনগুলির কথা বাদ দিয়েও যদি আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার দিকে তাকাই তাহলে আমরা কি দেখি ? বর্ত্তমানে টাউনগুলির যে ব্যবস্থা হওয়া উচিত আগরতলার দিকে তাকালে সেই ব্যবস্থা দেখতে পারছি না। আমরা এই হাউসে অনেক দিন আগে থেকেই বলে আসছি এই কথা যে আমাদের আগরতলাতে একটা ষ্টেডিয়াম থাকা উচিত। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এটা হল না। যেখানে আমাদের রাজধানী সেখানকার ডেভেলাপ-মেন্টের ব্যাপারে যে সমস্ত প্ল্যানিং হয়েছে সেই সব প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে, এমন কি রাস্তা ঘাটের ক্ষেত্রে আমরা একই অবস্থা দেখছি। আমরা অনেক দিন আগেই শুনেছি যে রাস্তার আশে পাশে যে সব দোকান ঘর আছে সেগুলির জন্য ট্রাফিকের অসুবিধা হচ্ছে এবং টাউনের সৌন্দর্য্য নষ্ট হচ্ছে সেজন্য সেই সব দোকান ঘরগুলি উঠিয়ে দেওয়া উচিত এবং এটার জন্য জনগণের সহযোগিতা থাকা উচিত। এই ব্যাপারে আমি মনে করব যে যারা এই ভাবে দোকান করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে তাদের বাঁচাবার জন্য অলটার্নেটিভ ব্যবস্থা না করে তাদের উঠিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। তাহলে জনগণের জীবন এবং জীবিকার উপর আঘাত আসবে এবং জনগণের যে সহযোগীতা সেটাও আর সম্ভব হবে না। কাজেই যে কোন ডেভেলাপমেন্ট-এর কাজ করতে গেলে সেটা জনগণের সহযোগীতা ছাড়া সেটা সম্ভব হয় না। অফিসের বাবুরা ইলেকট্রিক ফেনের নীচে বসে যদি পরিকল্পনা রচনা করেন এবং জনগণের কি প্রয়োজন, কি জনগণের চাহিদা সেই সম্পর্কে যদি তারা ওয়াকিবহাল না হতে পারেন তাহলে এই ধরণের প্ল্যান করে কিছু হবে না। এবং সেটা হয়ে মুষ্টীমেয় লোকের সুবিধার জন্য। সেই দিক দিয়ে আমি জনগণের সহযোগীতার ব্যাপারে গুরুত্ব দেবার জন্য বার বার আমি এই কথা বলছি। এখানে আমাদের এই আগরতলা সম্পর্কে বলেছিলাম যে আগরতলা সহরের রাস্তা দিয়ে যখন আমরা যাই তখন দেখতে পাই যে আগরতলার ওয়াটারার সাপ্লাই-এর ব্যাপারে রাস্তার পাশে মানুষ কি দুরবস্থায় আছে। তখন আমরা দেখি যে এক কলসী জল নেওয়ার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কাজেই এই প্ল্যানিং-এর কথায় আমি বলছি যে আমরা কত দেরীতে আরম্ভ করেছি আর সেটা করা সম্ভব হবে কি না সেটা আমি জানি না। এবং ত্রিপুরার রাজধানীর দিকে তাকালেই আমাদের নিরাশ হতে হয়। সুতরাং মফঃস্বলের টাউনগুলির যে কি অবস্থা

সেটা আমরা বুঝতে পারি। আর ডেভেলাপমেন্ট-এর কাজ করার ব্যাপারে কান্‌ট্রি প্ল্যানিংয়ের কথা বলা হয়েছে—সেখানে ডেভেলাপমেন্ট্যাল ওয়ার্ক করতে গেলে রাস্তা ঘাট করারও প্রয়োজনীয়তা আছে। একটা ঘটনার কথা আমি বলছি যে জনগণের সহযোগীতার ব্যাপারে—উদয়পুর-টাকারজলা রাস্তার ব্যাপারে, রাস্তাটা খুবই জরুরী এবং তার জন্য ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশান করতে গেলে অনেক দেরী হয়ে যাবে সেজন্য বলা হয়না যে জনগণ যদি তাদের জমি সেচ্ছায় ছেড়ে দেয় তাহলে তাদের পরে কম্পেনসেশান করা হবে। কাজেই সেখানকার ট্রাইবেল জনসাধারণ তারা সহযোগীতা করেছিল এবং স্বেচ্ছায় তাদের জমিও ছেড়ে দিয়েছিল যাতে কাজটা এক্সপিডাইট হয় এবং কাজও হয়েছে। কিন্তু আজও তারা তাদের কম্পেনসেশান পায়নি এবং এই ব্যাপারে কোন সাড়াশব্দ নেই। আজও তারা অফিসে অফিসে যায় এবং নিরাশ হয়ে ফিরে আসে। এতে এই সব প্ল্যানিংয়ের ব্যাপারে জনগণের কি ভাবে উৎসাহ বা সহযোগীতা থাকবে ? সেজনাই আমি বলছি এই প্ল্যানিং কার্যকরী করতে গেলে যেমন জনগণের সহযোগীতার দরকার, তেমনি দরকার জনগণের মতামত গ্রহণ। সরকার যাতে অগ্রসর হন, নইলে শুধু উপর থেকে প্ল্যানিং চাপিয়ে দিলেই সফল হয় না। নিচের দিক থেকেও যাতে উদ্যোগ এবং উৎসাহ থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে যদি প্ল্যানিং করা যায় তাহলেই প্ল্যানিং সফল হবে, নতুবা সফল হতে পারে না।

Mr. Speaker :— Any other Hon'ble Member like to speak ?

Shri Tarit Mohan Das Gupta :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই বিলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। এই বিষয়ে সরকার সচেষ্ট এবং সরকার এই বিলটাকে সফল রূপ দানে তড়ান্বিত করার জন্য আগ্রহশীল—মূল যে কথা আছে এই বিলের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে প্রাথমিক পদক্ষেপ। আবার একজিকিউশান সেটা হচ্ছে—কোন একটা নির্দিষ্ট একটা অঞ্চল নিয়ে কাজ করার জন্য তার জন্য যে প্রাথমিক কাঠামো হলো প্ল্যানিং। তারপরের কাজ হচ্ছে একজিকিউশান। এখন এই প্ল্যানিংয়ের একটা বোর্ড গঠিত হবে এবং তার কাজ
আস্তে আস্তে বিস্তারলাভ করবে। ত্রিপুরার কোন কোন অঞ্চলগুলি সার্ভে করে এর আওতায় আনা যায় তার জন্য পরিকল্পনা করা হবে। এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য খুব মহৎ এবং বৃহৎ। তারপর ত্রিপুরার যে সমস্ত ডেভেলাপমেন্ট হবে সেগুলি যাতে সুপরিকল্পিত ভাবে হয় যাতে রাস্তাঘাটের কোন অসুবিধা না থাকে—কোথায় রাস্তা হবে কোথায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে এইগুলি প্ল্যানে থাকবে। কোথায় সিনেমা হল হবে—যেমন আগরতলা সহরে সবগুলি সিনেমা হলই এক জায়গায় আছে। পরিকল্পনাহীন ভাবে। কিন্তু ভবিষ্যতে যখন প্ল্যান হবে তখন এইগুলি যাতে একটা মাষ্টার প্ল্যানের মাধ্যমে নির্দিস্ট করা হয় তার ব্যবস্থা করা হবে। সেই ভাবে কাজ করে বৃহত্তর আগরতলায় ভবিষ্যতে যে সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রি, কারখানা ইত্যাদি হবে, তার সার্থক পরিকল্পনা থাকবে।

প্রাথমিক পরিকল্পনার পর অন্যান্য যে সমস্ত ব্যবস্থা সেগুলি তারা পরবর্তী পরিকল্পনায় থাকবে। মফ:স্বলের বিভিন্ন অঞ্চলের টাউনগুলিতে যদি পরে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয় এবং তারা মূল গাইডেন্স এই প্ল্যানিং বোর্ডের কাজ থেকে পাবে এবং সেইদিকে দৃষ্টী রেখেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যরা এইটা ভাল করে পড়েছেন এবং এর পেছনে তাদের যথেষ্ট সমর্থন আছে। কারণ মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ। যত ভাল কথা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই জন্য তারা বলেন নি এবং সেইজন্য আমি আনন্দিত। আমি আশা করবো, যদিও এই বিলের সমালোচনা করতে গিয়ে আনুসঙ্গিক নয় এমন যেসব সমালোচনা করা হয়েছে প্ল্যানিং বোর্ডের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের তরফ থেকে ভবিষ্যতে যা যা করা দরকার স্বাভাবিকভাবে বোর্ড তা করবে। বিল পাশ হওয়ার পর, আমার বিশ্বাস, পরবর্তী পর্য্যায়ে কার্যাকরী সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন অনুযায়ী নেওয়া হবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :— The discussion is over. Now, I put the motion to vote.

The question befoure the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that the Tripura Town & Country Ptanning Bill 1975 as reported by the Select Committee be taken into consideration.

(Then the motion was put to voice vote and carried.)

Mr. Speaker :— The motion for consideration of the Bill as reported by the Select Committee has been accepted by the House. Now I shall take up the clauses of the Bill for disposal. .

Cl. 2 do stand part of the Bill.

(The clause was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Cl. 3 do stand part of the Bill.

(Then it was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker ;— Cl. 4 to Cl. 73 do stand part of the Bill.

(Than it was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Cl. 1 do stand part of the Bill.

(Then it was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— The title do stand part of the Bill.

(Then it was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, I would request the Minister-in-charge of the Bill to move his next motion for passing of the Bill.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Town & Country Planning Bill 1975 (Tripura Bill No. 1 of 1975) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the Tripura Town & Country Planning Bill, 1975 (Tripura Bill No. 1 of 1975) as settled in the Assembly be passed.

(Then the Bill was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 12 Noon of Tuesday, the 16th December, 1975.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVF ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Tuesday, December 16th, 1975.

The House met in the Legislative Assembly Chamber, Agartala at 12 Noon, on Tuesday, the 16th December, 1975.

PRESENT.

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, 6 Ministers, Deputy Speaker, 2 State Ministers, 1 Dy. Ministers and 31 Members.

GOVERNMENT BUSINESS (INTRODUCTION OF BILLS)

Mr. Speaker :— First business before the House is introduction of Bills ; namely (i) The Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill, 1975, (ii) The Salaries & Allowances of the Speaker & Dy. Speaker of the Legis'ative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 and (iii) The Salaries & Allowances of members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975.

I would request Shri Krishnadas Bhattacharjee to move his motion for leave to introduce the Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill, (Tripura Bill No. 8 of 1975).

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Revenue Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the salaries & allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 8 of 1975).

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটার সম্পর্কে আমাদের অবজেকশান আছে।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনাকে বলার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। আপনি বলুন।

মি: স্পীকার :— আপনি বলুন।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :— না, আমি এখন কিছু বলব না। পরে আলোচনার সময় বলব।

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by Revenue Minister that leave be granted to introduce the salariess & allowances of Ministers (Tripura) Amennment Bill, (Tripura Bill No 8 of 1975).

(The motion was then put to voice vote & carried)

Mr. Secretary :—The salaries & allowances of Ministries (Tripura) Amendment Bill 1975 is a bill to amendment the salaries & allowances of Ministers (Tripura) Act, 1974.

Mr. Speaker :— Now I call on the Revenue Minister to move his next motion to introduce the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the salaries and allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill, 1975. (Tripura Bill No. 8 of 1975) be introduced.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Revenue Minister that the salaries & allowances of Minister (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 8 of 1975) be Introduced.

(The Bill was introduced by voice vote)

Mr. Speaker :— Now I call on the Revenue Minister to move his motion for leave to introduce the next Bill.

Shri K. D. Battacharjee :—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the salaries & allowances of the Speaker and Dy. Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No 9 of 1975).

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিল সম্পর্কে আমার অবজেক্শান রয়ে গেছে।

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Revenue Minister that leave be granted to introduce the Saiaries & Allowances of the Speaker and the Dy. Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 9 of 1975).

(The Motion was carried by voice vote)

Mr. Secretary :— The Salaries and allowances of the Speaker & the Dy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 is a Bill to amendment the salaries of the Speaker and the Dy. Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Act, 1972.

Mr Speaker :— Now I call on the Revenue Minister to move his next motion to introduce the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Revenue Minister) :— 'Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Salaries and Allowances to the Speaker and the Dy. Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Biil, 1975 (Tripura Bill No. 9 of 1975) be introduced.

Mr. Speaker :— Now, the motion befo e the House is the motion moved by the Revenue Minister that Salaries & Allowances of the Speaker and the Dy. Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 9 of 1975) be introduced.

(The bill was introduced by voice vote)

Mr. Speaker :— Now, I call on the Revenue Minister to move his motion for leave to introduce the next Bill.

Shri. K. D. Bhattacharjee (Revenue Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce Salaries & Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 10 of 1975).

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিল সম্পর্কে আমাদের অবজেক্‌শান রয়ে গেছে।

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Rev. Minister that leave be granted to introduce the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 10 of 1975),

(The motion was then put to voice vote and carried)

Mr, Secretary :— The Salaries & allowances Members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 is a Bill to amendment of Salaries & Allowances of Members of the Lagislative Assembly (Tripura) Act. 1972.

Mr. Speaker :— Now I would request the Revenue Minister to move his next motion to introduce the Bill.

Shri K D Bhattacharjee (Revenue Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 10 of 1975) be introduced.

Mr. Speaker :— Now the question before the house is the motion moved by the Revenue Minister that the Salaries and Allowances of Member of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 10 of 1975) be introduced. (The Bill was introduced by voice vote).

VOTING ON SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1975-76.

Mr. Speaker :— Next Business before the House is discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants for the year 1975-26. There are 7 Demands for grants to be disposed of by the House. The details of the Supplementary Demands for grants are shown in the list of Business and Appendix. The list of business along with the appendix showing the demands and the cut motion relating to Demand No. 9 has already been circulated to the members. All the supplementary demands are ta k n as moved and cut motion also is taken as moved. First, there will be discussion on the Demand and the cut motion. When the debts is closed I shall dispose of the cut motion first and thereafter I shall put the demand to vote. Now I call on the Minister-in-charge of the Education Deptt. to start debate on his demand No. 9 & 16.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে ডিমাণ্ড নং ৯ সম্পর্কে বলছি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধাদের নাম ভারতবাসীদের মনে জাগ্রত রাখিবার জন্য ভারত সরকার স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষে এক পারকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ইহা স্থির হইয়াছে যে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি উন্নয়ন ব্লকের বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি করিয়া স্মৃতিফলক স্থাপিত হইবে এবং ঐ সকল ফলকে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের নাম লিপিবদ্ধ থাকিবে। উপরন্তু, যে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী শহরাঞ্চলে অধিবাসী তাদের জন্যও স্মৃতিফলক শহরাঞ্চলের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইবে। ভারত সরকার এই সিদ্ধান্তও নিয়াছেন যে যদি কোন অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামের তালিকা একটি মাত্র ফলকে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর না হয় তবে দুই বা ততোধিক ফলক স্থাপন করিতে হইবে। ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই সমস্ত ফলকের একদিকে সংবিধানের প্রি-এম্বল থাকিবে এবং ফলকের অপরদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামের তালিকা থাকিবে।

স্মৃতিফলকগুলির নির্মাণের ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন এবং রাজ্য সরকারগুলি এই বাবদ প্রাপ্ত ফলকের জন্য ১৫০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে গ্র্যান্ট হিসাবে পাইবেন। কিন্তু একটির অধিক স্মৃতিফলক নির্মাণ এবং ফলক স্থাপনের ও পরিবহনের যাবতীয় ব্যয় রাজ্য সরকারের বহন করিতে হইবে।

রজত জয়ন্তী বর্ষে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ত্রিপুরায় একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। এই কমিটি ভারত সরকারের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কমিটি স্থির করিয়াছেন যে ত্রিপুরার ১৭টি উন্নয়ন ব্লকে স্মৃতিফলক স্থাপিত হইবে এবং আগরতলা শহরাঞ্চলের স্বাধীনতা যোদ্ধাদের জন্য আলাদা করিয়া স্মৃতি ফলক স্থাপিত হইবে।

ইতিমধ্যে ১২টি উন্নয়ন ব্লকের স্বাধীনতা যোদ্ধাদের নাম এবং আগরতলা শহরের স্বাধীনতা যোদ্ধাদের নাম সংগ্রহ করা হইয়াছে। সমস্ত বিদ্যালয়ের নামও সংগ্রহ করা হইয়াছে। নামগুলি স্পেশাল কমিটির (স্বাধীনতা যোদ্ধাদের পেনসন দরখাস্ত পরীক্ষা ও অনুমোদন করিবার জন্য গঠিত কমিটি) অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

গত বৎসর আগরতলার উমাকান্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আগরতলা শহরের স্বাধীনতা যোদ্ধাদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া ৩টি স্মৃতিফলক স্থাপন করা হইয়াছে। এই ফলকগুলির মধ্যে ১টি ফলকের জন্য ১,৫০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে প্রদান করিবেন এবং বাকী ২টির টাকা রাজ্য সরকারের বাজেট হইতে ব্যয় করা হইয়াছে।

স্মৃতি ফলক নির্মাণ, স্থাপন ইত্যাদির দায়িত্ব ত্রিপুরা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিস কর্পোরেশান লি: এর উপর ন্যাস্ত করা হইয়াছে।

বর্তমান আর্থিক বর্ষে অনুমোদিত ১২টি ব্লকে; যথা, কমলপুর, পানিসাগর, বগাফা, অমরপুর, সাতচাঁন্দ রাজনগর, উদয়পুর, মোহনপুর, বিশালগড়, জিরানীয়া, খোয়াই ও তেলিয়ামুড়াতে স্মৃতিফলক নির্মাণ স্থাপনের জন্য ২০,৪০০ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে, কারণ, ভারত সরকার সমস্ত ব্লকের স্মৃতিফলক স্থাপনের কাজ বর্তমান আর্থিক বৎসরের ৩১শে মার্চের মধ্যে শেষ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। প্রস্তাবিত ২০,৫০০ টাকার মধ্যে ১৮,০০০ টাকা ১২টি স্মৃতিফলক নির্মাণের জন্য ব্যয়িত হইবে এবং সমুদয় অর্থ ভারত সরকার ত্রিপুরা সরকারকে গ্র্যান্ট হিসাবে প্রদান করিবেন। বাকী ২,৪০০ টাকা স্মৃতিফলকগুলির পরিবহণ বাবদ ও স্থাপন বাবদ ব্যয়িত হইবে এবং এই টাকা পরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকারকে বহন করিতে হইবে।

কাজেই প্রস্তাবিত বরাদ্দের অর্থ হইতে ব্যয় সংকোচের প্রস্তাব গ্রহন করা সম্ভবপর নহে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা করা যাইতে পারে যে বাকী ৫টি ব্লকের স্বাধীনতা যোদ্ধাদের নামের তালিকা ও বিদ্যালয়ের নাম এখন সংগ্রহাধীন আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. "স্পেশাল ক্যাম্পিং প্রগ্রাম আণ্ডার ন্যাশানাল সার্ভিস স্কীম।" —তার জন্য শিক্ষা দপ্তরের খাতে ৮ হাজার ৫ শত টাকা স্যাংশান করা হয়েছে। এ টাকাগুলি স্পেশাল ক্যাম্পিং প্রগ্রাম আণ্ডার ন্যাশানাল সার্ভিস স্কীম এ মিনিষ্ট্রি অব এডুকেশান এণ্ড সোসিয়েল ওয়েল ফেয়ার (ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশান) থেকে এই টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই টাকা এই বৎসরের স্পেশাল ক্যাম্পিং প্রগ্রাম আণ্ডার ন্যাশানাল সার্ভিস স্কীমে খরচ করা হবে।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— স্যার, আমার তো কাট মোশান ছিল, সেগুলির কি হল ?

মি: স্পীকার :— একটা মাত্র কাট মোশান এলাউ করা হয়েছে। অন্যগুলি ডিস্-এলাউ করা হয়েছে।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— তাহলে আমি কালিদাস দেববর্মার কাট মোশানের উপর বলছি।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং স্বাধীনতার জন্য যারা সহীদ হয়েছেন তাদের জন্য স্মৃতিফলক রাখা আমাদের দেশের পক্ষে গৌরবের বিষয়, আমি এটাকে স্বীকার করছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে যারা শহীদ হয়েছেন, আমি লক্ষ্য করেছি কোন কোন

ক্ষেত্রে যারা প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামী নয় তারাও অনেক সময় পেনশান পায়। সে ক্ষেত্রে যারা প্রকৃত সংগ্রামী তারা এর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই যারা প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামী, যারা দেশের জন্য জেল খেটেছেন, কি নির্যাতিত হয়েছেন, এমন কোন লোক যেন বঞ্চিত না হয় সে দিকে সরকার যেন নজর রাখেন। এই কথা বলে যে ডিমাণ্ড এখানে আনা হয়েছে এবং যে কাট মোশান আনা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখলাম।

মি: স্পীকার :- আর কেউ আলোচনা করবেন ?

Mr. Speaker :— Now there is one Cut Motion on Supplementry demand number 9. Now I am putting the Cut Motion to vote first. Now the question before the house is that the dem nd be reduced by the Rs. 100/- to discuss on— "ব্লক এরিয়াতে স্মৃতিফলক স্থাপন এবং শহীদদের ও স্বাধীনতা যোদ্ধাদের নাম খোদাই করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে"।

(The Cut Motion was put vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the demand for grant No. 9 to vote, Now the question before the house is the motion moved by the Minister-in-charge that a further sum not exceeding Rs. 20,400 be granted to defray the additional charges which will come in coure of payment during the period from first April, 1975 to 31st March, 1976 in respect of demand No 9. (The demand passed by voice vote)

Mr. Speaker :— Now I am putting the demand for grant nnmber 16 to vote. Now the question before the house is the motion moved by the Minister-in-charge that a further sum not exceeding Rs. 8,500/-be granted to defray the additional Charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1975 to 31st March, 1976 in respect of demand no. 16.

(The demand was passed by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now I call on the Minister-in-charge to start debate on demand for grant number—12.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১২ সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে জেল ডিপার্টমেন্ট খাতে এক হাজার টাকা দেখানো হয়েছে। বিচার বিভাগ যখন প্রশাসনিক বিভাগ হইতে আলাদা হয়ে যায় তখন আগে যারা নাকি অপরাধী ছিল, অপরাধীদের ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হত। কাজেই অন্য জায়গায় যদি তাদের গ্রেপ্তার করা হত, তাহলে গন্তব্যস্থানে আনার জন্য এবং বিচারালয়ে আনার জন্য, দায়রা জজের আদালতে যাতায়াতের জন্য খরচ বাবদ আগে যে খরচ হত তা কোর্ট থেকে হত। কিন্তু এই বিচার বিভাগ প্রশাসনিক বিভাগ থেকে আলাদা হওয়ার পরেই সেটি কোর্ট থেকে দেওয়ার নিয়ম বাতিল হয়ে যায় এবং সেটি জেল ডিপার্টমেন্টের উপর পড়ে, যে জেল ডিপার্টমেন্ট সেটি খরচ দেবে। তাই আগে যে বাজেট ছিল সে বাজেটে সেই প্রভিশান আমরা করতে পারি নি এবং

আজকে এই খরচ যদি এখানে মাননীয় সদস্যরা গ্রহণ না করেন তাহলে দেখা যাবে নানা রকম ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে। অপরাধীদের বিচারের বিলম্ব হবে এবং অপরাধীদের গন্তব্যস্থানে যাতায়াতের ব্যাপারে যে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হবে, তাই আজকে যে বিচার সেই বিচারকে ত্বরান্বিত করতে গেলে এবং বিচারকে যাতে নাকি সুষ্ঠু ভাবে অর্থাৎ যথাসময়ে এবং যথাস্থানে করা যায় তার জন্য আজকে এই যে অর্থটা চাওয়া হয়েছে সেই বরাদ্দ আজকে সেটি মাননীয় সদস্যদের নিকট পেশ করা হয়েছে। আমি আশা করি সেটি তারা গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :— Now I am putting the demand for grant number 12 to vote.

Now the question before the house is the motion moved by the Minister in-charge that a further sum not exceeding Rs. 1,000/- be granted to defry the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1975 to 31st March 1976 in respect of demand No. 12.

(The demand was passed by voice vote).

Mr. Speaker :— Now I would call on Honourble Minister-in-charge to to start debate demand for grant number for 17.

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭ (মেজর হেড ২৮৮) এতে হরিজন সেবক সংঘের জন্য দুই হাজার টাকা Trainging of Anganwadi workers under I. C. D. S. এর জন্য পনের হাজার টাকা, ত্রিপুরা রাজ্যে ভলেনটিয়ারি সার্ভিসের জন্য দশ হাজার টাকা ধরা হয়েছে এবং এই টাকাগুলি ধরা হয়েছে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭। মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের সমাজ কল্যাণ দপ্তরে বিভিন্ন কাজ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে একটা নির্দেশ আসছে যে ভলেনটিয়ারী অরগানাইজেশানের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে বা অন্যান্য রাজ্যগুলিতে কতগুলি কাজ করা হয়। সেই কাজগুলি দলীয় বা অর্গজিশানের মাধ্যমে করতে গেলে যে টাকার প্রয়োজন সে টাকার সুযোগ আদায় সাপেক্ষে কাজ আরম্ভ করতে হয়। সে জন্য যে টাকাটা এখানে খরচ হয়েছে এটা এখানে ডিমাণ্ড হিসাবে আনা হয়েছে এবং Anganwadi worker under I. C. D. S , Child Welfare scheme থেকে একটা ট্রাইবেল ব্লকে আমরা পড়েছি। সেখানকার যে সমস্ত শিশুরা আছে তাদের যাতে যথোপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া হয় এবং তাদের খেলা-ধুলা এবং বিভিন্ন স্কীম এর মাধ্যমে বা নিউট্রেশন স্কীমের মাধ্যমে তাদের যে সমস্ত খাদ্য দেওয়া হয় এবং তাদের যাতে সর্বপ্রকারে শিক্ষাদিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাদের উন্নতি করা যায় সেইদিকে দৃষ্টি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাখা হয়েছে। এবং সেই ভিত্তিতে ত্রিপুরাতে একটি মাত্র স্কীম এসেছে এবং সেই স্কীমটি ছামনু ব্লকে গড়া হয়েছে। তার জন্য যে সমস্ত ওয়ারকার লাগবে, তাদের ট্রেনিং এর জন্য ফুলিয়া পাঠানো হয়েছে। এবং এই ট্রেনিং এর জন্য আপাততঃ যে টাকা

খরচ হয়েছে সেটি এখানে ডিমাণ্ড হিসাবে এসেছে এবং সে টাকাটা না আসা পর্যান্ত যে কন্টিন্‌-জেনসি ফাণ্ড দেওয়া হয়েছে সেটা মেক আপ করার জন্য এখানে এই ডিমাণ্ড আনা হয়েছে। আমাদের একটা জিনিস আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক সময়ে আমি শুনেছি যে কোন কোন সদস্য বলেছিলেন যে মহিলা ভলেনটিয়ার তৈরী করা হয়েছে। আমি অবাক হয়ে যাই এ কথা শুনে কারণ মাননীয় সদস্যরা অনেক সময়ে বিভিন্ন ষ্টেটে বেড়াতে যান, সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা অনেক কিছু দেখে থাকবেন। আপনারা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছেন যে ভলেনটিয়ার অরগানাইজেশন'র মাধ্যমে বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যা ত্রিপুরাতেই কম লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এবার কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যান দপ্তর থেকে প্রথমে নির্দেশ এসেছে যে ত্রিপুরাতে বিশেষ ভাবে অরমেন এ্যাড, ডেসটিটিউট, উম্যান ওয়ারকারস সপ, গার্লস হোসটেল এগুলো যেন করা হয় এবং এই নির্দেশ গুলো পত্রিকা মারফতে, রেডিওতে বিভিন্ন জায়গায় এমন কি এম. এল. এদের কাছেও চিঠি দেওয়া হয়েছে সর্বোপরি সহযোগীতার জন্য এবং ভলুয়েন্টারী ওরগানাইজেশন যে গুলো থেকে দরখাস্ত এসেছে সেগুলো এন্টারটেন করে দিল্লীতে পাঠানো হয়েছে। কারন সেগুলো পরিকল্পনার মাধ্যমে যাতে গ্রাণ্ট পায় এবং সেই দিল্লী থেকে যে কয়টা ইনিসটিটিউশন স্বীকৃতি পেয়েছে সে কয়টী ইনিসটীটীউশনই এখান থেকে গ্রান্ট পেয়েছে। এরপরেও আমাদের সমাজ কল্যান দপ্তর থেকে পত্রিকাতে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। আর কোন ভলিয়েনটরি অরগানাইজেশন থেকে এ পর্যান্ত কোন এ্যাপলিকেশন আসেনি যার ফলে নূতন কোন সংস্থাকে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন সেটা ব্যক্তিগত ভলিয়েনটরি করে অরগানাইজেশন করা সেটা আমার মনে হল মুল উদ্দেশ্য অরগানাইজেশনকে পুঞ্জিভূত করে দেওয়ার মত কথা কারন তার উদ্দেশ্য কিছু ভলেনটীয়ার তৈরী করা নয় যেখানে দুস্থ শিশুরা, যারা অবহেলিত যাদের সমাজে শিক্ষার স্থান নেই যারা নাকি শিক্ষার অভাবে খাদ্যের অভাবে অবহেলিত তাদের কে কুড়িয়ে এনে তাদের শিক্ষা দেওয়া, স্বাস্থ্য সুন্দর রাখা সমাজের যে গুরু দায়িত্ব, ভারত সরকার যে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন তারই একটা প্রকৃষ্ট প্রমান হচ্ছে এই সমস্ত অর্গানাজেশন মাধ্যমে কাজের দায়িত্ব নেওয়া। এ কাজ সরকারী পর্যায়ে নেওয়াও যে দায়িত্ব বে-সরকারী পর্যায়ে নেওয়াও সেই একই গুরুতর দায়িত্ব। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করবো, যার মনে এই ধরনের ধারনা থাকে তিনি যেন এগুলি সম্পর্কে একটু লক্ষ্য রাখেন যে বিভিন্ন ষ্টেটে কিভাবে এই ধরনের কাজ হচ্ছে এবং তারা কি শুধু বৃহত্তর কতগুলি পরিকল্পনা নিয়ে দেশের সমস্ত দুস্থ শিশুদেরই নেয় যারা নাকি সহায় সম্বল হীন, এবং যে সমস্ত মহিলারা দুস্থ যাদের দুঃখ কষ্ট হচ্ছে, এবং সেইগুলি দুর করার জন্য প্রতিষ্ঠান বা বেকারস এ্যাক্ট তৈরী করে তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া, চিলড্রেনসদের জন্য এ্যাক্ট তৈরী করে জোগেনাইল করে তার মাধ্যমে তাদের মানসিকতা গড়ে তোলা সরকার যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে এটা তারই প্রথম সোপান হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ হতে যাচ্ছে। আমি মনে করবো মাননীয় সদস্যরা এতে আমাদের উৎসাহ দেবেন। এখানকার কল্যাণ দপ্তর তৎপর হয়ে জনসাধারনের কল্যান'এর জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান করতে যাচ্ছেন। তাকে এনকারেজ করা বা তাকে উৎসাহ দেওয়াই, আমি ভেবেছিলাম মাননীয় সদস্যদের লক্ষ্য

হবে এবং সমালোচনা করা ভাল যদি সেটা সমালোচনার বিষয়বস্তু এর মধ্যে থাকে। উৎসাহ দেওয়ার পর কাজকর্ম্মে যদি ব্যতিক্রম থাকে তবেই সমালোচনা করলে ভালো হয়। কিন্তু উৎসাহিত করা থেকে আমাদের নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে যেটা দেখে আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য লাগছে। যাই হোক আমার বক্তৃতার উপর যদি মাননীয় সদস্যর মনে যদি কোন সংশয় থাকে তবে তা দূর হয়েছে এবং তিনি সেটাকে আর মনে রাখবেন না এবং এই পরিকল্পনা গুলোকে সমর্থন করে তিনি এই ডিমাণ্ডকে পাশ করতে সাহায্য করবেন।

Mr. Speaker :— Hon'ble Member Shri Manindra Deb Barma, will you speak ?

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিশুদের খাদ্য মহিলা সমিতি ও অন্যান্যদের জন্য যে ২১,০০০ টাকা এখানে ব্যয় করা হয়েছে তার উপরেই আমি কিছু বক্তব্য রাখছি। আমরা জানি গ্রামাঞ্চলে বা বিশেষ করে যে সমস্ত ট্রাইবেল বা অনুন্নত সম্প্রদায় যেখানে আছে তাদের সমস্ত এলাকায় কিভাবে ব্যবস্থা করা হবে এবং তাদের উন্নতির জন্য, যাতে তারা সমাজে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য চেষ্টা করা হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এগুলি রূপায়িত হবে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। এর অনেকগুলি নজির আছে যেমন ধরুন, বাস্তবে যেগুলি আমরা দেখতে পাই যে একজন ভূমিহীন কৃষক বা জুমিয়া কৃষক যে প্রকৃত পক্ষে লোন পাওয়ার অধিকারী, তার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। এটা কারো অস্বীকার করার কথা নয়। কিন্তু এটা অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে অমুক এর কাছে না গলে বা কংগ্রেসের সংগঠনে না আসলে যে ঋণ পাবে না। এ রকম কতগুলি কথা ওঠে। কাজেই এই ক্ষেত্রে আমার একটু সন্দেহ রয়েছে। যেমন ধরুন কংগ্রেসের সংগঠন হিসাবে যে সমস্ত জায়গায় প্রতিষ্ঠান খাড়া করা যাবে, কল্যাণ-মুলক গণতান্ত্রিক দেশে যদি এই ধরনের কাজ করানো হয় তাহলে সত্যিই দুঃখের বিষয়। কাজেই প্রত্যেক গ্রাম অঞ্চলে মহিলারা ও শিশুরা যাতে সুযোগ সুবিধা পায় তার দিকে ঠিকভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে কিনা, তাতে আমার সন্দেহ আছে কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে বাজেট তৈরী হয়েছে সেটা মুলত কংগ্রেস সংগঠনকে আরও বেশী শক্তিশালী করার জন্য। আমি এই বলেই ডিমাণ্ড-এর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করলাম।

(The Supplementary Demand for Grant No. 17 as moved by Smti. Basana Chakraborty was then put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now I would call on the Minister-in-charge of the Revenue Department to move his motion for Supplementary Demand for Grant No. 25.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— তিনটা একসংগে মুভ করে দিই, ২৬, ৩৬, ৩৯ এই তিনটার অথরিটি আমার আছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৬, সেটা রিলিফের ব্যাপারটা আগে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছি। রিলিফের ভোট অন এ্যাকাউন্টে যে টাকা পাশ হয়েছিল, বাজেট পাশ হতে দেরী হওয়াতে আমাদের যে ক্রাইসীস আরম্ভ হয়েছিল, বিভিন্ন জায়গায়, এটাকে মিট করার জন্য কণ্টিনজেন্সী ফাণ্ড থেকে এই টাকাটা অগ্রীম দিয়েছিলাম। অথচ টি. আর., জি. আর খাতে অনেক টাকা খরচ হয়েছে, আমরা প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মত পেয়েছিলাম, একজাক্ট কত টাকা খরচ হয়েছে, সেই এ্যামাউন্টের হিসাব আমরা এখনও পাই নাই, সেটা এলে আমরা হাউসের সামনে পেশ করব। এটা সম্পর্কে যে ডিফিকালটীজ হয়েছিল, সেটাকে দূর করার জন্য কণ্টিন-জেনন্সী ফাণ্ড থেকে টাকা নিয়ে কাজ চালিয়েছিলাম, পুনরায় ডিমাণ্ড পাশ করিয়ে নিয়ে হাউস থেকে সেটাকে এডজাষ্ট করার প্রস্তাব এখানে করা হয়েছে।

ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৬—কোর্ট বিলডিং'এর ল্যাণ্ড একুইজিশান'এর ক্ষতিপূরণ'এর জন্য পাঁচ হাজার টাকা কণ্টিনজেন্সী ফাণ্ড থেকে এ্যাডভান্স নেওয়া হয়েছিল, সেটাকে এখন প্রপার হেডে স্যাংশান নিয়ে এ্যাডজাষ্ট করব।

ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৯—জুডিশিয়েল ডিপার্টমেন্টের রেসিডেনশিয়েল কোয়ার্টারের জন্য ল্যাণ্ড একুইজিশানে জন্য এ্যাডভান্স ১০ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়েছিল, সেটা এখন স্যাংশান করিয়ে নিয়ে এডজাষ্ট করব।

(The Motions for supplementary Demand for Grant No. 26, Grant No. 36 and Grant No. 39 as as moved by Shri Krishnadas Bhattacharjee was then put to voice vote one by one and passed.)

Mr. Speaker :— The House stands adjourned at 12-45 mts. till 12 noon of Wednesday, the 17th December, 1975.

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

17th December, 1975.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Wednesday the 17th December, 1975 at 12 noon.

PRESENT

Mr. Speaker, (Shri Manindra Lal Bhowmik), in the Chair, 6 Ministers, 1 Minister of State, and 1 Deputy Minister and Deputy Speaker, and 32 Members.

SPEAKER RULING REGARDING POSTPONED QUESTIONS.

Mr. Speaker :—Hon'ble Member,

This is to inform you that there are some postponed questions from the last budget session of this legislature which are due for replies. But for the suspension of rules these questions could not be brought on the list of business to bring before the House. These questions could not be disposed of on the days on which these were listed as Governmens had to collect information from different sources which were time consuming resulting in Minister's furnishing interim reply—"Information is under collection". On examination it is seen that almost all of the questions seek information which at present seem to be obsolete and therefore, will not serve their pupose at present.

However, I feel that some method must be evolved by which these questions should be disposed of. I have, therefore, decided that replies to these postponed questions should be furnishel to the Assembly Secretariat by the Government so that these may be transmitted to the Member of the House Henceforward any question remaining un-answered the Government should furnish reply to the Assembly Secretariat at the earliest opportunity so that these may be forwarded to the Members during inter-session period. This is in partial supersession of the Ruling given in the House on the 13th December, 1964.

GOVERMENT BUSINESS (BILL)

Mr. Speaker :— First business before the House is introduction of the Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1975 (Tripura Bill No. 7 of 1975 (Tripura Bill No. 7 of 1975). I would call on the Minister in-charge of the Revenue Department to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Revenue Minister) :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Approppiation (No. 3) Bill, 1975 (Tripura Bill No. 7 of 1975).

(The question that the motion moved by the Revenue Minister that leave be granted to introduce the Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1975 (Tripura Bill No. 7 of 1975) was put and agreed to voice vote).

Mr. Speaker :— The leave is granted.

(Secretary then read out the long title of the Bill viz. 'The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1975 is a Bill to authoorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Tripura for the services of the financial year 1975-76.)

Mr. Speaker :— Now, I call on the Revenue Minister to move his next motion to introduce the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1975 (Tripura Bill No. 7 of 1975) be introduced.

(The question that the motion moved by the Revenue Minister that the Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1975 (Tripura Bill No. 7 of 1975) be introduced, was then put and carried by voice vote).

Mr. Speaker :—The Bill is introduced. Next Business is consideration of the Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1975 (Tripura Bill No. 7 of 1975). I would request the Revenue Minister to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1975 (Tripura Bill No. 7 of 1975) be taken into consideration.

(The question that the motion moved by the Revenue Minister that The Tripura Appropration (No. 3) Bill, 1975 (Tripura Bill No. 7 of 1975) be taken into consideration, was then put and carried by voice vote)

Mr. Speaker :—The Motion is carried.

(Mr. Speaker then put the Clause 2 and Clause 3 together that they stand part of the Bill and they were carried by voice vote.)

That the Schedule and Clause 1 do stand part of the Bill were put separately and they were carried by voice vote).

Mr. Speaker :— Now, I would request the Revenue Minister to move his next Motion for passing of the Bill.

Shri Krishnadas Bhatracharjee :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1975 (Tripura Bill No. 7 of 1975) as settled in the Assembly be passed.

[Then the question that the motion moved by the Revenue Minister that The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1975 (Tripura Bill No. 7 of 1975) as settled in the Assembly be passed, was put and carried by voice vote].

Mr. Speaker :—The Bill is passed.

Mr· Speaker :— Next business before the House is consideration and passing of the Bills namely—(1) The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill, 1975 Tripura Bill No. 8 of 1975), (2) The Salaries and Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assem bly (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 9 of 1975 and (3) The Salaries and Allowauces of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 10 of 1975).

Now, I would request the Revenue Minister to move his motion for consideration of the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 8 of 1975.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that "The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura Bill, 1975 (Tripura Bill No. 8 of 1975) be taken into consideration.

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে আমার একটু বক্তব্য আছে। স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বিলগুলি নিয়ে এসেছেন, সেগুলির সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমেই এই কথা বলব যে এই বিলগুলি আনা ঠিক হয় নি। স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রীগণের বেতন ও ভাতা এবং সদস্যগণের ভাতা বৃদ্ধির যে বিল আনা হয়েছে, তাতে আমি অবাক না হয়ে পারি না। আমি কেন অবাক হচ্ছি? তার কারণ হল আমাদের এই রাজ্যের সাধারণ কর্মচারীদের অবস্থা, শিক্ষক ও প্রফেসারদের অবস্থাটা কি, সেটা আমাদের একটু চিন্তা করে দেখা দরকার, তার বর্ত্তমান আর্থিক সংকটের আবর্ত্তে পড়ে একটা দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে। আজকে আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ে তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ছে বিশেষ করে আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী যারা আছে, তারা প্রায় মরণের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন অবস্থায় আমাদের মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির কথা যদি শুনতে পাই, তাহলে কি যে ভাবব আর কি যে বলব, সেটাই চিন্তা করে উঠতে পারছি না। আজকে তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে? বর্ত্তমান সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গী এবং তাদের যে চিন্তাধারা এই বিলগুলি আনার মধ্যে লক্ষ্য করছি, তাতে আমরা নিরাশ না হয়ে পারি না। কাজেই এই দুর্বিসহ অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে যদি তাদের বাঁচার ব্যবস্থা না করা হয়, সরকার যে তাদের প্রতি খুব একটা নজর দিয়েছেন, এটা আমরা মনে করতে পারি না। আজকে আমরা দেখতে পাই এবং এখানেই বলা হয়েছে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির কারণ ঘটেছে। কিন্তু এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে যারা সাধারণ বেতন পান, যাদের আয় খুব কম, তাদের দিকেই তো আজকে আমাদের বেশী করে নজর দেওয়া উচিত? কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে তাদের জন্য তেমন কিছুই করা হয়নি। আমাদের যারা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, তাদের অবস্থার কথা বলাই বাহুল্য, তাদের অবস্থা বর্ণনা করা অত্যন্ত দু:সহ ব্যাপার। কারণ আমি বলতে

পারি, এই আমাদের এম, এল, এ, হোষ্টেলে কাজ করে নন্দ কুমার সিং, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি কি ভাবে চল, কত তোমার মাইনে। সে বলেছে ১৮০ টাকা পায়। ৩ বছর চাকুরী করেও এখনও সে কন্টিজেন্সি অবস্থায় পড়ে আছে, সকাল থেকে বিকাল পর্য্যন্ত সে সেখানে কাজ করে চলেছে। এমন সময় নেই যে অবসর সময়ে অন্য কাজ করে আরও দুই একটি টাকা রোজগার করতে পারে। তাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে যে ১৮০ টাকায় এখনকার দিনে একটা পরিবার চলতে পারে কি না? আজকে ঐ নন্দকুমারের সেই পথ নাই। এই রকম নন্দ কুমার তো শতে শতে পড়ে আছে। আর আজকের এই দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্পীকার মহোদয়, ডিপুটি স্পীকার মহোদয়, মন্ত্রীদের এবং সদস্যদের, যারা জনপ্রতিনিধি তাদের বেতন বাড়ছে, তাদের ভাতা বাড়ছে। আজকে তো দ্রব্যমূল্য,জিনিষ-পত্রের দাম বেড়ে দেওয়ার জন্য সরকার অনেক কথা বলছেন, কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা বলছেন আজকে আসলে কি দেখতে পাচ্ছি? এক একটা জিনিষ কয়েক দিন পর পর উধাও হয়ে যাচ্ছে। এই তো কয়েক দিন আগে বাজারে পেয়াজ আর নাই, সেই পেয়াজের দাম কত উঠেছে,জানেন? ব্লেকে কিনতে হয়েছে ৫।৬ টাকা কে,জি, করে। অর্থাৎ একবার যদি কোন একটা জিনিষের দাম উঠে যায়, সেটা আর নামে না, নামতে চায়না। অথচ আমরা কেবল শুনছি যে দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে বা হবে। এই যে দুর্বিসহ অবস্থা, আজকে যারা নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী এবং শিক্ষক মহাশয় ও প্রফেসার যারা আছেন, যাদের অবস্থা ভাল নয়, তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা কি কোন চিন্তা করছি? তাই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলব আজকে এই যে বেতন বৃদ্ধির, ভাতা বৃদ্ধির জন্য বিল আনা হয়েছে, তা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার, অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার এই কথা আমি বলব। আজকে সত্যি যদি সরকারের ভাল উদ্দেশ্য থেকে, থাকে তাহলে সমাজের নিম্ন শ্রেণী কর্মচারীদের দিকে তাকান, তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করুন। আজকে তারা যে অবস্থায় আছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আছি, মন্ত্রী আছি তাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি না করে আগে তাদের জন্য চিন্তা করুন। অথচ তাদের জন্য চিন্তা না করে, শুধু আমাদের জন্য চিন্তা করব, আমাদের বেতন ভাতা বাড়াব, এটা হতে পারেনা। আমি বলব এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। আর সেজনাই আমি এই বিলগুলিকে সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এইসব দিক চিন্তা করলে এগুলিকে সমর্থন করা যায় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে বিলগুলি এখানে এসেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আর একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা। এই উৎপাদনের দিকে যদি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখছি আজকে খাদ্য উৎপাদনের কথা, ধান্য উৎপাদনের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এই রাজ্যে খাদ্য উৎপাদন বা শস্য উৎপাদনের জন্য আমরা কি দেখছি? আগে দেখেছি শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সীজন্যাল বাঁধের জন্য কিছু টাকা খরচ করা হত, এখন কিন্তু আমরা সেটাও দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের এখানে ওভার ফ্লো ইত্যাদি করে নেচারাল রিসোর্সকে নানা ভাবে কাজে লাগানো যায়, সে দিক দিয়ে কোন অর্থ খরচ করা হচ্ছে কি? কাজেই ঐ সমস্ত ডেভলাপমেন্ট ওয়ার্ক—রাজ্যের উন্নতি সেই দিকের চিন্তাটাই আমাদের বড় করে দেখতে হবে এবং আমাদের সদস্যদের মন্ত্রীদের বেতন বাড়াবার লক্ষ্যে রাখলেই চলবে না। কারণ এখানে

এই যুক্তি দেখান হয়েছে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্যই এই বিলটা আনা হয়েছে। এই সব যুক্তি খাটে না, আরও বিশেষ করে ঐ আমাদের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের যারা আজকে নিম্নতম বেতনও পায়না এবং যারা আজকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে তাদের চলতে কষ্ট হয় তাদের কথা না ভেবে এই সব কথা ভাবা অর্থাৎ ঐ মন্ত্রীদের, সদস্যদের, স্পীকারের বেতন বাড়াবার কথা ভাবা এটা লজ্জাজনক বলেই আমি মনে করি। এই জন্যই আমি এই বিলের বিরুদ্ধাচরণ করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাসঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মিনিষ্টারদের সেলারী এণ্ড এলাউন্সেস্ এমেণ্ডমেণ্টে যে বিল এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার নিজের সেণ্টিমেণ্টের কথা বলতে চাইছি খুব সংক্ষেপে এবং খুব সংযতভাবে। আজকে এটা সত্যি কথা যে মেম্বারদের, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মিনিষ্টার এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী, এদের যে বেতন ভাতা বাড়ছে এবং এরা সব খুব অস্বচ্ছল এটা আমি বলিনা। হয়তো আরও বাড়লে, তাদের বেতন ভাতা আরও বাড়লে তাদের আরও সুবিধা হবে, তাদের আরও স্বচ্ছলতা আসিবে এই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আর যেহেতু এই বিল এসে গিয়েছে সুতরাং আমাদেরও—এম, এল, এ দেরও বাড়ছে। আজকের দিনে পয়সা বাড়লে খুশী হয় না এমন মানুষ পাওয়া মুস্কিল। পয়সা আরও বাড়লে আরও ষ্টেটাস বাড়বে, আরও স্বচ্ছলতা আসবে মানুষ মাত্রই সেটা চায় এবং আমরাও চাই। কিন্তু আজকে দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে—আজকে যখন দেশে জরুরী অবস্থা চলছে, কেন চলছে যদি আমরা খুজে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে মানুষ চোরাকারবারীর দৌড়াত্বে, জুলুমবাজের দৌড়াত্বে রাজনৈতিক ফটকাবাজীর নামে দেশের মানুষের মধ্যে ফ্রাষ্ট্রেশান সুরু হয়ে গেছে এই অবস্থায় যখন ফ্যাসিবাদ প্রতিক্রীয়াশীল চক্র তাদের মিসলিড করতে চেয়েছিল দেশের সার্বভৌমত্বএর এগেনষ্টে এবং দেশের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে তখন এই দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই একটা

ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল—জরুরী অবস্থা, যাতে এই ফ্রাষ্ট্রেটেড মানুষগুলকে আশান্বিত করা যায়। তাহলে আমাদের দেখতে হবে সেই সমস্ত ফ্রাষ্ট্রেড ক্লাসেস—যাদের পয়সা আরও না হলেও তাদের সংসারে হাহাকার উঠে কি চিকিৎসার ক্ষেত্রে কি ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে তাদের দু'বেলা ভাত খাওয়ার প্রশ্নে—শুধু তাদের গ্রাস আচ্ছাদন সাধারণ ভাবে যা নিয়ম, তাদের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। যাতে দেশের সকল মানুষ-এর সমৃদ্ধি আরও বেড়ে উঠে। কিন্তু আমাদের প্রায়রিটি দিতে হবে কোনটা? আমাদের প্রধান মন্ত্রীর যে ২০ দফা অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম তা যদি আমরা আইটেম বাই আইটেম দেখি তাহলে আমরা দেখব সেখানে লক্ষ্য হচ্ছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণীর জন্যই আগে কাজ করতে হবে, তাদের ক্ষেত্রেই প্রায়রিটি দিতে হবে। কিন্তু সেখানে আমাদের মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে এম. এল. এ.দের ক্ষেত্রে হবে—আমরা বরাবরই এক সংগে চলি কিন্তু কোন দিন একথা শুনিনি যে আমাদের সংসার চলছে না। কিম্বা এম. এল. এ. দেরও এমন কোন গুঞ্জন ধ্বনি শুনিনি যে আমাদের বেতন বৃদ্ধি হওয়া দরকার. নইলে আমাদের সংসার চলছে না। ঠিক সেই অবস্থায় গায়ে পড়ে হঠাৎ কারে বেতন বৃদ্ধি করা এবং তাও কিনা কোন কোন ক্ষেত্রে ফিফটি পার্সেণ্ট হাজার টাকায় ক্ষেত্রে সাড়ে বারশ টাকা হয়েছে আর সম্পচুয়ারী এলাউন্সের বেলায় আরও বেশী—আমি বুঝতে

পারছিলাম বৃদ্ধি হওয়া দরকার। কিন্তু এতটা বৃদ্ধি, বৃদ্ধিরও একটা মাত্রা থাকা দরকার। আজকে আমাদের ইমার্জেন্সীর কথা চিন্তা করতে হবে, আমাদের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর ২০ দফা অর্থ নৈতিক কার্য্যসূচীর কথা চিন্তা করতে হবে, যাদের নাই তাদের কথা আমাদের চিন্তায় প্রায়রিটি দিতে হবে—সকলের কথাই আমাদের দেখতে হবে। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে প্রায়রিটি দিতে হবে কোথায়। বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরার অর্থ নৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে—যেমন আমাদের ত্রিপুরার ক্ষেত্রে গভর্ণমেন্টের ডিশিশান হয়ে গিয়ে যেখানে আমাদের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে ডি. এ. ইত্যাদির ক্ষেত্রে এটা আমাদের গভর্ণমেন্টের একসেপটেড পলিসি, কিন্তু আমরা দিতে পারছি না ফর ওয়াণ্ট অব মানি—টাকার জন্য আমরা দিতে পারছি না। অনেক বেকারকে আমরা চাকরী দিতে পারছি না, দেরী হচ্ছে, টাকার প্রশ্নে অনেক পোষ্ট ফিল আপ করা যাচ্ছে না। এই অবস্থার মধ্যে ২০ দফা কর্মসূচীর রূপায়ণে আমরা কতটা করতে পেরেছি আরও আমরা কি করতে পারব সেই দিকে আমাদের দৃষ্টী দেওয়া দরকার। আমি এটার সংগে ডিফার করছি না। কিন্তু আজকে দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের চিন্তা করতে হবে প্রায়রিটি কোনটা হওয়া উচিত। এটা সত্যিই যেন নৈরাশ্যব্যঞ্জক বিচার হলেও সুবিচার হয়নি বলেই আমার মনে হয়। বিশেষ করে ২০ দফা কর্মসূচীর উপর সুবিচার হয়নি। আর একটা জিনিষ আমি দেখছি যে এম. এল. এ. দের ক্ষেত্রে যেমন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে—গতকাল বিলে যা দেখেছি সেটা হচ্ছে তাদের বেতন বৃদ্ধির তেমন বেশী দরকার নেই এবং সেখানে শুধু ডি. এ. ২৫ টাকার জায়গায় ৩৫ টাকা করা হয়েছে। তাহলে দেখা যায় অন্যদের বেলায় বাড়ার খুব দরকার আছে, তাহলে দেখা যাচ্ছে বিচার যেভাবে করা হচ্ছে তাতে অন্যদের বেলায় খুব বৃদ্ধির দরকার আছে। আর এম, এল. এ, দের ষ্ট্যাণ্ডার্ড একেবারে হাইয়েষ্ট—তাদের আর বৃদ্ধির দরকার নাই। তারা তাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড মেন্টেন করতে পারছে, তাদের আর খাওয়া পড়ার আর হাহাকার নাই। সেখানে আবার আজকে এমেণ্ডমেণ্ট এসেছে কালকার ব্যাপার আজকে আবার এমেণ্ডমেণ্ট করা হয়েছে এম. এল. এ.দের ক্ষেত্রে ৩৫ টাকার জায়গায় ৩০ টাকা হয়েছে আর বেতনের জায়গায় ৫০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ সাড়ে তিনশর জায়গায় ৪০০ টাকা করা হয়েছে। এই কাল এবং আজকের ব্যাপার কি বিবেচনা করেছে আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় যেন এখানে একটু কার্পণ্যতা আছে তাদের, ৫০ টাকার বেশী দিলে বেশী হয় আর ৩৫ টাকা দিলে বেশী হয় অর্থাৎ তারা তাদের হায়েষ্ট লিমিটে পৌঁছে গেছে তথাপি তাদের আরও কিছু দিতে হবে। আর মন্ত্রীদের তাদের আরও কিছু দিয়ে দাও। আমি শুনিনি যে এম. এল. এ.রা বলেছে যে আমাদের বেতন বৃদ্ধির দরকার। সুতরাং সেখানেও যেন একটা ২০ দফার মধ্যে একটা সম বন্টনের নীতির মধ্যে একটা কন্ট্রাডিকটরী হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি বলছি যে ঐ দিকে যাদের ষ্টান এম. এল. এ. সেখানে একেবারে ফিফটি পার্সেণ্ট রাইজ, ৪০ পার্সেণ্ট রাইজ, ২৫ পার্সেণ্ট রাইজ করা হয়েছে, কোন কার্পণ্যতা ওখানে নেই। ইচ্ছা করলে যেন আরও অনেক কিছু করা যেত, এই ইমার্জেন্সীর পরিপ্রেক্ষিতে আরও স্কোপ আছে, শুধু স্কোপ নাই এম. এল. এ.দের বেলায়। এই বিচার ব্যবস্থা কার মস্তিষ্কের ভিতর থেকে এসেছে এবং কি ভাবে জাষ্টিফাই

করছে বিশেষ করে ২০ দফা কর্মসূচীর সংগে সামঞ্জস্য রেখে এবং দেশের এই জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। আমি জানি না কি করে এই অর্থনীতিকে জাষ্টিফাই করছে এই ধরণের একটা বিল আসার। তথাপি আমি এই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মেম্বারদের, মন্ত্রীদের এবং স্পীকারের যে অ্যালাউন্স এবং সেলারির বিল এসেছে আমি এইটাকে সমর্থন করতে পারি না। সমর্থন করতে পারি না এই কারণে যে বাঁচার তাগিদে প্রত্যেকটা মানুষের যে অসহনীয় অবস্থা এবং আমরা দেখছি যে দেশের মধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সমস্ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশের প্রত্যেকটা মানুষ অভাবে ভোগছে। শুধু আমরাই নই, আমাদের কথা চিন্তা করলে চলবে না। এই ব্যাপারে আমাদের একটু চিন্তা করার বিষয় আছে নিশ্চয়ই। আমরা শুধু আমাদের কথা চিন্তা করলে চলবে না। আমরা দেখছি শিক্ষক, কর্মচারী দাবী করে আসছে যে তাদের কম বেতনে তারা চলতে পারে না কিন্তু তাদের বাঁচার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়ে তাদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আজকে বিধানসভায় একটা বিল এই ভাবে পাশ করে নিয়ে নেবে এইটা মোটেই আমি সমর্থন করতে পারি না।

মিঃ স্পীকার :— আপনি বলবেন ? বলুন।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে বিল মন্ত্রীদের, স্পীকারের এবং সদস্যদের ভাতা এবং বেতন বৃদ্ধির জন্য আনা হয়েছে সেইটা কেমন করে এই পরিস্থিতিতে এখানে এলো সেইটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। কারণ, এর মধ্যে আমি উপলব্ধি করে বলছি যে আজকে সরকার সারা ভারতবর্ষে যে পলিসি এবং যে কথা বলেন, বর্তমানে যে অবস্থাটা সেইটা মোকাবিলা করার জন্য যে প্রচার বা কার্যকলাপ চালাচ্ছেন কিন্তু আজকে এই বিধান সভায় এসে তার উলটোটা দেখলাম। কারণ সেখানে দেখি সরকার প্রত্যেকটা কাজে এই কথা প্রচার করছেন যে প্রতিটা মানুষ যেন তার খরচ সংকোচিত করেন। এমন কি জনসাধারণ এবং সরকারের খরচ এবং অফিস আদালতের খরচ সংকোচন করার প্রশ্ন যেখানে রয়েছে সেখানে সেইটার কোন নজির আমি দেখলাম না, বরং তার খরচটা আরও বাড়ানোর জন্য তার একটা প্রস্তাব, এই প্রস্তাবটা দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। কারণ আমি ভেবেছিলাম এই বিধান সভার মধ্যে দেশের বিভিন্ন অবস্থা এবং জনসাধারণের অবস্থা আমরা এখানে আলোচনা করবো এবং প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের বক্তব্য এখানে রাখবো। আমি ভেবেছিলাম যে এই সংকোচনের প্রশ্ন এটা নিশ্চয়ই এই জায়গায় আলোচনা হবে এবং সরকারের প্রত্যেকটা কাজের খরচ কিভাবে সংকোচিত বা খরচ কমানো যায় যার ফলে আমাদের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় হয় সেইটা আমরা এখানে আলোচনা করবো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি এই কারণে যে গত অভাবের সময় অনেক গরীব মানুষ সরকারের কাছে সামান্য দশটি টাকা সাহায্যের জন্য, খয়রাতির সাহায্যের জন্য আসে কিন্তু তখন তাকে টাকা নাই বলে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। সরকারী কর্মচারীরা তাদের বেতন তাদের বাঁচার প্রয়োজনে ওরা কিছু অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাদের সেই কথা, তাদের সেই দাবীকে, তাদের আন্দোলনকে কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হলো। ক্লাশ ফোর এ্যামপ্লয়িদের,

ওদেরকে মেডিকেল অ্যালাউন্স শুধু মাত্র দশ মাস আগে, থেকে দিয়েছে। কাজেই আমাদের দেখতে হবে আজ আমার যে সমস্ত এম. এল. এ.দের সমস্ত মন্ত্রীদের, স্পীকারদের শুধু আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রয়োজন? জনসাধারণের নেই? এই জন্য এই যে একটা প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে ওটাকে বর্তমানে দেশের আর্থিক অবস্থার সংগে মিলিয়ে দেখতে হবে, শুধু এক দিকে বিচার করলে হবে না, দেশের জনসাধারণের কথাও বিচার করতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— অনারেবাল ফুড মিনিষ্টার।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রীদের যে বিল উৎথাপন করা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করছি। আমরা আগে যে বিল করেছিলাম মিনিষ্টারদের, ষ্ট্যাটের জন্য যে প্রভিশন ছিল ২১ এপ্রিল থেকে সেই প্রভিশন তখন করা হয় নি। কাজেই মিনিষ্টারদের বিভিন্ন কাজের জন্য তাদের বিভিন্ন ষ্ট্যাটাসের জন্য বিভিন্ন গ্রেডের প্রয়োজন। কারণ এইটা সমাজের প্রত্যেকটা স্তরে এই ষ্ট্যাটস্ এবং ষ্ট্যাটাস বর্ত্তমানে আছে। মিনিষ্টারদের ষ্ট্যাটাসও নির্দ্ধারণ করা উচিত এবং তার সংগে অবশ্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রশ্ন রয়েছে। এখানে তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাবটা এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। সেইজন্য আমি এই বিলকে সমর্থন করছি। এই বিলের বিরোধীতা এবং সমালোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন বক্তা বিভিন্নভাবে বলেছেন যে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি হয় নি। সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। এবং নূতন কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা যতখানি দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হয়তো সেটা কারোর আশানুরূপ নাও হতে পারে। কিন্তু বেতন বৃদ্ধি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করা, সরকারের একটা নীতির মধ্যে পড়ে। এবং সেই হিসাবে সরকারী কর্মচারীদেরও বেতন বৃদ্ধি কিছুদিন আগে হয়েছে। তাদের বেতন বৃদ্ধি যদি আশানুরূপ না হয়ে থাকে মনে করে থাকেন তাহলে তাদের সঙ্গতি রাখার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পেনসনের সুযোগ ও সুবিধার উন্নতি হয়েছে। আগের ডিয়ারর্নেন্স অ্যালাউন্স সেটা মূল বেতনের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, যারা পরবর্তী পর্য্যায়ে এরপর রিটায়ারম্যান্ট হয়ে যাবেন সেই সময়ে যেন তাদের বেনিফিট বৃদ্ধি পায় তার সুযোগ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে মন্ত্রীরা যারা আছেন, কিংবা যারা নূতন স্তরে উন্নত হয়েছেন, অনেকে সমালোচনা করেছেন যে, তাদের বেতন কেন বাড়ানো হল ? মন্ত্রীরা যারা আছেন তাঁদের কোন পেনসন কিংবা কোন প্রভিডেন্ট ফাণ্ড নেই। মন্ত্রী বা এম. এল. এ. যারা আছেন তারা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। হয়তো পাঁচ বছর পরে তারা আবার চান্স পান না. টার্স শেষ হয়ে যায়, তারপরে তাঁদের আর আর্থিক সুবিধা কিছু থাকে না। যারা সমালোচনা করেছেন তাঁরা যদি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় কম বেশী বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। এম এল. এ. দের হয়েছে, মন্ত্রীদেরও হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য ষ্টেটের মত ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও বেতন বৃদ্ধি হউক, অনেকেই কামনা করেছেন, কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন যে কোথা থেকে এ বিলের প্রয়োজন অনুভূত হল, আবার কেহ বলেছেন যে বেতন বাড়লে কে না চাইবে। কেহ হয়তো ৬ মাস পরে হলে নেবেন বলছেন। তাহলেও

সকলেই নেবেন আবার কেহ বলেছেন কর্মচারীদেরও বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে; কেহ বলছেন যে আমাদেরই বা বৃদ্ধি করা হবে না কেন? কাজেই গুপ্ত ও প্রকাশ্য আকাংখা ও বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই বিল আনা হয়েছে। একটু গভীর ভাবে ভেবে যদি দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে এর মধ্যে খুব একটা অসঙ্গতি নেই। আমরা যদি আর একটু গভীর ভাবে চিন্তা করি—ভারতবর্ষের সংসদ এবং অন্যান্য রাজ্যের মতো এখানেও ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী, স্পীকার এবং এম. এল. এ. দের বেতন বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে এবং এর মধ্যে কোন অসংগতি নেই। এখন থেকে যদি বিচার করা যায় যে ভারতের অন্যান্য জায়গায় এম. এল. এ., মন্ত্রী এবং স্পীকার যারা আছেন—বিভিন্ন ষ্টেজে তার সঙ্গে ত্রিপুরার যারা আছেন তার সঙ্গে যদি তুলনা করি তাহলে বেতন স্তরের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাবে। কেহ কেহ বলেছেন যে বিল অসম্পূর্ণ সেটা তার নিজস্ব দৃষ্টীভঙ্গী। কিন্তু আমি মনে করি যে এটা সম্পূর্ণ হয়েছে। মেম্বারদের ক্ষেত্রেও বেতন ক্রমের বদল করা হয়েছে। কালকে যে জিনিসটা ছিল আজকে তার মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছুটা বদল করে এখানে এনেছেন। কালকে দেখা গিয়েছিল যে অন্যান্য সকলের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছিল কিন্তু এম. এল. এ. দের বেলায় শুধু ডি. এ. বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এখন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এম এল. এ.দের বেতন বৃদ্ধি করার জন্য বিল এনেছেন এব সেই সঙ্গে ডি. এ-ও পুরানো জায়গা থেকে তুলে আনা হয়েছে। সেটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি। এটা সবদিকে বিচার বিবেচনা করে এটা করা হয়েছে। সবারই সেন্টিমেন্ট আছে—কাজেই আমি সকলকে অনুরোধ করব এটা যদি গভীর ভাবে ভেবে দেখেন তাহলে দেখবেন যে এর মধ্যে সংগতি খুঁজে পাবেন এবং এর মধ্যে সামঞ্জস্য আছে আমি এই বিশ্বাস করি। কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও যে বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যে বাড়ানো হয় নি তা ঠিক নয়। কাজেই এম. এল. এ. দের ক্ষেত্রেও এবং মন্ত্রীদের ক্ষেত্রেও এটার প্রয়োজনীয়তা আছে। অনেকে অবশ্য বলেছেন ক্লাস ফোর কর্মচারীদের কথা। সেটা যদি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ক্লাস ফোর কর্মচারীদের বিষয়টি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও সেই সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এবং এই যে প্রায়রিটিটা প্রথম বারে আমাদের ছিল তখন এম. এল. এ. এবং মন্ত্রীরাও সেটা পেত, এটা আমাদের ছিল। কাজেই এই যে প্রায়রিটি বা ডিফারেন্স—অর্থাৎ নীচু স্তরের সঙ্গে উচু স্তরের যে অসামঞ্জস্য ছিল সেটা এখনও আমরা দূর করতে পারিনি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ফোরদের—নীচু স্তরের জন্য কিছু করা হয় নি। এটা ঠিক নয়। এবং অন্যান্য আনুসাংগিক ক্ষেত্রেও বাড়ানো হয়েছে। যারা কৃষির কথা বলেছেন। সব আমরা এক সংগে কাজ করতে পারব বলে আশা করতে পারি না। বিগত কয়েক বৎসরে কৃষির উন্নতির জন্য যে ব্যয় করা হয়েছে তার হিসাব যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে এই বছরে কৃষির ডেভেলাপমেন্টের জন্য—কৃষির উন্নতির জন্য ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। কাজেই সেই ব্যয়ের দিক থেকেও দেখা যায় যে কৃষির উন্নতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টী রাখা হয়েছে। আগে বাঁধের জন্য যা খরচ হত এবার তার চেয়ে অনেক বেশী বাঁধের জন্য দেওয়া হয়েছে। এবং জল সরবরাহ করার জন্য টিউব-ওয়েল-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং এমন কি ডীপ-টিউব-ওয়েল করেও কৃষির উন্নতি করা যায়, তার জন্য সরকার চেষ্টা

করছেন। কৃষকদের স্বল্প ঋণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরো আগে যেসব পাম্প সেট ছিল সেগুলি বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই সরকার একদিকে দেখছেন আর একদিকে নয় সেটা ঠিক নয়। ২০ দফা অর্থনীতির সংগে সংগতি রেখেই সব করা হচ্ছে। ২০ দফাতে এমন কোন কথা নেই যে একদিকে হবে আর একদিকে হবে না। সংগতির সংগে সম্পর্ক রেখেই এটা করা হয়েছে। আমার দিক থেকে আমি তাই মনে করি এর মধ্যে সংগতি আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখব যে বিল এবং অ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে তাকে যেন সবাই সমর্থন করেন। এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় রেভিনিউ মিনিষ্টার, আপনি রিপ্লাই দিন।

রেভিনিউ মিনিষ্টার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কি সব এক সঙ্গে দেব ?

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, আপনি সব এক সঙ্গে দিয়ে দিন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— তা কি করে হবে ? উনি মুভ করবেন মাত্র একটি। সব গুলির উত্তর কি করে দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— সবগুলি এক সঙ্গে তো আলোচনা করেছেন। স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মিনিষ্টার, এবং মেম্বারদের সব তো এক সঙ্গেই আলোচনা করা হয়েছে। সেই জন্যই বলছি যে এক সঙ্গে রিপ্লাই দেবার জন্য।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— উনি উত্তর দিন দিক। কিন্তু সবগুলি বিল তো মুভড্ করাই হয় নি। মুভড হওয়ার আগে আলোচনা কি করে হবে ? সবটার উত্তর উনি দেবেন কি করে আমাকে বলতে হবে। সেটা কি উনি দিতে পারেন ?

Shri Krishnadas Bhattacherjee (Revenue Minister) :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that –'The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1975 (Tripura Bill No. 8 of 1975) be taken into consideration.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Revenue Minister 'that the Salaries and Allowances of the Ministers (Tripura) Amendent Bill, 1975 (Tripura Bill No. 8 of 1975) be taken into consideration.

(The motion was carried by voice vote)

Mr. Speaker :— Clause 2 to Clause 5 do stand part of the Bill,

(The motion was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Clause I do stand part of the Bill.

(The motion was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :– The title do stand part of the Bill.

(The motion was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now I would request the Reveuue Minister to move his next motion for passing of the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacherjee (Revenue Minister) :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 8 of 1975) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Motion moved by the Revenue Minister that 'the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill (Tripura Bill No. 8 of 1975) as settled in the Assembly be passed.

(The motion was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now I would call on the Revenue Minister to move his motion for consideration of the next Bill.

Shri Krishnadas Bhattacherjee (Revenue Minister) ; - Mr. Speaker, Sir, I beg to move that 'the Salaries and Allowances of the Speaker and the Dy. Speaker of the Lagislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 9 of 1975) be taken into consideration.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Revenue Minister that the Salaries and Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 9 of 1975) be taken into consideration.

(The Motion was put to voice vote and carried)

Mr. Speaker :— Clause 2 to Clause 5 do stand part of the Bill.

(The motion was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Clause I do stand part of the Bill.

(The motion was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— The title do stand part of the Bill.

(The motion was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now I would request the Revenue Minister to move his next motion for passing of the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacherjee (Revenue Minister) .— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Salaries and Allowances of the Speaker and the Dy. Speaker of the Lagislative Assembly (Tripura) Amendent Bill, 1975 (Tripura Bill No. 9 of 1975) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Revenue Minister that the Salaries & Allowances of the Speaker & Dy. Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 9 of 1975) as settled in the Assembly be passed.

(The motion was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now, I would request the Revenue Minister to move his motion for consideration of the next Bill.

Shri Krishnadas Bhattacherjee (Revenue Minister) :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Salaries and Allowances of members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 10 of 1975) be taken into consideration.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Revenue Minister that the Salaries and Allowances of Member of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 10 of 1975) be taken into consideration.

(The motion was put to voice vote and carried)

Mr. Speaker :— Hon'ble Members, there are amendment on Cl. 1 and on Cl. 2 of the salaries & allowances of the members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 given notice of by the Minister in-charge of the Revenue Deptt. The list of Amendments has already been circulated to the members. I would now call on the Revenue Minister to move and raise discussion on his amendments. Any other members may also take part in the discussion.

Shri Krishnadas Bhattacherjee (Revenue Minister) :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that 'In Clause 1 of the Bill for the existing sub-clause (2) the following shall be substituted, namely :—

"(2) It shall come into force at once."

Mr. Speaker Sir, I beg to move that for clause 2 of the Bill the following shall be substituted, namely :—

"(2) In section 3 of the Salaries and Allowances of members of the Legislative Assembly (Tripura) Act, 1972 (hereinafter referred to as the principal Act),

(a) for the words "three hundred and fifty" the words "four hundred" shall be substituted, and

(b) for the word "twentyfive" the word "thirty" shall be substituted.

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় রেভিনিউ মিনিষ্টার দয়া করে বলবেন—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ রাখছি মাননীয় রেভিনিউ মিনিষ্টারের কাছে যে, মেম্বারদের সেলারী এণ্ড অ্যালাউন্স-এ ১৯৭৫, তাতে গতকাল যা ছিল তাতে বলা হয়েছিল অ্যালাউন্সটা ২৫ এর জায়গায় ৩৫ টাকা হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে এই বিলগুলি গভীর ভাবে চিন্তা করে সংগতি রক্ষা করে করা হয়েছে। তাহলে ২৫ থেকে ৩৫ করেন এটা কি চিন্তা করে, কোন যুক্তি অনুযায়ী—আর যদি চিন্তা করে সামঞ্জস্য রক্ষা করে, সংগতি রক্ষা করাই হয়ে থাকে তবে একদিনের মধ্যে আবার সেটাকে ৩০ টাকার মধ্যে কোন যুক্তিতে আনা হয়েছে। আর তাছাড়া এর আগে ছিল ৩৫০। এখানে ৫০ টাকা অ্যাড করার কি যুক্তি থাকতে পারে? সেটা কালকে কেন বাড়ানো হলো না? আর কোন যুক্তিতেই সেটা আজকে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনে ৫০ টাকা বাড়ানোর ব্যবস্থা হল? ৪০ নয়, ৩০ নয়, ১৫০ নয়, এমন কি ৫০০ পর্যান্ত নয়, শুধু ৫০ টাকা। এটা কোন যুক্তিতে? এক টাকা বেশীও

না, কিংবা এক টাকা কমও না। সুতরাং আমার মনে হয় যে টাকাটা বাড়তি হয়েছে, যে পরিমাণ বাড়ান হয়েছে সেটা—যেটা ৩০০, ৫০০ নয় শুধু ৫০ টাকা বাড়ানো হল কোন যুক্তিতে। এই ৫০ টাকা কিসের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে করা হয়েছে। এটা কি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করা হয়েছে ? এটার বেসিসটা কি, এটা হিসাব করে দেখা দরকার। আরো একটা কথা হচ্ছে এই যে সেলারী এবং এলাউন্স যেটা ফিক্স করা হল, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার মিনিষ্টার, চীফ মিনিষ্টার, মেম্বারদের সেটার ক্ষেত্রে দুই রকম নীতি প্রযোজ্য করার কারণটা কি ? ৮ মাস ৯ মাস আগে থেকে উনারা পাবেন আর এম. এল. এ-রা পাবেন আজকে থেকে। এটাই বা কোন যুক্তিতে সুচিন্তিত, এটা আমি একটু বুঝতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আর কারো বক্তব্য আছে বলে আমার মনে হয় না।

ডাঃ **বিনোদ বিহারী দাস :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা বক্তব্য আছে। আমি একটা ক্লারিফিকেশান চাইছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বক্তৃতা রাখতে গিয়ে যে একটা কথা বলেছেন যে সরকারী কর্মচারী যারা আছেন তাদেরও বেতন বেড়েছে এবং তাদের একটা বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল পেন্‌সনের বেলায়। এমন অবস্থা যে চিতার উপরে মঠ দেওয়া। "মরে যা মঠ দিয়ে দেব।" পেন্‌সনের ব্যাপারটা হচ্ছে সেইরকম। কিন্তু স্যার, আমার একটা প্রশ্ন যে ক্লারিফিকেশানটা চাইছি সেটা হল, তাই তাই যদি বেড়েই থাকে তবে ডাক্তার বাবুদের কাছে অপশানটা চাওয়া হয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্যে, কতজন ডাক্তার ত্রিপুরার হেল্‌থ সার্ভিসে আসবেন, অপশান দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা রিলিভেন্ট ?

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— স্যার, এটা রিলিভেন্ট হচ্ছে, আমি বলছি যদি আপত্তি থাকে বাদ দিয়ে দেবেন। এই পয়েন্টের উপর বলছি স্যার, যেহেতু মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ডাক্তারদের বেতন বেড়েছে। বেতন সেখানে বাড়ে নি। তারা যারা আগে যে বেতন পেতেন তার চেয়ে অনেক কমে গেছে কিন্তু কর্মচারীদের বেলায় সেটা না করে আমাদের বেলায় যে বাড়ানো হল সেটা দৃষ্টিকটু। তবে স্যার, আমাদের সংগতি সব দিকেই আছে। সে দিকটা বিবেচনা করা উচিত ছিল যে আমার ধারণা যেটা নাকি সরকার করবেন বা যেটা করার জন্য উনারা প্ল্যান পরিকল্পনা নিয়েছেন সেটা যেন বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় হয়। কিন্তু তা না করে মুষ্টিমেয় আমাদের কতজনের বেতনটা বাড়লে আমাদের ষ্টেণ্ডার্ডটা বাড়বে। এটা সত্যই দৃষ্টিকটু। বিলটা এখানে এসেছে সরকারের ডিসিশান নিতেই হবে। সেই জন্য সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছি। সে টাকা যখন পাব, সেটা তো হতে পারে না স্যার, কৃপণের বাড়ীর ভিক্ষা যাই হউক সেটা নিতেই হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল রেভিনিউ মিনিষ্টার, প্লীজ রিপ্লাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলগুলি সম্বন্ধে কর্মচারীদের কথা টেনে আনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমার পূর্ববর্তী বক্তা মাননীয় শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত মহোদয় বিশেষভাবে বক্তব্য পেশ করেছেন। কর্মচারীদের কথা তিনি টেনে এনেছেন।

a) for the words "three hundreds and fifty" the word "four hundred" shall be substituted, and

b) for the words "twentyfive" the word "thirty" shall be substituted.

(The amenment was put to voice vote & passed).

Now I am putting the clause 2 as amended by the House to vote.

Cl. 2 do stand part of the Bill.

(The motion was put to voice vote & passed)

Cl. 3 do stand part of the Bill.

(The motion was put to voice vote & passed).

Now I am putting the amendment on Cl. 1 to vote. The question before the House is the amendment moved by the Revenue Minister that

In clause 1 of the Bill for the existing sub-clause 2 of the following shall be substituted namely :-

"(2) It shall come into force at once."

(The amendment was put to voice vote & passed.)

Now I am putting the Cl. 1 as amendment by the House to vote. Clause 1 as amended do stand part of the Bill.

(The motion was put to voice vote & passed).

The Title do stand part of the Bill.

(The motion was put to voice vote & passed).

Mr. Speaker :— Now I would call on the Revenue Minister to move his next motion for passing of the Bill.

Shri K. Bhattacherjee :— Mr. Speaker. Sir, I beg to move that the Salaries and allowances of members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 10 of 1975) as settled in the House be passed.

Mr Speaker :— Now the question before the House that the motion moved by the Revenue Minister that the Salaries and allowances of members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1975 (Tripura Bill No. 50 of 1975) as settled in the House be passed.

(The motion was put to voice vote & passed).

The House stands adjourned 'SINE DIE'.